মায়া

বা

নবদেবী।

(উপন্যাস।)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্-এ, বি এল,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

(৩৬ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর কলিকাতা।)

কলিকাতা।

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৬'সাল।

ইং ১৯১০।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

মদগ্রজ পূজনীয়

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল রায়

মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ

উপহার

প্রদান করিলাম।

ভূমিকা।

মৎসম্পাদিত নবপ্রভা মাসিক পত্রে "মায়া" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখকের নাম ছিল না। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি সংবাদপত্রে তাহা প্রশংসিত হইয়াছিল। সেই সাহসে তাহা পরিবর্দ্ধিত ও কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

"নবদেবী বা মায়া" একটী ঐতিহাসিক ঘটনার অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া. বর্ত্তমান সমস্যার উপর দাঁড়াইয়া, যে পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন, পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঐ পথ আমাদের গন্তব্যপথ কি না।

বর্ত্তমান গ্রন্থকার, তাঁহার ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুসারে, জাতীয় উন্নতিতত্ত্বের শাস্ত্রসঙ্গত অংশ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবোধ, জমিদারের কর্ত্তব্য জ্ঞান। মহেশ, ধর্ম্মাত্মক কর্ম্মতন্ত্রের বীজ। সেবানন্দ, কর্ম্মাত্মক ভক্তির বিকাশ। মায়া, স্বর্গের আলোক, এবং মহেশের ও সেবানন্দের স্বদেশ-সেবা-প্রবৃত্তির মূল। ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মতন্ত্রের এবং কর্ম্মনিষ্ঠ উপাসনার প্রসার দ্বারা, স্বজাতিকে সর্ব্বাগ্রে সুশিক্ষিত ও উন্নত করা, স্বদেশপ্রেমের প্রধান কার্য্য, ইহাই এই উপন্যাসে সূচিত হইয়াছে।

উপন্যাসে, মধুরতা ও সংস্কারপ্রচার, এই দুইটী সমন্বিত করা কঠিন। এই কঠিন বিষয়ে গ্রন্থকারের যত্ন কত দূর সার্থক হইয়াছে, তাহার বিচার পাঠকগণের হস্তে।

সচরাচর উপন্যাস যে ভাবে ও উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, এই উপন্যাস সেরূপ লিখিত হয় নাই। ভারতের পৌরাণিক ও বৈদান্তিক ধর্ম্মই এই উপন্যাসের স্বদেশ-সেবার প্রাণ। তথাপি ইউরোপের সাধারণতন্ত্রের দুই একটী বিশুদ্ধভাব এই উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। তাহা সনাতন ধর্ম্মের অবিরোধী। এই উপন্যাসে কথঞ্চিৎ নূতন পথে যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তজ্জন্য এই ভূমিকাটী লিখিত হইল।

কলিকাতা।
১৩১৬ সাল। } গ্রন্থকার।

মায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
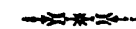
আত্মসমর্পণ।

দিনমণি অস্তাচলগামী। পশ্চিম গগনপ্রাঙ্গন সিন্দূর রাগে রঞ্জিত হইয়া হাসিতেছে। বিহঙ্গমকুল দলে দলে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। গ্রামের অবগুণ্ঠনবতী কৃষকবধূগণ কক্ষে কলস লইয়া নদীতে জল আনিতে যাইতেছে। রাখাল গরুর পাল লইয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছে, গাভী হাম্বারব করিতেছে। দূরে, কৃষক সমুদয় দিন হলচালনা করিয়া, শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত পথে, মৃদুমন্দবেগে কুটীরাভিমুখে আসিতেছে। গ্রামের তরুকুঞ্জে সমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীগণ পরস্পর সম্ভাষণের মধুর কোলাহল তুলিয়াছে। এমন সময় হারাধন মণ্ডল নিজের বাটীর চালার পীঁড়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে। তাহার কাছে একটী বালিকা দাঁড়াইয়া আছে। বালিকা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে, বড়ই সুন্দরী। তাহার মুখ মৃদুভাবময়ী কোমলতায় ঢল ঢল করিতেছে, তাহার পটলচেরা চোখ যেন নিয়তই দয়াতে ও প্রীতিতে ভাসিতেছে। তাহার দেহলতা ক্ষীণ অথচ সুগোল ও সুকোমল। যেন ননীর পুতুল। তাহার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি, মার্জ্জিত ললাট, আয়ত

কপোল, বক্ষস্থল ও পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া লম্বিত হইয়াছে। কৃষকের ঘরে এত মাধুরী—মর্ত্ত্যে দেবকন্যা। বালিকার নাম মায়া। মায়া বলিল "বাবা ঐ গরুটা আমাদিগের দিকে তাকাইয়া শিং নাড়িতেছে—কি বলিতেছে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ?" হারাধন বলিল—"কৈ মা, গরু ত কিছু বলিতেছে না।"

মায়া। গরুরা ঐ রকম ইসারা করিয়া বলে।

হারাধন। ইসারা করিয়া কি বলিতেছে? তুমি বুঝিতে পার?

মায়া। হাঁ, ঐ গরুটা আমাকে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেছে—দিদি, তুমি এস, আমাকে আরও খইল দেও, আরও জল দেও।—

হারাধন।—বড় গামলা ভরিয়া, বিচিলি খইল জল দিয়া, সানি ত দেওয়া হইয়াছে।

মায়া। না, বাবা ওটা বোধ হয় আজ ভাল সানি পায় নাই। আমি যাই।—মায়া একটা ক্ষুদ্র কলসী লইল। বিস্তৃত পরিষ্কার উঠানে একটা কূপ আছে। তাহা হইতে জল তুলিতে লাগিল, আর সেই গামলায় ঢালিতে লাগিল। কতকগুলি বিচালি নিজে কাটিল, ঘর হইতে দৌড়িয়া খইল আনিল। গামলাতে কোমল বাহু ডুবাইয়া জাবনা মাখিতে লাগিল। গরুটা মায়ার গা চটিতে লাগিল। জাবনা মাখা হইলে গরুটা খাইতে লাগিল। মায়া তখন, হাত ধুইয়া, শাদা ধপ্‌ধপে বাছুরটীর গলা ধরিয়া, কখন বা গায় হাত বুলাইয়া, আদর করিতে লাগিল। বাছুরটা গলা উঁচু করিয়া কোলের দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। মায়া দৌড়িয়া তাহার বাবার কাছে আবার আসিল। তাহার বাবার স্কন্ধে হাত দিয়া দাঁড়াইল। মায়া বলিল, "বাবা দেখ বাছুরটা কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করিতেছে। ওর মা খেতে খেতে এক একবার ওকে দেখ্‌ছে। ওর মা ওকে খুব ভালবাসে, মা?

হারাধন তখন চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল, কোন উত্তর দিল না। তখন মায়া বলিল "দাদা আজ ফিরিয়া আসিবে, সেবানন্দ ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন। এখনও দাদা এল না?

হারাধন—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দাদা, আজ যদি না আসে, কাল আস্‌বে। তুই ভাবিস্ না।

মায়া। দাদা কত দিন নাই, আমার বড় প্রাণ কেমন করে।

হারাধন। মা, আমাদের বড় বিপদ উপস্থিত। তাই, দাদা বিদেশে গিয়েছে।

মায়া। বাবা বিপদ কাকে বলে? সেই পেয়াদারা কি তোমাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে?

হারাধন। না, মা, কিছু নয়।

মায়া। বাবা, কি হয়েছে, বল। এই কথা বলিতে বলিতে মায়ার সেই রাজীবলোচন অশ্রুসিক্ত হইল। মায়া আবার বলিল—"কি হয়েছে? দাদা মাঝে মাঝে বাড়ী থাকে না—তুমি কি ভাব? ক'দিন তোমার মুখে হাসি দেখ্‌ছি নে। বৌ সে দিন কাদ্‌ছিল। আমাকে দেখে চোক মুছে বোল্লে "না, কিছু নয়"। বৌকে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। বৌ বল্‌লে—তোর দাদার কথার ভাবে বোধ হয়, আমাদের বুঝি ভিটা ছাড়িয়া পলাইতে হয়।

হারাধন। না, মা, পালাতে হবে কেন? বৌমা বুঝিতে পারেন নাই।

মায়া। সত্যইত, পলাব কেন? আমাদের ঘর আমরা ছাড়্‌ব কেন? বাবা—ঐ দাদা আস্‌ছে।—মায়ার দাদার নাম মহেশ। মহেশ যেমন আসিল, মায়া দৌড়িয়া একবটি জল আর একখানি পীঁড়ি উঠানে রাখিল। তার পরই দাদার হাত ধরিয়া মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "দাদা তোমার অসুখ করেছে?" মহেশ বলিল "না, দিদি"—মহেশের

কপাল হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে। মুখমণ্ডল যেন একটা কোন দুঃখে আঁধার হইয়াছে, কিন্তু প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

মহেশ পা ধুইল। মায়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। আর তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিল।

হারাধন। বাবা মহেশ, খবর কি?

মহেশ। খবর কিছু ভাল নহে।

হারাধন। সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মহেশ্। দুই একজন বাদে সকলের সঙ্গে।

হারাধন। তারা কি বল্লে?

মহেশ। বল্লে? পাজিরা যা বোলে থাকে, তাই বল্লে।

হারাধন। কেউ আমাদের সহায় হবে না? আমাদের গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌বে, কেউ গরিবের হোয়ে দুটা কথা কবে না?

মহেশ। বাঙ্গালা দেশে কি লোক আছে তাই গরিবকে বাঁচাবার জন্য কেউ এগোবে? একে একে দেখ্‌লাম সব কাপুরুষ সব পাষণ্ড,—

হারাধন। "সব পাষণ্ড" বল্‌তে নেই। প্রবোধ বাবুকে মনে করো।

মহেশ। ঐ ত একজন মানুষ কেবল দেখেছি, আর সব পাষণ্ড।

হারাধন। আর সেবানন্দ ঠাকুর?

মহেশ। সেবানন্দ ঠাকুর মানুষ নহেন, তিনি দেবতা।

হারাধন। আরও মানুষ থাক্‌তে পারে। তুমি আমি জানিনে।

মহেশ। যাক্—যা জানিনে সে কথায় কাজ নেই।

হারাধন। এখন উপায়?

মহেশ। উপায়, ভগবান্ আর এই লাঠি। মহেশ দৃঢ় মুষ্টিতে নিজের লাঠি ধরিয়া তাহা কাঁপাইতে কাঁপাইতে আবার বলিল "লাঠি, লাঠি, লাঠি, লাঠি"। এই কথা শুনিয়া মায়া তাহার দাদার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হারা। মা, কাঁদস্ না, তোর দাদার জন্য ময়রা দোকান হ'তে এক পয়সার মুড়কি আর এক পয়সার খাঁড় নিয়ে আয়। মায়া ময়রা দোকানে দৌড়িল।

হারাধন। বাবা মহেশ! অকূলসাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিস,—আমি যে সব আঁধার দেখ্‌ছি। আমার যেন বোধ হচ্চে, তোর সঙ্গে আজগের দেখাই শেষ দেখা।

মহেশ। পিতার নিকট হাত যোড় করিয়া বলিল, "বাবা আমাকে তুমি অনুমতি দেও। বাবা, জমি গিয়েছে, ভিটেও যাবে; মানও যে থাকবে তা আর বোধ হয় না। দুদিন পরে আমরা পথের কাঙ্গাল হব। এমন বেঁচে থাকা আর না থাকা সমানই। বাবা তুমি অনুমতি দেও।"

হারাধন। আমি আর কি বল্‌বো। আমার বুদ্ধি সুদ্ধি এখন লোপ হয়েছে। তুই এখন অন্ধের যষ্টি, বুড়ো বয়সে আমাকে শোক দিস্‌নে!

হারাধন চক্ষু মুদিয়া উর্দ্ধমুখে করযোড়ে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল—ঠাকুর সব তোমারই ইচ্ছা। মহেশকে রক্ষা করো। মহেশ পিতার চরণধূলি মস্তকে লইল।

ইত্যবসরে মায়া জলখাবার আনিল। মহেশ খাইল, ক্রমে রাত্রি হইল। দূরে গম্ভীর শৃঙ্গনাদ হইয়া আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। মায়া চমকিয়া উঠিল।

হারাধন। ও কি শব্দ ?

মহেশ। সঙ্কেত।

হারাধন। কিসের ?

মহেশ। বিদ্রোহের।

হারাধন। বাবা তোর কথা শুনে আমার গা কাঁপে। জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে প্রজা কি কখন পারে ? ধন ত গিয়েছে। শেষে বাবা তোর প্রাণটা কেবল যাবে। দেখ্, নসিরদ্দি সেখ জমিদারের গোমস্তাকে মেরেছিল জানিস তো। জমিদারের লোক নসিরদ্দিকে কুচি কুচি ক'রে কেটে গাঙ্গে ফেলে দিল। তার ভাইকে জেলে দিল। তার ভিটে চসে ফেল্‌ল। মুসলমানরা ক্ষেপে উঠেছিল। বলেছিল গোমস্তার গর্দান নেবে। কি কর্‌তে পার্‌লো ? গুপী ঘোষ কাঠ কবুল করেছিল "বিদ্ধি নিরিখ দেব না।" সে গোমস্তা মশায়কে বলেছিল "আপনি আমার নামে নালিশ করোগে"। তারপর তাকে একদিন ধরে নিয়ে এমন মার মেরেছিল যে সে দুমাস রক্ত হেগে মরে গেল। কৈ গোমস্তার কি হ'ল। মধু ঘোষের পরিবার এক্ষণ ভিক্ষে মেগে খায়, তা জানিস তো। জমিদারের লেঠেলে প্রজা বস করে, ওদের টাকায় পুলিশ বশ করে, ওদের টাকায় উকীল মোক্তার বশ করে। উকীল মোক্তারে হাকিমান বশ করে। আমরা গরিব গুর্ব্বো লোক, আমরা কি বড়মানুষদের সঙ্গে লড়ে পারি ?

মহেশ। ওদের লেঠেল—কজন ? নায়েবের কাছারীতে কজন লেঠেল থাকে।—৩০জন ? আমাদের গ্রামে বাছাই বাছাই মরদ কজন ? ৪০০ মরদ আমরা যদি একসঙ্গে সকলে লাঠি ধরি, ও কজন লেঠেল কোথায় থাকে।

হারাধন। জমিদার দাঙ্গা হলে ৩০০ জন ভাড়া কোরে আন্‌তে

পারে। হাজার লেঠেল ভাড়া কোরে আন্‌তে পারে। মানপুরের চড়া নিয়ে যখন দাঙ্গা হয় জমিদারের কত লেঠেল জমেছিল জানিস্?

মহেশ। ভাড়া করলই বা। আমরাত কেবল একখানা গ্রামের মরদ নই। মামুদপুর পরগণায় সব গ্রামেই ত জুলুম হচ্ছে, সব প্রজাইত ক্ষেপে উঠেছে। সেবানন্দ ঠাকুর গ্রামে গ্রামে লোক মাতিয়ে তুলছেন। তিনিই আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন। সব গ্রামের লোক একগাট্টা হলেইত পারে—১০০০, ২০০০, ৫০০০, ১০,০০০ মরদ ইসারায় জমায়তবস্ত হোতে পারে। জমিদারের লেঠেলকে ভাড়া দিতে হয়! আমাদের ত আর ভাড়া দিতে হবে না। এই গাঁয় জমিদার জোর ১০০০ টাকা পায়। এই গ্রামের জন্য জমিদার কমাস ১০০ লেঠেল বেতন দিয়ে রাখতে পারে? মাসে ৫৲ হিঃ এক বছর রাখতে হোলে ৬০০০৲ টাকা পড়ে। তা দিতে হলে মুনাফা খেয়ে ৫০০০৲ টাকা লোক্‌শান হয়ে যাবে—এইরূপ কয়েক-খানি গ্রাম জমিদার লেঠেলের দ্বারা শাসন করতেঁ গেলে এক বছরে জমিদার ফতুর হয়ে যায়।

হারাধন। সকল প্রজা এক মত হবে না। দাঙ্গা হেঙ্গাম ফেসাদে অধিক লোক যাবে না। বাবা, তুই যে কথা বল্‌ছিস তা কখন হইনি, হবে না। বাবা, ইচ্ছে ক'রে কেন ভরা নৌকা ডুবোবি। নিজের জেন্ত গলাটা কেন জমিদারের হাড়কাটে দিবি।

মহেশ। বাবা তুমি বলছো, যা কখন হইনি, তা কখন হবে না। তোমার মুখেইত শুনেছি গোপালপুরের নীলকর সাহেবদের কি উপদ্রব ছিল—কত ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, কত লোককে মাটির ভিতর গেড়ে ফেলেছিল, কত বাড়ী লুঠ করেছিল। কিসে এই জুলুম এই অত্যাচার গেল? প্রজারা যখন ক্ষেপে উঠ্‌লো, প্রজারা যখন লাঠি ধর্‌লো, যখন নীলকর সাহেবদের ঠেঙ্গাতে আরম্ভ করলোঁ, যখন নীলকুঠি লুটপাট

কর্‌তে লাগলো—তখন সরকার বাহাদুরের নীলের দিকে নজর পড়্‌ল। নীলকরের অত্যাচার ঘুচ্‌লো। বাবা আমি খুব বুঝেছি যে, দুনিয়ায় দুর্ব্বলের মা বাপ নাই। কেউ সহায় হয় না। নিজেকে নিজে রক্ষা না করিলে, কারো সাধ্য নাই রক্ষা করা। সেবানন্দঠাকুরও ঐ কথা বলেন।

হারাধন। তোদের দলে কত লোক হয়েছে?

মহেশ। দশ খানা গ্রাম পূর্ব্বেই ধর্ম্মঘট করেছে। আজগে রাত্রি দুপরের পরে শ্মশানকালীর মাঠে পঞ্চাশ খানা গাঁর লোক জমিবে। সেখানে সব ঠিক হবে। কালকে তোমাকে সব বল্‌ব।

হারাধন। বাবা যা ভাল বুঝিস্‌ তা করিস। আমার মনে কিন্তু ভাল নিচ্ছে না।

মহেশ। তুমি কেন ভয় কর্‌ছ? প্রজারা যদি সব এককাট্টা হয়, তা'দের মধ্যে যদি ঐক্য থাকে, তাহ'লে কি জমিদার্‌রা কি কোন জুলুম করিতে পারে? এতদিন যে জমিদাররা আমাদের উপর এত জুলুম কর্‌তে পেরেছে তার কারণ, প্রজার ঐক্য ছিল না, হিন্দু মুসলমানে ঐক্য ছিল না। এখন তামাম্‌ মামুদপুর পরগণার প্রজায় প্রজায় হিন্দু মুসলমানে, সব এক জোট বেঁধেছে। আর আমরা জেনেছি মেজিষ্ট্রেট সাহেবের আমাদের প্রতি দয়া আছে।

হারাধন। সাহেবের যদি আমাদের উপর দয়া থাকে তিনি আমাদের বাঁচান না কেন?

মহেশ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি আমাদের হয়ে লাঠি ধর্‌বেন? প্রবোধ বাবুর কাছে, পূর্ব্বে শুনেছি যে সাহেব বলেছেন, জমীদাররা যদি মিছে করে ফৌজদারি করে, তিনি যাতে প্রজারা খালাস পায় তা কর্‌বেন। আর মধু হালদারের শুমি মোকদ্দমায়, চারি আনি জমি-

দারের সাজা হয়ে গিয়েছে বাবা তা জানত? বাবা—ভয় কিসের?

"আশীর্ব্বাদ কর, পায় ধূলো দাও" এই বলিয়া মহেশ তাহার বাবার পদধূলি মস্তকে লইল। "আমি যদি কখন বাটী না থাকি আর কোন বিপদ হয় এই শিঙ্গাটা বাজাইবে, আমি বা আমাদিগের লোক যেথানে থাকে সেখান হইতে আসিবে" এই বলিয়া মহেশ কোথায় চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল।

আবার দূরে শৃঙ্গনাদ শুনা গেল। এই শৃঙ্গনাদ শুনিয়া আর একটী শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। আরও দূরে শিঙ্গা বাজিল। ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শৃঙ্গনাদ বিস্তৃত হইতে লাগিল। গম্ভীর নাদ পরম্পরায় সেই তমিস্রা রজনী গম্ভীরতর ও ভীষণতর হইল। মায়া তখন বৌর গলা জড়াইয়া ঘুমাইতেছিল। সে নিমীলিত নেত্রে যেন বৌর বুকের মধ্যে সরিয়া আসিল—নিদ্রিত অবস্থায় মৃদু অস্ফুট কাতরধ্বনি করিল। বৌ বলিল ভয় কি?" মায়া আবার ঘুমাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে বিশ্বাস ঘাতকতা।

নরেশ বাবুর সদর কাছারী তাঁহার বাসভবনের বাহির মহলে। এই মহলে এক দিকে ঠাকুরবাড়ী, আর এক দিকে আমলাদিগের বাসবাড়ী, মধ্যে সদর কাছারী। কাছারীর উপরতালায় দেওয়ানজীর আপীস ও

খাস কামরা। তাহার পার্শ্বে আর একটি ঘর আছে, তাহা সুসজ্জিত। জমিদার বাবু যদি কখন কাছারী করেন, তিনি সেই ঘরে বসেন জমিদার বাবুর কাছারীতে বসা কদাচিৎ ঘটিয়া উঠে। দেওয়ানজী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ লাহিড়ী বৃদ্ধ, কিছু কাল হইতে কাশীবাসী। সদর নায়েব শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র এক্ষণে দেওয়ানজীর কাজ চালাইতেছেন। তাঁহার বয়স ৪৫। তাঁহার আপীস নীচের তালায়। বড় তপ্তাকোষের উপর সতরঞ্চি, তাহার এক দিকে একখানি চাদর পাতা, তাহার উপর একটা তাকিয়া আছে। সদর নায়েব মহাশয় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া একখানি পত্র পড়িতেছেন ঃ—

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
জমিদার মহাশয় মহিমার্ণবেষু—

কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন—

পরগণার অবস্থা ভয়ানক হইয়াছে। প্রজারা বিদ্রোহী, খাজানা দেওয়া এককালেই বন্ধ করিয়াছে। তাহারা বলে বৃদ্ধিনিরিখ কিছু-মাত্র দিবে না, এবং পরগণার প্রচলিত রসি অর্থাৎ ৫৫ গজের রসির কম কোন রসির মাপে জরিপ হইলে তাহাতে তাহারা বাধা দিবে। প্রজাদিগের অতিশয় আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। অধীন প্রথমে খুব শক্তাই করিয়া শাসন করাতে অনেক প্রজা বৃদ্ধি নিরিখ দিতে স্বীকার হইয়া-ছিল। কিন্তু দেওয়ানি আদালতে হাকিমের অবিচারে কয়েকটী মোকদ্দমায় প্রজারা জয় লাভ করাতে তাহারা পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়াছে।

গ্রামের হারাধন মণ্ডলের পুত্র মহেশ মণ্ডল বিদ্রোহীদিগের দলপতি। সে কিছু লেখা পড়া জানে ; সহরে কয়েক বৎসর ছিল। অল্প বয়সেই বড় বদমায়েস হইয়াছে। তাহাকে কোন মতে সরাইয়া দিতে পারিলে

সুবিধা আছে। কিন্তু কখন কোথায় থাকে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহার পিতা হারাধনকে রীতিমত শিক্ষা দিলে, বোধ হয় মহেশের কিছু শিক্ষা হইতে পারে। এ বিষয় বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। সদরের পুরাতন কর্ম্মচারীরা অবগত আছেন, অধীন হুজুরের ইষ্টার্থে কোন বিপদজনক কার্য্যেই ভীত নহে। কেবল হুজুরের আদেশের অপেক্ষা।

শুনিতে পাইতেছি প্রজারা নিমতলা মৌজার কাছারীবাটী লুঠ করিয়া দুই হাজার টাকা মারিয়া লইয়াছে এবং গোমস্তাকে জখম করিয়াছে। খাঁটী খবর পাইলে পরে বিস্তারে নিবেদিব, অধীন খুব হুঁসিয়ার আছে। পরগণার কাছারীতে হামেসা ৫০ জন বাছা বাছা লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা থাকে। বন্দুকও আছে। প্রত্যেক তহশিলদারিকে ১০ জন করিয়া অতিরিক্ত লাঠিয়াল মোতায়েন করিবার জন্য অধীন লিখিয়া দিয়াছে। এই সব বন্দোবস্তে অবশ্য মবলগ টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু বিদ্রোহী প্রজা শাসন না করিলে জমিদারি চলে না।

মণিপুর গ্রামে একটা মস্ত দাঙ্গা হইয়াছে। এ পক্ষের লোক দুই জন প্রজাকে জখম করায়, তথাকার বিদ্রোহী প্রজারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কিন্তু বদমায়েস মহেশের উদ্যোগে একটা ১৪৭ ধারার মোকদ্দমা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পুলিশকে অধীন ৫০০ টাকা দিয়া ঘটনা মিছা লেখাইয়া সি ফারমে রিপোর্ট দেওয়ান হইয়াছে। হুজুরের পুণ্যবলে এই মোকদ্দমায় হুজুরের জয় লাভ হইয়াছে। দারোগা অতিশয় ভাল লোক। যথোচিত পুরস্কার পাইলে তিনি এক্ষণ হইতে সব মোকদ্দমায় এ পক্ষের দিকে টানিয়া কাজ করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হুজুর এবং সদরের পুরাতন আমলা মহাশয়েরা অবগত আছেন, ফৌজদারী মোকদ্দমাতে টাকার টানাটানি করিলে উপযুক্ত

তদ্বির হয় না, এবং জয়লাভও হয় না। এক্ষণে বিশেষ রকম শক্তাই শাসনের, এবং প্রচুর খরচের ঢালাও হুকুম না দিলে, হুজুরের জমীদারি যে রক্ষা হইতে পারে তাহা বিবেচনা হয় না।

গোপন অনুসন্ধানে প্রকাশ, প্রবোধ বাবু যিনি হুজুরের বন্ধু এবং স্বর্গীয় কর্তা যাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন, তিনি নাকি বিদ্রোহী প্রজা-দিগের উৎসাহ দিতেছেন। কুৎহাটা পরগণায় তাহার যে ক্ষুদ্র জমি-দারি আছে তাহাতে আমাদের আট ঘর প্রজা পলাইয়া গিয়া ঘর তুলিয়াছে। অধীন যাহা শুনে তাহা হুজুরকে বলিতে বাধ্য। তবে কথা সত্য কি না নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু হুজুরের বন্ধু যদি বিদ্রোহী প্রজাদিগকে উৎসাহ দেন তাহা হইলে অধীন কি করিতে পারে? বিশেষতঃ অধীন সামান্য বেতনের চাকর, হুজুরের হিত করিতে গিয়া মারা না যায়। অধীনের উপস্থিত কোন কার্য্যে বা কথায় যদি হুজুরের সংশয় হয়, তাহা হইলে সদরের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারীকে অত্র পরগণায় তদন্ত করিবার জন্য পাঠাইতে আজ্ঞা হয়। হুজুর মালিক! ইতি

আজ্ঞাধীন

(সঙ্কেতে নাম)

সদর নায়েব যাদবচন্দ্র মিত্র এ দীর্ঘ পত্রখানি পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন—

দেখিতেছি মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত—দুই হাজার টাকার তহবিল লুঠ করিয়াছে, এ কথাটা মিছা। আধাআধি ভাগ—পরগণার আমলা ও সদরের আমলা। তারা এক হাজার লইবে, আমরা এক হাজার লইব। এক হাজারের মধ্যে দেখি আমি ৭০০৲, আর আমলারা ১০০৲। আর পুলিশে বস্তুতঃ ১০০৲ টাকা ঘুস দিয়াছে। বাকী ৪০০৲

নেবার জন্য, নায়েব মহাশয় হুকুম দিয়াছেন”—এই কথা বলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কুমুদিনী ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মহেশ বলিল—“প্রিয়ে! কোন ভয় নাই। আমার দলে অনেক লোক আছে।”

কুমুদিনী কান্দিতে কান্দিতে বলিল—“আমি তোমাকে হাতজোড় করিয়া বলিতেছি, তুমি জমিদারের সঙ্গে লড়াই করা ছেড়ে দেও। নরেশ বাবুর জমিদারী ছেড়ে, চল আমরা প্রবোধ বাবুর জমিদারীতে পালাই।”

মহেশ। আচ্ছা, আমরা যেন পালালেম—আর সব প্রজাদের উপায় কি হবে?

কুমুদিনী। তারাও পালাক্।

মহেশ। মামুদপুর পরগণার সব প্রজা কি প্রবোধ বাবুর ক্ষুদ্র জমিদারীতে আঁটে।

কুমুদিনী। “নায়েবের যত রাগ তোমার উপর—সে যাই হ’ক, আমি তোমাকে আজ যেতে দিব না, কখনই যেতে দিব না” এই বলিয়া কুমুদিনী, তাহার স্বামীর বক্ষের উপর পড়িয়া, জোরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

মহেশ তখন গম্ভীরস্বরে বলিল “প্রিয়ে! তুমি জান, আমি জীবনে কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই। কেন আমাকে বৃথা বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছ?”

কুমুদিনী তখন ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া স্বামীর পা ধরিয়া বলিল—“প্রাণনাথ, আমি কি দোষ করেছি? আমি কি অপরাধ করেছি? যদি কোন অপরাধ করে থাকি, গলায় পা দিয়ে আমাকে মেরে ফেল না কেন।”

মহেশ! সাবধান। পদপ্রান্তেলুণ্ঠিতা প্রণয়িণীর কাতর প্রেমে তোমার হৃদয় যে গলিয়া যাইতেছে—তোমার প্রতিজ্ঞা যে করুণাতে ডুবিব ডুবিব হইতেছে। না। মহেশের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল না।

মহেশ কুমুদিনীকে বুকে তুলিয়া লইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বলিল—"তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। তোমাকে আমার জীবনের অপেক্ষা ভালবাসি। তুমি নানা জনের নানা কথা শুনো না। আমি যা বলি, তাহা বিশ্বাস কর। আজগেত কোন দাঙ্গা লড়াই হবে না। আজগেত কোন ভয়ই নাই। প্রিয়ে, কোন কাজে চোখের জল ফেল্‌তে নাই। চোখের জল ফেলিলে অমঙ্গল হয় তাত জান।

কুমুদিনী। (চক্ষু মুছিয়া) না, না, আমি আর কান্দিব না।

মহেশ। এক্ষণে আমার মিরজাই, চাদর লাঠি, ছোরা ও শিঙা দাও।

অনুগতা তরুণী পত্নী সব আনিয়া দিল।

মহেশ মিরজাই গায় দিল। কক্ষে ছুরিকা ও শৃঙ্গ রাখিল। হস্তে লৌহ মণ্ডিত, দীর্ঘবংশ যষ্টি লইল। মহেশ যদিও ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল তথাপি লাঠি খেলায় তাহার অসাধারণ গুণ ছিল, মামুদপুর পরগণার কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই মহেশের মত লাঠি চালাইতে পারিত না। মহেশ বীরাকৃতি, বীরসাজে সাজিল। তাহার মুখে ও দেহে বীরত্বব্যঞ্জক তেজপুঞ্জ প্রকাশ পাইল। তাহা দেখিয়া কুমুদিনী মুগ্ধ হইল। গৌরবে উৎফুল্ল হইল, ভয় দূরে গেল। এমন বীর যাহার স্বামী, তাহার কিসের ভয়? কুমুদিনী সাহসে, গৌরবে, তাহার কোমল করপল্লবে আবার পতিহস্ত ধরিল। এবার কাঁদিল না—বলিল, "সত্যইত ভয় কি? কিসের ভয়? আমি বীরপত্নী আমার ভয় নাই। নাথ, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

মহেশ, কুমুদিনীকে আবার বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইয়া আর একবার চুম্বন করিল, তখন দূরে একটি গম্ভীর শৃঙ্গধ্বনি হইল।

অমনি চারিদিকে শৃঙ্গনাদ পরম্পরা নৈশগগণমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল।

মহেশ পত্নীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল "আর না, প্রিয়ে, এক্ষণে চলিলাম—আমি তোমারি—ভয় নাই।" মুহূর্তকাল মাত্র দুইজনে, পতি পত্নীতে, মুখোমুখি করিয়া তাকাইয়া থাকিল—সেই চারি চক্ষুর সম্মিলনে যেন একটা বিদ্যুৎ ছুটিয়া উভয়ের হৃদয়কে আলোড়িত করিল। মহেশ "তবে আসি" বলিয়া, বেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

কুমুদিনী ক্ষণকাল স্পন্দনহীনা পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিল। তাহার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া নিজের শয্যায় শয়ন করিল। প্রেমময়ী বালিকা হৃদয়ে কত কি ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মন্দিরে।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

*　　　　*　　　　*

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

মহেশ বাটী হইতে নির্গত হইয়া দ্রুতপদে তমসানদীর দিকে যাইতে লাগিল। ঘোরা রজনী, গ্রাম নিস্তব্ধ। মহেশ নদীর নিকট আসিয়া থামিল। নদীর অপর পারে দেখিল—দীর্ঘ নিবিড় বৃক্ষরাজি অন্ধকার-স্তূপবৎ দণ্ডায়মান—যেন মানবের প্রতি মানব যে অত্যাচার করে তাহা ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিম্নে, অন্ধকারে বিশাল-হৃদয়া তমসানদী যেন কৃষককুলের দুঃখে কাতর হইয়া, কুলু কুলু স্বরে রোদন করিতে করিতে, সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ঊর্দ্ধে, নীলাকাশে তারকাগণ যেন মনুষ্যের দুর্ব্বলপীড়ন, ধর্ম্মদ্রোহিতা ভাবিয়া ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে—আর কখনও কখনও দূরে গ্রাম্য কুক্কুর রব। মহেশ শৃঙ্গধ্বনি করিল। কিছুক্ষণ পরে একজন কৃষক মহেশের নিকটে আসিল। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল—"যদু, খবর কি?"

যদু বলিল "খবর ভাল।"

মহেশ। পরগণার সমুদয় গ্রামে খবর গিয়াছেত ?

যদু। দুই শ গাঁয়ের লোক আর দুই দণ্ডের মধ্যে জড় হইবে।

মহেশ। জমিদারের লোক কি করিতেছে ?

যদু। তারা আজ সন্ধ্যার সময় কাছারীতে ৫০০ শত লাঠিয়াল ও ১০০ শ সড়কিওয়ালা আনাইয়াছে। কিন্তু তারা আজ এ মাঠে আমাদের উপর পড়িবে না।

মহেশ। মুসলমান প্রজা সব আস্‌বে ত ?

যদু। আস্‌বে।

মহেশ। তুমি মাঠে যাও। আমি ২।৩ দণ্ডের মধ্যে সেখানে পৌঁছিব।

এই মাঠের অদূরে একটা নিবিড় বন আছে। সে বনের ভিতর একটা ভগ্ন মন্দির আছে। মহেশ সেই দিকে চলিল। জনশ্রুতি আছে, রাজা বীরেন্দ্র সিংহ ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরের ভিতর একটা ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মহেশ সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মা কালীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

মন্দিরের ভিতর একটী সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন। মহেশ তাঁহাকে প্রণাম করিল, "ঠাকুর, প্রজাবিদ্রোহের ফল কি হইবে, আমাকে বলিবেন কি ?"

সন্ন্যাসী। তাহা তুমি শুনিয়া কি করিবে ? মা কালী প্রসন্ন হইলে প্রজাবিদ্রোহের পরিণাম ভাল হইবে। মহেশ হাত জোড় করিয়া বলিল—"ঠাকুর আমাকে পরিষ্কার করিয়া বলুন।" সন্ন্যাসী "স্থির হও" এই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল পরে বলিলেন—"আকাশে মেঘ দেখা যাইতেছে—ঘোর কৃষ্ণ মেঘ—মেঘের পর মেঘ ছুটিতেছে—সাবধান !"

মহেশ। প্রভু, বুঝিলাম না ; স্পষ্ট বলুন।

সন্ন্যাসী। আকাশ অদৃষ্ট—মেঘ বিপদ—শীঘ্র বিপদের উপর বিপদ হইবে।

মহেশ। প্রভু তার পর—

সন্ন্যাসী। তার পর? তাহা শুনিলে তোমার এক্ষণে বিশ্বাস হইবে না—অথবা ভুল বুঝিবে।

মহেশ। ঠাকুর, কৃপা করিয়া বলুন?

সন্ন্যাসী। তার পর—তুমি রাজা হইবে।

মহেশ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "রাজা"?

সন্ন্যাসী। রাজা—ফলে রাজা।

মহেশ।' ঠাকুর, এই অধমের সহিত কি ব্যঙ্গ করিতেছেন?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা ব্যঙ্গ করেন না।

মহেশ। আমি নিজের কোন লাভের জন্য এই বিপদসাগরে ঝাঁপ দেই নাই। বিদ্রোহী প্রজাগণের পরিণাম কি?

সন্ন্যাসী। প্রত্যক্ষ কোন সুফল হইবে না। পরোক্ষে উপকার হইবে। মা কালী রুধিরপান করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন।

মহেশ। কাহার?

সন্ন্যাসী। বলিব না।

মহেশ তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

"মা কালি! তোমার কাছে কোন কথা লুকান থাকে না, যদি আমি আমার নিজের কোন লাভের জন্য, এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তুমি অচিরাৎ আমার মুণ্ডপাত কর, আমার রুধির পান কর। মা, তুমি জান, দুঃখী প্রজাদের উদ্ধারের জন্য আমি প্রাণপণ করিয়াছি। প্রজাদের প্রতি প্রসন্ন হও। গরীব প্রজা সব মরে যে। একবার

দেখ না, পেটের জ্বালায় তারা দিন রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। বৈশাখের রৌদ্রে, শ্রাবণের ধারায়, মাঠে তারা খাটিয়া দেহ অবসন্ন করে, তবুত দুবেলা খাইতে পায় না, তবুত ছেঁড়া কাপড় বই পরিতে পায় না, শীতে বস্ত্র পায় না, চালে খড় থাকে না, শিশু ছেলে দুধ পায় না, রোগে তাহাদের চিকিৎসা হয় না। তাদের সব দুঃখই ত তুমি দেখিতেছ। জমিদার তাদের শ্রমের শস্য, মুখের গ্রাস, উদরের অন্ন, কাড়িয়া লইতেছে, আর জমিদারের লাঠিতে তাহাদের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে. তুমি কি তাহা দেখিতে পাইতেছ না? কেন তোমার দয়া হইতেছে না? তুমি যে মা দয়ারূপিণী, কেন তোমার অসহায় সন্তানগণকে রক্ষা করিতেছ না? মা, সংসারের লোক ধনীর পূজা করে, গরীবকে পায় চটকায়। তুমি ত দীনতারিণী—তুমি দীনদুঃখীকে তরাও। তবে কেন দীনদুঃখীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিতেছ না? মা, লোকে বলে, তুমি বলি না পাইলে সন্তুষ্ট হও না। তোমার মন্দিরে আমাকে তোমার নিকট বলিদান দিতে আসিয়াছি। আমাকে বলি দিলে যদি প্রজাদের উদ্ধার হয়, আমাকে লও না মা— আমার বৃদ্ধ পিতা, সরলা পত্নী, বালিকা ভগ্নী—সকলকে তুমি দেখিও”—

এই সময়ে সেই স্তিমিত দীপালোকে মহেশ দেখিল—মা দীনতারিণী একটু কৃপার হাসি হাসিলেন।

মার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। মহেশ তাহা দেখিয়া মুর্চ্ছিত হইল। মহেশের দিব্যচক্ষু খুলিল, দেখিল মা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

“শুন, সন্তান, আমি স্বহস্তে কলিযুগে কাহাকেও রক্ষা করি না। আমি শক্তি। ভক্ত আমার সাধনা করিলে, আমি তাহার হৃদয়ে,

বাক্যে, বাহুতে, শক্তিরূপে অবিভূর্ত হই। তখন ভক্তের শক্তিতে মেদিনী কম্পিত হয়। কিন্তু সেই সাধনা বড় কঠিন। সাধনা কর, সিদ্ধ হইবে।"

মহেশের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। মহেশ উঠিয়া মা কালী ও সন্ন্যাসীকে আবার প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইল।

বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, শ্মশানকালীর মাঠে যাইল। তথায় লোকারণ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্মশান কালীর মাঠ।

শ্মশান-কালীর মাঠের একদিকে তমসা নদী,—আর এক দিকে নিবিড় বন। অন্ধ ঘোরা রজনীতে, দলে দলে বিদ্রোহী প্রজা, প্রজ্বলিত মশাল হস্তে লইয়া, শৃঙ্গনাদ করিতে করিতে ঐ মাঠে আসিতেছে। মহেশ মন্দির হইতে বাহির হইয়া জঙ্গল অতিক্রম করিয়া দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। একটু পরে সহস্র কণ্ঠ হইতে ধ্বনি হইল, "জয়, মা কালীর জয়।" অমনি আর এক দিক্ হইতে বজ্র-নির্ঘোষে গর্জ্জিয়া উঠিল—"হর, হর,—হর, হর—ব্যোম—দেব দেব মহাদেব"।—সেই নিনাদ বিশাল অরণ্যে, সুদূরে নদীতটে, ঊর্দ্ধে, আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। অরণ্যের এক পার্শ্ব হইতে—"আল্লা, আল্লা হো—দিন্ দিন্" মহানাদে মন্দ্রিত হইল।

মহেশের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় বীররসে উছলিয়া উঠিল। মহেশকে বিদ্রোহী প্রজারা যেমন দেখিতে পাইল, অমনি স্কন্ধে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে, জয়ধ্বনি করিতে করিতে, চলিল। মহেশের নিবারণের প্রতি কর্ণপাত করিল না। অবশেষে সেই ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে তাহাকে নামাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে মহেশের চতুর্দ্দিকে ২০০০০ লোক সমবেত হইল। সেই মহারণ্যের নিকট একটা লোকারণ্য হইয়া গেল। যতদূর চক্ষু যায় ততদূরই লোক— মধ্যে মধ্যে এক এক ব্যক্তির হস্তে ধক্ ধক্ করিয়া মশাল জ্বলিতেছে আর তাহার আসে পাশে চাষার মরদের ভিড়। সেই লোকারণ্যের উপর ঊর্দ্ধে বংশযষ্টীর অরণ্য, আর তাহার ঠকাঠকির শব্দ। মশালের আলোকে দেখা যাইতেছে কেবল লাঠি—লাঠি—লাঠি। এখনও লোক আসিতেছে। কোন কোনও মুসলমান দল, মহরমের সময়ের মত, লাঠির দুই দিকে আগুণ জ্বালাইয়া তাহার মধ্যস্থলে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতে করিতে নাগ্‌রা বাজাইয়া আসিতেছে, কোন হিন্দুকৃষকদল দীর্ঘ দণ্ড স্কন্ধে হেলাইয়া একতানে উচ্চৈঃস্বরে গান করতঃ তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছে,—

গান।

দেব দেব মহাদেব রাজরাজেশ্বর।
হর হর হর হর সর্ব্ব দুঃখ হর॥
তোমার ছাওয়াল হয়ে, কেন রব ভয়ে ভয়ে,
কেন সহিব এত জুলুম জবর॥
তুমি মাত্র এক রাজা, আর সব তোমার প্রজা,
কি জমিদার কি রায়ত তুমি রাজা সবার॥

দলের পর দল আসিতেছে! শ্মশানকালীর মহাক্ষেত্রে জনতার-স্রোত প্রবাহিত হইয়া যেন সেই ক্ষেত্র প্লাবিত করিল। মহাকোলাহল। কেহ বলিতেছে "খোদা কা মাটী," কেহ চীৎকার করিতেছে "কোম্পানী বাহাদুর কা মাটী" "খোদা কা বেটা," কেহ আস্ফালন করিতেছে "জান দেঙ্গে তব্ বি খাজনা নাহি দেঙ্গে"। ফলতঃ মহারোল উত্থিত হইতেছে। সেই মহারোলে কর্ণ যেন বধির হইয়া যায়।

ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে একটা মৃত্তিকার ইষ্টক-স্তূপ আছে। কিম্বদন্তী আছে এই স্থানে এক সময় বীরেন্দ্রসিংহ রাজার একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। কালে তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবল এই স্তূপটী তাহার চিহ্ন আছে। মহেশ এই স্তূপের শিখরদেশে উঠিল। দুই দিকে দুইজন কৃষক মহেশের পাশে মশাল ধরিয়া দাড়াইল। নিকটে আরও অনেক মশাল জ্বলিতেছে। মহেশ তখন হস্তস্থিত শৃঙ্গ মুখে তুলিয়া প্রধ্মাপিত করিল। অগণ্য চক্ষু মহেশের দিকে ফিরিল। দেখিল, বীরপুরুষ মহেশ স্তূপের শিরোদেশে দণ্ডায়মান—মহেশের বীরাকৃতি, দীর্ঘ বপুঃ, বিশাল স্ফীত বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল নেত্র, মস্তকের দীর্ঘকৃষ্ণ কেশরাশি বিলম্বিত—সমুদয় মুখমণ্ডলে কেমন একটা জ্যোতি নির্গত হইতেছে। তাহা দেখিয়া উৎসাহিত কৃষকমণ্ডলী আরও উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "জয়, মহেশের জয়"—আবার সমুদয় লোক নিস্তব্ধ হইল।

তখন মহেশ সেই সুদূরবিস্তৃত লোকারণ্য একবার পর্য্যবেক্ষণ করিল। তাহার পর উর্দ্ধে শূন্য আকাশের দিকে তাকাইল, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিল—যেন আরাধনা করিল। মহেশের চক্ষু বিস্ফারিত, আরও তেজোময় হইল। তখন মহেশ সেই লোকারণ্যের দিকে তাকাইয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ

করিল,—“ভাই সব,—হিন্দু ভাই—মুসলমান ভাই—ঘরে বেটাবেটী আছে? (মহাধ্বনি “আছে আছে”।) তাদের খাইতে পরিতে দেবে কে? (“আমরা আমরা”)—কি রকমে দিবে? মেহনত করিয়া চাষ করিবে, ফসল হইবে, তুমি তাহা খাইবে, পরিবারে তাহা খাইবে, আশা কর না কি? (সহস্রকণ্ঠধ্বনি “আশা করি করি”)—কিন্তু যদি জমিদারের আমলারা খাজনা ও বাজে আদায় বাবদে তাহা প্রায় তমাম আত্মসাৎ করে, তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমরা খাইবে পরিবে, কেমন করিয়া তোমাদের স্ত্রী পরিবার ছেলে পিলে খাইতে পাইবে? কেমন করিয়া বুড়ো বাপ মাকে খাওয়াইবে? কচি ছেলে মেয়ে খিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে শেষে মরিয়া যাইবে, পরিবার অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কাঁদিতে থাকিবে, গা ঢাকিবার কাপড় জুটিবে না—আমরা প্রাণ থাকিতে এই সকল কি দেখিব? আমরা মরদ হইয়া তাহা কি সহ্য করিব? (তুমুলধ্বনি “কখনই না”) আমাদের বাপ পিতামহের আমল হইতে যে জমি আমরা বরাবর চাষ করে আস্‌ছি—আজ্ গে জমিদার সেই জমি হইতে আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাহে. আমরা কি কাপুরুষ যে সেই পৈতৃক জমি, সেই পৈতৃক ভিটা অন্যকে ছেড়ে দিব? (“কখনই না”)।

জমিদার কথায় কথায় বলেন, “তুই যদি বৃদ্ধি খাজনা না দিতে পারিস, জমি ছেড়ে দে”। হ্যাঁগা জমি ছেড়ে দেওয়া কি এতই সহজ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—জমি কি জমিদার তৈয়ার করেছে? মাটী কি জমিদার সৃষ্টি করেছে? (“না না”) তবে কে সৃষ্টি করেছে? (সহস্রকণ্ঠে “খোদা খোদা, ভগবান্ ভগবান্”)—আচ্ছা যদি জমি—ভগবানের সৃষ্টি হয়, খোদার হয়, তাহা হইলে জমিদার খাজনা পাইবে কেন? জমি যখন জমিদারের সৃষ্টি নহে, তখন সমুদয় ফসলের

হকদার কে ? যে মেহনত করিয়া ফসল জন্মায়, সেই কি সমুদয় ফসলের হকদার নহে ? তুমি শ্রম করিয়া একটা জিনিস তৈয়ার করিবে, অপর ব্যক্তি তাহা ভোগ করিবে—অথবা তোমাকে তাহার একটুমাত্র দিবে অধিক ভাগটা অপর ব্যক্তি লইবে! এই কি ধর্ম্ম, এই কি ঠিক বিচার ? ("না না") তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাষ করিবে, জমিদার মহাশয় কোদালের এক কোপও মারিলেন না, একদিনও লাঙ্গল ধরিলেন না,—কিন্তু যেই ফসল হইল এবং যেই তোমরা ধান কাটিলে, অমনি জমিদার মহাশয়ের আমলা পেয়াদা লইয়া তোমার নিকট আসিয়া বলেন—"দে বেটা ফসল দে, দে বেটা, খাজনা দে"। আমরা বলি, "তোমাকে আমার মেহনতের ফসল দিব কেন ? তোমাকে কেন খাজনা দিব ? (অনেকে "জমিদারকে খাজনা দিব না, খাজনা দিব না")

তুমি যদি আমার সঙ্গে ভাগে খাট্‌তে, তা হইলে তুমি আমার ফসলের ভাগীদার হতে পারতে, তুমি খাজনার হকদার হইতে পারিতে।—তুমি যখন এই ফসলের জন্য একদিনও খাট নাই, এই ফসলের এক মুটাও ধর্ম্মতঃ তোমার প্রাপ্য নহে।—কেমন ? আমার কথা ঠিক নহে কি ? ("ঠিক ঠিক—আমরা কাহাকেও খাজনা দিব না")—

জমিদার নাকি বলেন, "যদি জমি আমার না হয়, তাহা হইলে ঘরখানাই তোমারই কেমন করিয়া হয় ?"—তাহার উত্তর এই—"আমি মেহনৎ করিয়া ঘর তৈয়ার করিয়াছি ; জমিদার মেহনত করিয়া জমি তৈয়ার করেন নাই"। জমিদার বলেন "জমি জঙ্গল ছিল, আমি বা আমার পূর্ব্ব পুরুষ জঙ্গল কাটাইয়াছি, জঙ্গল কাটাইয়া জমি এক-রকম তৈয়ারি করিয়াছি, চাসের উপযোগী করিয়াছি, তাহার উত্তর কি বল ? (সকলে চুপ)৷

তাহার উত্তর এই, জমিদার স্বহস্তে জঙ্গল কাটেন নাই, জঙ্গল কাটা —সেও আমরা শ্রমী বা কুলী প্রজা স্বহস্তে কাটিয়াছি। জঙ্গল কাটিবার সময় আমাদের মধ্যে কতজন বাঘের মুখে গিয়াছে, কাহাকেও বা সাপে কাটিয়াছে, কতজন জঙ্গলি জ্বরে মরিয়াছে। আমরাইত, জঙ্গল কাটিয়া হউক, লাঙ্গল দিয়া হউক, বীজ বুনিয়াই হউক, ধান কাটিয়া হউক, আমরাইত ফসল উৎপাদন করি, তবে জমিদার ফসল, বা তাহার ভাগ, বা খাজনা পান কিসে? ("খাজানা দিবনা, খাজনা দিব না"।)

যে লোক সামর্থ্য থাকিতেও আদবেই মেহনত করে না, দুনিয়ার কোন কাজেই লাগে না, দুনিয়ার কোন দ্রব্যেই তাহার ন্যায্য দাবি থাকিতে পারে না। যে সকল বড় মানুষ কোন কাযই করে না, কেবল তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, নেসা করিয়া বা গালগল্প করিয়া, দিন কাটিয়ে দেয়, ধর্ম্মতঃ কোন বস্তুতে তাহাদের অধিকার নাই। যে বস্তুতে যাহার অধিকার নাই সে বস্তু তাহার ভোগ করা চৌর্য্য বা দস্যুতা। যদি তাহা হয় তাহা হইলে কুড়ে বড় মানুষ যে ধনদৌলত ভোগ করে, তাহা তাহার এক প্রকার চৌর্য্য বা দস্যুতা মাত্র।

ভাই সব, রোজগার করার কয়েটী উপায় আছে? ("হরেক রকম") হরেক হইলেও তাহা তিন রকমের মধ্যে পড়ে; সেই তিন রকম উপায় এই—(১) মেহনত, (২) চুরি বা ডাকাতি (৩) ভিক্ষা ("হাঁ, হাঁ")— তবেই, যে মেহনত করে না, সে না হয় চুরি বা ডাকাতি করে, না হয় ভিক্ষা করিয়া খায়।—("বটেইত") সুতরাং জমিদার যদি মেহনত না করেন, তবে চুরি বা ডাকাতি করিয়া খাইতেছেন এই বুঝিতে হইবে। (একজন—"তবে তাহার কাটক হয় না কেন?") বলিতেছি,

ফাটক হয় না কেন তাহার কারণ এই—এই সকল ধনী চোররা অথবা তাহাদিগের বাধ্য লোকেরা আইন কানুন করে।

(সেই লোকারণ্যের সুদূরে একটী স্বর বলিল—"মহেশ, অত বাড়াবাড়ি করিও না।" কিন্তু তাহা শুনিয়া নিকটবর্ত্তী শ্রোতৃবর্গ ক্রোধে বলিল "কোন হায় ; চোপরাও চুপরহ"। সেই ক্ষীণ উক্তি মহেশের নিকট পঁহুছিল না। যাহা হউক মহেশ বলিল) ও কথা অন্য সময় বুঝাইব। এখনকার কথা এই—ধর্ম্মতঃ বিচার করিলে, হক কথা বলিতে হইলে, প্রথম কথা এই, জমি কোনও ব্যক্তির নহে, ভগবানের ; দ্বিতীয় কথা এই, যে মেহনত করিয়া ফসল জন্মায়, ফসল সেই ব্যক্তির।

"সুতরাং আমরা যাহাকে জমিদার বা ভূস্বামী বলি তিনি বাস্তবিক জমিদার নহেন, ক্ষেত্রস্বামী নহেন। সুতরাং তিনি খাজনা পাইতে পারেন না। (সহস্র কণ্ঠে "আমরা খাজনা দিবনা")

মহেশ তখন একটু প্রশান্ত স্বরে বলিল—"কিন্তু, ভাই সব, আমি এক্ষণে যাহা বলিব তাহাতে তোমরা হঠাৎ দুঃখিত হইও না। ("না না") তাঁতিরা ফসল জন্মায় না, তাদের কি আমরা কিছুই ফসল দিব না? যদি না দিই তাহারা কি খাইয়া কাপড় বুনিবে? আমাদের মেহনতের শস্যই বল, অথবা তাহার পরিবর্ত্তে টাকাই বল, কিছু তাঁতিদিগকে আমাদের দিতে হইবে, তাহা তোমরা মান? ("মানি মানি")। গ্রামের যে চৌকিদার সে রাত্রি জাগিয়া চৌকী দেয়, দিবসে কাজ করিতে পারে না, তাহাকে আমাদিগের শ্রমের শস্য বা তাহার পরিবর্ত্তে টাকা দিতে হইবে। গ্রামের যে কামার সে কোদাল ও দা ও লাঙ্গলের ফাল গড়ে, তাহাকেও আমাদিগের মেহনতের ফসল দিতে হইবে। ("তা দেব")

"তবেই যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া আমাদের উপকার করে, তাহাকে আমাদের শস্য ভাগ দিতে হয়। সরকার বাহাদুর আমাদিগকে বর্গির হাঙ্গামা প্রভৃতি হইতে, ডাকাতি হইতে, রক্ষা করিয়া উপকার করেন, তাকে আমাদের কর দিতে হয়; সেই কর সরকার বাহাদুর আমাদের নিকট হইতে লন না, জমিদার আমাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন, আবার সরকার বাহাদুর জমিদারের নিকট হইতে কর আদায় করেন। আমরা যদি মুছলমে জমিদারকে খাজনা না দিই, সরকার বাহাদুরও কিছুমাত্র কর পাইবেন না। কিছুই কর না পাইলে সরকার বাহাদুর রাজ্য চালাইবেন কেমন করিয়া? কেবল আমাদের দেশেই যে শাসনকর্ত্তা আছে, তা নহে। সকল দেশেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য রাজা বা শাসনকর্ত্তা আছে। রাজ্যশাসনের খরচও আছে। সুতরাং প্রজাদের খাজনা দিতে হয়। যদি তোমাদের মধ্যে এমন নির্ব্বোধ ব্যক্তি থাকে যে এই যুক্তি মানে না এবং বলে যে আমরা সরকার বাহাদুরকেও খাজনা দিব না, তাহা হইলে আমি বলি—যুক্তি না হয় ছাড়িয়া দেও। যুক্তি ছাড়িলে জোর? ("হাঁ হাঁ", সহস্র কণ্ঠে, "হাঁ হাঁ লাঠির জোর, লাঠির লাঠি," অমনি সেই যষ্টিঅরণ্যে যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল, যষ্টিতে যষ্টিতে সংঘর্ষণের ভয়ানক শব্দ হইল) ভাই সব, পাগলের মত কাজ করিও না, তোমরা সকলেই মরদ বীরপুরুষ তাহা আমি জানি, লড়াই করিতে ভয় কর না, তাও আমি জানি। কিন্তু বন্দুকের সামনে, তোপের সামনে, লাঠি কয় দণ্ড টিকিতে পারে? যখন গোলাবৃষ্টি হইবে তখন তোমরা ও তোমাদের লাঠি কোথায় উড়িয়া যাইবে। সরকার বাহাদুরের সঙ্গে লড়াই করা সর্ব্ব-নেশে কথা; উহা মনেও স্থান দিও না। বিশেষতঃ জমিদারের সঙ্গে আমাদের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরকার বাহাদুর

আমাদের প্রতি একটু সদয় আছেন। সরকার বাহাদুরের আদালতে, খাজনার মোকদ্দমায়, জমিদার হারিয়া গিয়াছে,—একজন অত্যাচারী জমিদারকে সরকার বাহাদুর কয়েদ করিয়াছেন। আমরা যদি বুঝিয়া না চলিতে পারি, সরকার বাহাদুর আমাদের উপর খাপা হবেন, জমিদারের দিকে হইবেন; জমিদার, সরকার বাহাদুরের যোগে, কাজ করিলে, নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে, তোমরা সকলে নিশ্চয়ই মারা যাইবে, অত্যাচার শতগুণে বাড়িবে। ভাই সব সাবধান! সরকার বাহাদুরের সঙ্গে যেন বিবাদ করিও না। তোমরা অনেকেই জান, তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পরম দয়ালু ধার্ম্মিক জমিদার প্রবোধ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরবার করিতেছেন।—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আর দেখ, ভাই সব, জমিদার যে অনুগত প্রজাকে কষ্ট দিতে ভালবাসেন তাহা নহে। জমিদারের অনেক টাকা প্রয়োজন। এই টাকা প্রজাদিগের নিকট আদায় করিতে হয়। তাই আমাদের উপর অত্যাচার হয়। সরকার বাহাদুরেরও নিত্য টাকার দরকার। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট যারা রাজ্য চালাইতেছে, তাদের মোটা মোটা মাহিনা দিতে হয়। হরেক রকমে সরকার বাহাদুরের দিন দিন অধিক টাকা দরকার হইতেছে। যখন যত টাকার দরকার হয়, তত টাকা জমিদারের দ্বারা আমাদের কাছেই সরকার বাহাদুর আদায় করেন। জমিদার হাজার হউক, দেশের লোক, সাহেবেরা বিদেশী। ("জমিদারের গুণ শুনিতে চাহি না, শুনিতে চাহি না")

ভাই সব, তোমরা জান, আমি জমিদারের লোক নহি। তোমরা জান, নায়েব আমার মাথা নেবার হুকুম জারি করেছে, তোমরা জান,

১০০ লোক আমাকে খুন করিবার জন্য মোতায়েন হইয়াছে। তোমরা কি কখন দেখেছ, বা শুনেছ যে আমি তাতে ভয় পেয়েছি ("না, না," "নেই নেই, তোম মরদ হ্যায়")

যদি আমার কথা তোমাদের ভাল না লাগে, তোমরা আর কাহাকেও দলপতি কর ("না, না, তুমি আমাদের সর্দ্দার—বল, বল—চুপ চুপ")

তখন মহেশ আবার আরম্ভ করিল। বজ্র-গম্ভীর-স্বরে এক অপূর্ব্ব কৃষক-বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিল। মহেশ তখন যেন সহস্র তাড়িত স্রোতের একটি কেন্দ্র ; যেন বাগ্মিতার মহাবাত্যাবর্ত্ত সেই লোকারণ্য আলোড়িত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহাতে সেই লোকমণ্ডলী কখন তরঙ্গিত, কখন স্তম্ভিত,কখন নমিত, কখন উল্লসিত—কখন "হায় হায়" "মার মার," কখন "বহুৎ আচ্ছা," কখন "জিতা রহো, মহেশজী জিতা রহ" ইত্যাদি হুঙ্কারে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন সেই বিরাট কৃষকমণ্ডলী যেন মহেশকে আর দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিতে পাইল—স্তপের উপর এক স্বর্গীয় তেজপুঞ্জ, যাহা হইতে বৈদ্যুতিক বাক্যার্থ-তরঙ্গমালা অনবরত চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। মহেশ বেশ বুঝাইয়া দিল যে, যে হিসাবে সরকার বাহাদুর খাজনা পাইতে পারেন, সেই হিসাবে ভাল জমিদারও খাজনা পাইতে পারেন। কারণ ভাল জমিদার প্রজাপালক, প্রজারক্ষক, প্রজা-পোষক।—ভাল জমিদার ও প্রজার মধ্যে, পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ। মহেশের বক্তৃতার ফলে প্রজারা সকলে প্রতিজ্ঞা করিল,—

১। আমরা সরকার বাহাদুরের সহিত কখনই বিবাদ করিব না।

২। জমিদারের উচ্ছেদ চেষ্টা করিব না, ন্যায্য খাজনা দিব। কিন্তু নিরিখ বৃদ্ধি দিব না। মাঙ্গন ইত্যাদি আবওয়াব দিব না।

৩। জমিদার কোন প্রজার উপর অত্যাচার করিলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব।

সেই বিরাট কৃষক-সভা এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে মহেশ সেই ইষ্টকস্তুপ হইতে আবার শৃঙ্গধ্বনি করিল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে তাকাইল।

তখন মহেশ আবার জলদ গম্ভীরস্বরে বলিল—

"বল—আমরা কাহারও জিনিষ লুট করিব না।"

সকলে উচ্চনাদে প্রকম্পিতস্বরে বলিল, "আমরা কাহারও দ্রব্য লুট করিব না।"

আবার মহেশ বলিল—"বল—আমরা কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিব না।" সকলে তাহা বলিল।

আবার মহেশ বলিল—"বল—যে কোন ব্যক্তি লুঠ করিবে, অথবা কোন স্ত্রীলোকের ইজ্জত রাখিবে না, সে বিজাত এবং আমরা তাহাকে শাসন করিব।"

সকলে তাহাই বলিল।

তখন সেই অপূর্ব্ব বিরাট নৈশ কৃষক-সভা ভঙ্গ হইল। যেমন জলের চাপে বাঁধ ভাঙ্গিলে, জল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি কৃষকগণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মহেশ কোথায় গেল কেহ দেখিতে পাইল না। যখন সভা ভঙ্গ হয়, দূরে একতারা বাজাইয়া, ভজন গাহিতে গাহিতে, এক সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতেছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সয়তানী।

মহেশ বাঁড়ী নাই; তাহার পিতা বৃদ্ধ হারাধন বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে। উঠানে মায়া একটা বকুলের চারায় জল দিতেছে। ঐ গাছের নিকটে একটা পরিষ্কার জায়গায় চাউল ছড়ান রহিয়াছে, কতকগুলি শাদা পায়রা তাহা খাইতেছে, কখন কখন বক্‌ন বক্‌ন করিয়া গলা ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। মায়ার গাছে জল দেওয়া হইয়া গেলে, পায়রার কাছে আসিল। পায়রা উড়িয়া তাহার কাঁধে হাতে আসিয়া বসিল। মায়া দুইটা পায়রাকে সোহাগ করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে মায়া তাহার পিতার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিল —"বাবা কাছারীর লাঠিয়াল আসিতেছে।" এই কথা যেমন বলিয়াছে অমনি যমদূত স্বরূপ ৪ জন লাঠিয়াল হারাধনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন হারাধনের হাত ধরিল, বলিল—"ওঠ্ শালা, ওঠ্, কাছারী তোর তলব হয়েছে"—

হারাধন বলিল—"বাবা, আমি বুড়ো মানুষ ছেড়ে দেও, পালাব না, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি"—

লাঠিয়ালের জমাদার—"আগে রোজ দে তারপর কাছারি যাস্, হারামজাদা, রোজ দিতে হয় জানিস নে। আমরা ২০ জন এসেছি, দুই দুই টাকা হিসাবে ৪০৲ টাকা, আর আমার ৫৲ টাকা আগে বাহির কর, তা না হলে তোর বুড়ো হাড় এখানে গুঁড়োক'রব।

হারাধন—"অত টাকা আমি কোথায় পাব, আমি তোমাদের 'রোজ' ২৲ দিচ্ছি।" জমাদার, "বজ্জাত" বলিয়া, বৃদ্ধের গালে এক চড় মারিল।

মায়া কাঁদিয়া বলিল "বাবাকে মের না, বাবা মরে যাবে।"

জমাদার বলিল "চোপরাও"। তাহার পর জমাদার বলিল "শোন্, ভেড়ের ভেড়ে, শোন্, তোর বেটা মহেশ কাল রাত্রিতে শ্মাশনকালীর মাঠে প্রজাদের নিয়ে যে ধর্ম্মঘট করেছে নায়েব মহাশয় তা শুনেছে, তোর বেটাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছে। যদি মহেশকে না পাওয়া যায়, তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। তোকে কাছারীতে নিয়ে গিয়ে বুকে বাঁশ ডলিবে, রোজ খুব পিটাইবে, তোর কষ্ট শুনে তোর ছেলে তোর জন্য অবশ্য কাছারীতে দরবার কর্‌তে আস্‌বে। তখন তাকে ধর্‌বে আর খুন করবে। আমাদের তুই যদি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিতে পারিস তা হ'লে আমরা নায়েব মহাশয়কে বল্‌ব, মহেশ ও হারাধন বাটী নাই। বুঝলি, তোরই ভাল বলছি।"

হারাধন—"বাবা আমার হাতে পাঁচ টাকাও নাই। গোলার ধান গেল বৎসরই ফুরিয়ে গিয়েছে। কোন রকম ধার ধোর ক'রে সংসার চালাচ্ছি। এবারকার ধান তোমরা জোর ক'রে কেটে নিয়ে গিয়াছ। আবার খাজনার জন্যও তাগিদ করে প্রতিবারে ৫৲ টাকা করিয়া রোজ লাগাইয়াছ।—বাবা, আমরা গরিব লোক; কোথা হতে এত টাকা দিব?"

জমাদার হারাধনের পিঠে এক লাঠির গুতা দিয়া বলিল "চল্ শালা কাছারী—জুতা ও লাঠির চোটে টাকা বেরোয় কি না দেখ্‌বো"। হারাধন গুতা খাইয়া পড়িয়া গেল। দুই জন লাঠিয়াল তাহার দুই হাত ধরিয়া দাওয়া হইতে নামাইল, এবং হড় হড় করিয়া হাঁছড়াইয়া টানিয়া

লইয়া যাইতে লাগিল। হারাধনের শরীর ছড়িয়া যাইতে লাগিল। হারাধন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল "দোহাই তোমাদের—আমি উঠিয়া তোমাদের সঙ্গে হাঁটিয়া যাইব, কেন বুড় মানুষকে হাঁছড়াইয়া লইয়া যাইতেছ"—এ কথা বলাতে, একজন পেয়াদা তাহাকে একটি লাথি মারিল।

হারাধন চীৎকার করিল "মলাম গো"। এ দিকে মায়া তাহার বাবার পিছনে পিছনে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল—"বাবাকে মারিয়া ফেলিল, দাদা, দাদা, দাদা, তুমি কোথায়"? মায়ার ক্রন্দন শুনিয়া মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী বাহিরে ছুটিয়া আসিল, দেখিল তাহার শ্বশুরকে হাঁছড়াইয়া লইয়া যাইতেছে—

কুমুদিনী শ্বশুরের দুরবস্থা দেখিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিল "হ্যাঁগা —তোমরা ওঁকে হাঁটাইয়া লইয়া যাও, ওঁকে অত কষ্ট দিচ্ছ কেন?"

জমাদার তাকাইয়া দেখিল—সুন্দরী তরুণী।—তাহার কমনীয় নবযৌবন লক্ষ্য করিয়া একটি অতি অশ্লীল রহস্য করিল। আর বলিল, "তোকেও একদিন নিতে আসিব, তোকে পেলে নায়েব মহাশয় তোর শ্বশুরকে ছেড়ে দেবে। তোর রূপ দেখ্‌লেই নায়েব মহাশয় তোকে সাদি কর্‌বে।"

এই কথা শুনিয়া অবলা বুঝিল, কেবল তাহার শ্বশুরের বিপদ নহে, তাহার ও ভবিষ্যতের আকাশে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইতেছে।— কুমুদিনী কথা শুনিয়া ভীত হইল, দেখিল লাঠিয়ালরা বাসনাতুষিত চক্ষুতে তাহার সৌন্দর্য্য যেন গ্রাস করিতেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি— অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া "মায়া আয়" বলিয়াই বাটীর ভিতর পলাইল! —মায়া কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বাবার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তখন একজন পেয়াদা "এ ছুঁড়ি ত বড় আপদ, যা

বাড়ী যা” এই বলিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিল। মায়া মুখ থুবড়িয়া রাস্তায় পড়িল।

এ দিকে একজন কৃষক মাঠ হইতে এই সব দেখিল;—একটা শিঙ্গা বাজাইল। তাহার পর আর একটা শিঙ্গা বাজিল এবং দূরে দুই একটী কৃষক লাঠি লইয়া ছুটিতেছে দেখা গেল। জমাদার বলিল “শালারা জুটিতেছে—জল্দি চল।” একজন পেয়াদা বলিল “কুছপরোয়া নাই—আমরা বিশ জন বাছা বাছা মরদ আছি।” ইতিমধ্যে একজন দীর্ঘাকৃতি কৃষক একটী দীর্ঘ যষ্টি লইয়া লাঠিয়ালদিগের দিকে ছুটিতে লাগিল। লাঠিয়ালরা থমকিয়া দাঁড়াইল। হারাধন চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহার পুত্র মহেশ, চক্ষু রক্তবর্ণ,—সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া, সিংহবৎ গর্জ্জিয়া, জমাদারকে প্রচণ্ড বলে এক লাঠি মারিল। তাহাতে জমাদার ভূপতিত হইল। তাহার পর অন্য লাঠিয়ালগণ মহেশকে ঘিরিল, আর লাঠি মারিতে লাগিল। কিন্তু মহেশ অবলীলাক্রমে সেই লাঠি স্বকীয় লাঠির দ্বারা প্রত্যাহার করিতে লাগিল এবং ভীমপ্রহারে আর দুইটি লাঠিয়ালকে ধরাশায়ী করিল। তখন অবশিষ্ট লাঠিয়ালগণ পলায়ন করিল। মহেশ তাহার পিতার গার ধূলি ঝাড়িয়া তাহাকে স্কন্ধে তুলিল, এবং বাটির দিকে যাইতে লাগিল। এমন সময় জমিদারের আর কুড়িজন লাঠিয়াল মহেশকে ও হারাধনকে ঘিরিল। এ দিকে নিকটে শৃঙ্গধ্বনি শ্রুত হইল ও ৫ জন বিদ্রোহী কৃষক “জয় জয় মা কালী” বলিয়া লাঠিয়ালগণকে আক্রমণ করিল। মহেশও আবার বজ্রমুষ্টিধৃত যষ্টি দ্বারা লাঠিয়ালদিগকে দারুণ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। লাঠিয়ালদিগের মধ্যে তিন জনের মাথা ফাটিয়া রক্ত ধারা ছুটিতে লাগিল। আবার ২৫ জন লাঠিয়াল ভয়ানক হুঙ্কার করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং মহেশকে আক্রমণ করিল।

জমিদারের লাঠিয়ালগণ হাঁকার দিয়া মহেশের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। এইবার মহেশ মৃগেন্দ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া এক, দুই, তিন, চারি জনকে ধরাশায়ী করিল। মহেশ বীর, ভীত নহে, কিন্তু ক্লান্ত। এমন সময় ৫০ জন বিদ্রোহী কৃষক আসিতেছে দেখিয়া লাঠিয়ালগণ চম্পট দিল। তখন একজন বিদ্রোহী কৃষক হারাধনকে কাঁধে করিল, আর একজন মহেশকে কাঁধে করিল। মহেশ কাঁধে যাইতে স্বীকার হইল না, কৃষকদিগকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিল। পথে দেখিল একজন বিদ্রোহী কৃষক মায়াকে ক্রোড়ে করিয়া নিকটবর্ত্তী বাপীতে তাহার মুখ ধুইয়া দিতেছে। পড়িয়া মায়ার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছিল। মায়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে "বাবা বাবা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহেশ মায়াকে একবার সস্নেহে ক্রোড়ে লইল। বলিল "ভয় নাই, চল বাটী যাই।" একজন কৃষক মায়াকে কোলে লইয়া যাইতে লাগিল।

মহেশ তাহার পিতাকে উদ্ধার করিল বটে কিন্তু নায়েবের তদ্বিরে মহেশের ও অন্য কতকগুলি কৃষকের নামে খুনের নালিশ হইল। মহেশ ও কতকগুলি কৃষক গ্রেপ্তার হইল। মহেশ হাজতে থাকিল। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। প্রজারা চাঁদা তুলিয়া উকীল দিয়াছিল, অল্প টাকায় ভাল উকীল হয় নাই। মহেশের পিতা হারাধন, মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী, ও সহোদরা মায়া সকলেই মহেশের জন্য কাঁদিত। পল্লীগ্রামের কেহ কেহ বলিত, নায়েব প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, মহেশ ও মহেশের পরিবারের কাহারও জীবন থাকিবে না।

বস্তুতঃ নায়েবের ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়াছিল। নায়েব একটা ভারি সয়তানি মতলব ভাঁজিল।

মহেশের স্ত্রী পরমা সুন্দরী, কৃষকের ঘরে সচরাচর তেমন রূপ-

লাবণ্যবতী কামিনী দেখা যায় না, গ্রামের অনেক লোক তাহা জানিত নায়েবও জানিত। এই নায়েব একটা পাকা লম্পট। সে অনেক কৃষক বধূর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। কুমুদিনীর প্রতি তাহার লালসা ছিল। কিন্তু সে মনে মনে মহেশকে একটু ভয় করিত। সে জানিত মহেশ স্বাধীন থাকিতে মহেশের স্ত্রীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা ব্যর্থ হইবে, এবং সম্ভবতঃ মহেশ তাহার মুণ্ডপাত করিবে।— যে দিন মহেশ হাজতে গেল সেই দিন হইতে নায়েবের কুবাসনার শিখা ক্রমেই জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। সে ভাবিল "মহেশ অনুপস্থিত। তাহার পত্নী বিদ্যাধরীর ন্যায় সুন্দরী; তাহাকে আয়ত্ত করিবার এই উপযুক্ত সময়। হারাধনকে দোরস্ত করা এখন অতি সহজ। তবে জানি কি, বিদ্রোহী কৃষকগণ এখনও জোট ভাঙ্গে নাই। এই যা ভয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রতিবাসিনী।

একদিন কুমুদিনী রন্ধন করিতেছে এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আসিল। সে জাতিতে হাড়ী, দেখিতে মন্দ নহে, অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, পাপের অগাধ সাগরে ডুবিয়াছিল। এক্ষণে তাহার বয়স ৫০। তাহার নাম বিলাসিনী। গ্রামের লোকে তাহাকে বিসি বলিত। এই কালসর্পিনীকে নায়েব মহেশের পবিত্র কুটীরে পাঠাইয়া

দিয়াছিল। সে "বৌ বৌ" করিয়া ডাকিল। কুমুদিনী ঘরের বাহিরে পীঁড়ায় আসিল। সয়তানী কত ভনিতা করিয়া আশ্বাস দিয়া অবশেষে নায়েবের কথা তুলিল।

বিসি—"নায়েব মশায় মহেশের জন্য মনে মনে দুঃখিত। তবে কি করে, জমিদারের হুকুম একবারে ঠেলিতে পারে না। আমি সে দিন তোমার কথা বলেছিলাম—আমি বল্লাম কুমুদিনী কেঁদে কেঁদে মারা যাবার দাখিল হয়েছে। নায়েব মহাশয়, মহেশ ছেলে মানুষ, তার কসুর মাপ কর্‌বেন, সে যাতে জন্মের মত মারা না যায় তা কর্‌বেন।

কুমুদিনী। বিসি, তুই ভালো ক'রে নায়েব মহাশয়কে বলিস—তোর পায়ে ধরি, আমাদের জগতে আর কেহ নাই। যা কসুর হোয়েছে এবার্ নায়েব মাপ করুন। এবার যদি মাপ করেন, আমরা চিরকাল তাঁর কেনা গোলাম হোয়ে থাকবো। আমি তোর পায়ে পড়ি, যাতে আমার স্বামীর জীবন থাকে, যাতে আমার প্রাণ থাকে, তুই তাই কর।

বিসি—মা, আমি নায়েবকে অনেক কোরে বলেছি—তবে যদি তুই একবার আমার সঙ্গে নায়েবের বাটিতে যেতে পারিস আর নায়েব মশায়ের কাছে কেঁদে কেটে বলতে পারিস, তা হোলে নিশ্চয়ই নায়েব মশায়ের দয়া হবে, তোর সোয়ামীকে খালাস কোরে দেবে। সব এক্তেয়ার নায়েব মশয়ের।

কুমুদিনী—আমি ঘরের বৌ আমি কি কোরে ঘরের বাহিরে যাইব?

বিসি—মা, আমি কি তোকে কাছারীতে যেতে বল্‌ছি। তুই মা আমার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে মিত্তির্‌দের পুকুরের ধার

দিয়ে নায়েব মশায়ের বৌর কাছে যাবি। সে গিন্নি ধন্নি মানুষ। সে দিন তোর কাঁদাকাটার কথা শুনে মাগির চোখে জল এল। তার মেয়ে তোর বয়সি।

কুমুদিনী। হাগা, তারা কি আমার স্বামীকে খালাস করে দিবার জন্য—নায়েব মহাশয়কে বল্‌বে?

বিসি। বলবে বৈকি, নিচ্চয়ই বলবে। তবে তারা বলেছে—মহেশের স্ত্রী যদি একবার এখানে এসে কর্ত্তার কাছে কেঁদে কেটে বলে, আর আমরাও সেই সঙ্গে বলি, কর্ত্তা নিচ্চয়ই রাজি হবেন।

কুমুদিনী। আমি যে কখনও কারো বাড়ী যাই নি। সেখানে যাওয়ার কথা মনে করলেই যে আমার বুক দুর্‌দুর্‌ করে। আমার তবে কি হবে?—এই বলিয়া কুমুদিনী কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় মায়াও সেই ঘরে আসিল। মায়া বোধ হয় কতক কথা বার্ত্তা শুনিয়াছিল।

মায়া বলিল—"বিসি, দাদাকে কেন ধরে নিয়ে গেল? দাদা কি করেছে? পেয়াদারা বাবাকে কত মেরেছিল। দাদা বাবাকে কেড়ে না নিয়ে এলে বাবাকে পেয়াদারা মেরে ফেল্‌ত। তোমরা সকলে নায়েবকে বলতে পার না? দাদাকে ছেড়ে দিক্।

বিসি। বাছা, নায়েব তোর দাদাকেত ধরে নি। সাহেবের হুকুমে চৌকীদার ধোরেছে।

মায়া। তোমরা সকলে সাহেবকে বল না, "দাদার দোষ নাই। দাদাকে ছেড়ে দেও।"

বিসি—তোমাদের বৌ একবার নায়েব মশয়ের বাটীতে গিয়ে নায়েবকে বল্‌লেই নায়েব মশায় দাদাকে খালাস করিয়ে দেবে।

মায়া। "বৌ যেতে ভয় কচ্চে, দেখছিস নে। আমার ভয় নেই।

আমি তোমার সঙ্গে নায়েবের কাছে যাব? আমার কথা কি নায়েব মশায় শুনবেন? দাদাকে না দেখে আমরা যে আর থাক্‌তে পাচ্ছি না”—বলিতে বলিতে বালিকার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বহিয়া, তাহার মুখের ভাবে এক স্বর্গীয় কান্তি প্রকাশ করিল।

পাপীয়সী বিলাসিনী তাহা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য তাহার পাপ চিন্তা ভুলিয়া গেল। সে কুমুদিনীর প্রতি তাকাইল—দেখিল পতিব্রতা পত্নীর স্বর্গীয়া মূর্ত্তি। আবার মায়ার প্রতি তাকাইল,—দেখিল, বালিকা-ভগ্নীর ভ্রাতৃস্নেহের স্বর্গীয়া মূর্ত্তি।

যখন সে পাপে ডুবে নাই, যখন সে স্বামীসোহাগিনী ছিল, তখনকার সেই বাল্য স্মৃতির কেমন একটা ঢেউ আজ তাহার কলঙ্কিত হৃদয়ে আসিয়া লাগিল, তাহার মৃত কনিষ্ঠ ভাইএর কথাও মনে আসিল। চোখ একটু আর্দ্র হইল। সে কেমন যেন অনুভব করিল, ইহার ঘোর দুর্দ্দিনেও দেব কন্যা—আর সে নিজে নরকের পিশাচী।

মায়া চক্ষু মুছিয়া আবার বলিল “বিসি, তোর কখন ভাই ছিল, তোদের ঘরে কখন আমাদের বৌর মত বৌ ছিল?

বিসি অবাক্—ভাবিল “এই বালিকা কি মনের কথা জানিতে পারে?”

মায়া একদৃষ্টে তাকাইয়া বলিল—হাঁ, তোর ভাই ছিল, তোর স্বামী ছিল, আমি বুঝিছি, তুই আমাদের দুঃখ বুঝ্‌তে পার্‌ছিস।

বিসি অবাক্।

মায়া—“তুই একদিন তোর স্বামীর জন্য কেঁদেছিলি, তোর ভাইয়ের জন্য কেঁদেছিলি। তাই তুই আমাদের দুঃখ বুঝ্‌তে পারছিস। তুই নায়েবের কাছে যা। আমাদের দুঃখের কথা বল্‌গে। আমি তোর সঙ্গে

যাব।"—এমন সময় কুমুদিনী মায়াকে টানিয়া বুকের ভিতর লইল। আবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

পাপিষ্ঠা বিসির মনের ভাবের কেমন একটা পরিবর্ত্তন হইল। সে ভাবিল—না আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। নায়েব বলেছিল "কুমুদিনীকে টাকা ও গহনার লোভ দেখাস।" টাকা ও গহনার কথা কুমুদিনীর কাছে বোল্লে, কুমুদিনী এক্ষণি আত্মঘাতী হবে, আর এই মায়া, এ যে স্বর্গের পাখি, এর কাছে এলে পাপ কথা যে ভাবতেই পারি না। ইচ্ছা করে এই মেয়েটীকে কোলে করে প্রাণ শীতল করি।

বিসি বলিল "আমি নায়েব মহাশয়কে বলিব। তোরা ভাবিস না।" এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

হারাধন নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। দেখিল বিসি তাহার গৃহ হইতে বাহির হইল। ঘরে আসিয়া বলিল, "বৌমা, বিসি বড় ভয়ানক লোক, উহাকে বাটীতে আসিতে দিবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

রাত্রি দুই প্রহর। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী। তাহার উপর আকাশে মেঘ হইয়াছে—ঘোর অন্ধকার। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে গৃহস্থগণ সুষুপ্ত। কিন্তু হারাধন, কুমুদিনী ও মায়া এখনও নিদ্রা যায় নাই। আসুন পাঠক পাঠিকে, সেই কৃষককুটীরে গভীর রজনীতে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, আমরা শুনি।

হারাধন বলিল—"বৌমা, দিন রাত্রি কেঁদে কেঁদে দেহপাত কোরো না। আমি কি নিশ্চিন্ত আছি? মহেশ আমার একমাত্র পুত্র, আমার এই বুড়ো বয়সে সেই একমাত্র আশা ভরসা—সে আমার অন্ধের যষ্টি। তার মামলা ভাল কোরে চালিয়ে তাকে খালাস করিবার জন্য, যেমন ক'রে পারি টাকা কর্জ্জ করবোই। আমি প্রত্যহ দুয়ার দুয়ার ঘুরছি। একটা মহাজন আজ বলেছে টাকা কর্জ্জ দেবে। জমী জমা, ঘর বাড়ী, সব বন্ধক দিয়ে তার কাছে টাকা নেব—কা'লই টাকা পাব। তুমি অত অধীর হয়ো না, মা! শ্রীহরি কি আমাদের পানে একবারেই মুখ তুলে তাকাবেন না?

মায়া। বৌ বলছে, তার যা কিছু গয়না আছে, কালকেই তুমি সব বিক্রয় করে, দাদাকে খালাস কোরে আন।

কুমুদিনী। অতি মৃদু করুণস্বরে বলিল—"আমার হাতের লোহা গাছটা, আর পরনের সাড়ীখানা বাদে, আমার যা কিছু গয়না সাড়ী আছে—কালই আপনি সব বেচে, যা কিছু টাকা পান উকীল বাবুদের পায় ধ'রে [illegible] তাঁকে খালাস কোরে নিয়ে আসুন।

হারাধ[illegible]মা! তোমার গয়না কই আর? সুতীর কাপড় যা আছে, তা[illegible] টাকা হ'বে। খুনী মামলা চালানকি অল্প টাকার কাজ?

কুমু[illegible]আমার এত গহনা, এত কাপড়,—তা বেচে কি কতক টাকা [illegible]

হা[illegible] তুমি কি ভুলে গিয়েছ? নায়েবের অত্যাচার জুলুমে যখনই[illegible]র প্রজা বিপদে পড়েছে, মহেশ তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য, [illegible] যা ছিল, ঘরে যা ছিল, অবশেষে তোমার গহনা ও কাপড় [illegible]য় কোরেছে।

কুমুদিনি। আমি জানি আমার স্বামী দেবতা। তাই তিনি নিজের যা ছিল—আমার গহনা কাপড়—সেওত তাঁরই—অন্যকে বাঁচাবার জন্য সব বেচে ফেলেছেন—আমার সম্মতি লওয়া কোন আবশ্যক ছিল না, তবু আমার মত ল'য়ে বিক্রি করেছেন। তাতে আমি দুঃখ করি না—আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু যিনি অন্যকে রক্ষা ক'রেছেন, তাঁকে আমরা এখন কেমন ক'রে রক্ষা করবো?" এই বলিয়া কুমুদিনী আবার কাঁদিতে লাগিল।

মায়ারও চোখের জল পড়িতেছে, তবু মায়া যেন একটু ধীর ও বিজ্ঞভাব ধারণ করিয়া বলিল;—"বৌ কাঁদিস্‌নে।" তাহার পর হারাধনের দিকে ফিরিয়া বলিল—"বাবা, আমি তোমাকে টাকা এনে দিব, তুমি ভেব না।"

হারাধন। কেমন কোরে, মা?

মায়া। তাঁতিবৌ গাঙ্গুলিদের বাড়ী দাসীপনা ক'রে টাকা করেছে—সে আমাকে বলেছে। আমি দাদাকে খালাস ক'রবার জন্য কারো বাড়ী দাসীপনা করব। কা'ল, বাবা, তুমি আমাকে কারো বাড়ী দাসী ক'রে রেখে দিয়ে এস।—কিন্তু বাবা রাত্রিতে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না"—এই বলিয়া মায়া হারাধনের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হারাধনেরও চক্ষু ভিজিয়া গেল।

হারাধন বলিল—"মায়া, বলিস কি? তুই কচি মেয়ে, তুই কি দাসীপনা করতে পারিস? এই বুড়ো বয়সে,—মহেশ জেলে, গৃহিনীর শোক—তার উপরে, তোকে না দেখলে আমি ম'রে যাব।

মায়া। না, বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাবো না।

কুমুদিনী। আমি ত আর কচি মেয়ে নই। আমি দাসীপনা

ক'রে উকীল মোক্তারের খরচের জন্য, মামলা খরচের জন্য, যে কর্জ্জ হবে, তা শোধ করবো।

হারাধন। হা হরি! হারাধনের বেটার বৌ কিনা আজি দাসীপনা করবে? আমি বেঁচে থাকতে তার এই খোয়ার হবে? না, মা! আর—তোমার এই বয়স, এই রূপ, তোমাকে পরের বাড়ীতে রাখাও যা, আর বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া তা। আর, চাকরী! মহেশ যে বড়ই ঘৃণা করে। সে ত বেটা ছেলে। তবু সে কথায় কথায় বলতো—"আমি মরিতে পারি, কিন্তু কারো চাকুরি করিতে পারি নে।" হায় বিধাতা তুমি আমার কপালে কি এই লিখেছিলে? ছেলের জেল—ছেলের বৌর দাসীপনা? না, তা হবে না, বৌমা তা কখন হবে না।

সেই আঁধার রজনীতে, সেই নিস্তব্ধ গৃহে, নীরবে তিন জনেরই অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে হারাধন আবার বলিল—"তোরা কাঁদিস না। কাল বাড়ী বাঁধা দিয়ে, গরু ও লাঙ্গল বেচে, ঘটি বাটি যা আছে, সব বেচে, টাকা যোগাড় করবো! করবোই।

মায়া। হ্যাঁ বাবা, দাদা যাতে খালাস হয়, তাই কর।

হারাধন। বিদ্রোহী প্রজারা চাঁদা তুলে মোকদ্দমা চালাতে আরম্ভ করেছে। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর খবর দিয়েছেন—তোমরা তা জান—এক জন ভাল মোক্তার আর একজন ভাল উকীল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যের টাকার ওপর, বৌমা তোমারও যেমন ভরসা হয় না, আমারও তেমনি ভরসা হয় না।

কুমুদিনী। ভরসা করি কেমন ক'রে? প্রজারা যে সব বড় গরিব। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেই খেতে পাচ্ছে না। অন্যের জন্য কেমন ক'রে টাকা দেবে।

মায়া। প্রজারা এত গরীব কেন?

হারাধন কন্যার কথা লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর কালকে আমায় বল্লেন যে তিনি শীঘ্র মহেশকে খালাস কর্‌বার জন্য প্রবোধ বাবুর নিকট যাবেন।"

কুমুদিনী ও মায়া। সন্ন্যাসী ঠাকুর কি যাবেন? কবে?

হারাধন। বোধ করি, কা'ল কি পরশু।

মায়া। "আমাদের আর ভয় নাই। সে সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় ভাল। সেদিন দাদার সঙ্গে এসেছিলেন—তুমি দেখনি? আমি দেখিছি। বাবা! তিনি বড় ভাল, আর আমাদের ভয় নাই। দাদা নিশ্চিতই খালাস হবে। আমার ঠিক বোধ হচ্ছে।" বলিতে বলিতে মায়ার বিষণ্ণ মুখকমল যেন আশার কিরণে একটু প্রফুল্ল হইল। এমন সময় দূরে প্রিং প্রিং প্রিং করিয়া কি শব্দ হইল, যেন একতারা বাজিতেছে। সঙ্গে একটা গান শুনা যাইতে লাগিল,—অতি করুণ স্বরে কে গাহিছে,

শ্যাম সুন্দর নটবর মজায় কুলবালারে,
কুঞ্জ কুটীরে, ধীরে ধীরে, ল'য়ে যায় গোপীরে।
আয়ান নাহিক ঘরে, রাধার হরণ তরে,
পাঠাইল রসরাজ দূতী বিশাখারে—
ওরে—সে বিষি বিষম—ভুজঙ্গীরে॥

হারাধন একজন ভক্ত বৈষ্ণব। প্রথমে এই গান শুনিয়া তাহার মন যেন একটু প্রশান্ত হইল। কুমুদিনী ও মায়া সেই দূরাগত করুণ গীতি শুনিল। হারাধন যখন গানের শব্দগুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তখন সে শিহরিয়া উঠিল। কুমুদিনীও চমকিয়া উঠিল।—

হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—"মা কিছু বুঝিয়াছ কি?"

কুমুদিনী—বোধ হচ্ছে, বিপদের উপর আবার বিপদ; আর কিছু বুঝি নাই।

হারাধন। হাঁ। "আয়ান" মানে আমাদের মহেশ। "রাধিকা"—অর্থাৎ তুমি। নটবর আমাদের নায়েব নটবর। বিশাখা, সেই সর্ব্বনাশী বিসি, যে তোমার কাছে আজ আসিয়াছিল।

এই কথা শুনিয়া কুমুদিনী ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। মায়া কিছুই বুঝিল না—একবার তাহার বাবার দিকে, একবার বৌর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত বুঝিল—"ব্যাপারটা ভাল নহে।"

হারাধন বলিল—"বৌ মা! এখন উপায় কি করি? কা'লই আমরা প্রবোধ বাবুর জমিদারিতে পালাইয়া যাইব। কাল খুব ভোরে উঠে আমরা পালাব।

কুমুদিনী। আমিও আপনাকে বরাবরই বল্‌ছি. তাঁকেও কতবার বলেছি—"প্রবোধ বাবুর জমীতে না পালালে আমাদের ধন মান প্রাণ জাতি কিছুই থাকবে না।" কিন্তু এ অভাগিনীর কথা তিনিও শুন্‌লেন না, আপনিও শুনেন না।

হারাধন। "মহেশকে খালাস কর্‌বার জন্য বাড়ী বাঁধা দিয়ে টাকা কর্জ্জ করবো, তাই এখানে কদিন আছি"—

এমন সময় একটী শীশ দেওয়ার শব্দের মত কেমন একটা অশ্রুত-পূর্ব্ব শব্দ হইল। তিন জনেই কাণ পাতিয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দরজায় খুস্‌খুস্ খট্ খট্—খটাস শব্দ হইল। তাহার পর ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দ। উঠানে দুপ্‌দাপ্ মানুষের পা'য় শব্দ শুনা গেল। হারাধন বলিল—"কেও"? বাহিরে গম্ভীর চাপা স্বরে উত্তর হইল—"দুপরহ"।

হারাধন তখন মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি বলিল—"বৌমা! পালাও, পালাও, খিড়্‌কির দুয়ার দিয়া, কানাচ দিয়া—শীঘ্র পালাও"। কুমুদিনী

পিছনের দুয়ার দিয়া পালাইল। মায়া তাহার বাবার গলা জড়াইয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে ঘরের সম্মুখের দুয়ারে কে সজোরে পদাঘাত করিল, দুয়ারের খিল ভাঙ্গিয়া, দুয়ার খুলিয়া গেল। একজন লাঠিয়াল আসিয়া খপ্ করিয়া হারাধনের গলা ধরিল, আর একজন বলিল, "বল্ বেটা বুড়ো, "তোর বেটার বৌ কোথা ?" হারাধন বলিল,—"বৌমা রান্নাঘরে।" দুইজন লাঠিয়াল সে দিকে ছুটিল, সেখানে পাইল না, তাহারা সমুদয় ঘর পাতি পাতি করিয়া খুজিতে লাগিল। একজন বলিল "ভাগ গিয়া"। এ দিকে অন্ধকারে কাণাচ দিয়া পালাইতে গিয়া কুমুদিনী একটা বর্জ্জিত হাঁড়ির উপর পড়িয়া গেল। তাহাতে একটা শব্দ হইল। কয়েকজন লাঠিয়াল সেইদিকে ছুটিল। কিন্তু সেখানে আম্র বাগান—ঘোর অন্ধকার—কিছুই দেখিতে পাইল না। কুমুদিনী ক্ষণকাল পরে উঠিয়া সেই অন্ধকারেই আবার ছুটিল। এবার বৃক্ষের শাখায় কপালে দারুণ আঘাত লাগিল, কুমুদ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা হইল। তখন উপুড় হইয়া শুইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। ভয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, কিন্তু বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। হতভাগিনী কুমুদিনী যেখানে ভূতলে মৃত্তিকাশায়িনী সেই দিকে একজন লাঠিয়াল একটা লণ্ঠন লইয়া খুজিতে আসিল—ক্রমে তাহারই দিকে আসিতে লাগিল।

কুমুদিনী তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। লাঠিয়াল দেখিল, কুমুদিনীর কপাল হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে, কাপড় আলু থালু ও ধূলায় ধূসরিত, চক্ষু অশ্রুবিপ্লুত। কুমুদিনী গলায় বস্ত্র দিয়া হাত যোড় করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমি তোমার মেয়ে, আমি তোমাকে বাপ বলিলাম, দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষা কর"।—সেই গৌর-

কান্তি,অশ্রুবিপ্লুত-বিশাল-নয়না, ভীতি-বিধূনিত-হৃদয়া, বিপন্না, ক্ষীণাঙ্গী, কৃতাঞ্জলি, গললগ্নীকৃতবাসা, বিধুরা কৃষকবধূকে দেখিয়া ঐ লাঠিয়াল স্তম্ভিত হইল। লাঠিয়াল যুবা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক উদারতা তাহার হৃদয়ে অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই।—অসহায়া অবলার প্রতি অত্যাচার করা লজ্জার বিষয় সে অনুভব করিল।—সে বলিল "মা, তুমি পালাও, আমি তোমাকে ধরিব না"। এমন সময় রহিমবক্স নামক এক-জন পেয়াদা সেখানে আসিয়া পড়িল, বলিল—"বাহবা—তোম ক্যায়সা নেমকহারাম হ্যায়" এই বলিয়া সে লাফাইয়া কুমুদিনীর হাত ধরিল। কুমুদিনী ঝাট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া আবার পলাইবার চেষ্টা করিল। তখন রহিমবক্স তাহার অঞ্চল ধরিল, আর একজন লাঠিয়াল সজোরে কুমুদিনীর হাত ধরিয়া থাকিল। রহিমবক্স বস্ত্র দ্বারা কুমুদিনীর মৃণাল কোমল ভুজদ্বয় বাঁধিতে লাগিল। তখন কুমুদিনী ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"প্রাণনাথ, তুমি এখন কোথায়—তুমি একবার আসিয়া দেখ, তোমার কুমুদের কি দুর্গতি হইতেছে।" তখন একজন লাঠিয়াল "চুপ" বলিয়া কুমুদিনীর মুখ বাঁধিয়া ফেলিল; আর, একজন তাহার পা বাঁধিল. এবং তোলা তোলা করিয়া একখানি পাল্কিতে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাল্কির দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। বেহারারা পাল্কী তুলিল। লাঠিয়ালগণ পাল্কীর অগ্রে পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এ দিকে, হারাধনকে যখন লাঠিয়ালগণ ধরিল, হারাধন বুঝিল আর আশা নাই। সে ভাবিল "আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, তবে, হে হরি! বৌমাকে রক্ষা কর, তাহার ধর্ম্ম রক্ষা কর।" হারাধন পরম ভক্ত।—সে এই মহাবিপত্তিতে, চক্ষু মুদিয়া মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল। একজন লাঠিয়াল হারাধনকে পীঠমোড়া করিয়া বাঁধিল।

আর একজন লাঠিয়াল হারাধনের পৃষ্ঠে খুব জোরে দুই ঘা লাঠি মারিল। হারাধন যেমন "বাবারে", বলিয়া চীৎকার করিয়াছে, অমনি একজন পামর তাহার মুখের ভিতর কাপড় পুরিয়া দিল, মুখ বাঁধিল, পা বাঁধিল, গলার সহিত হাঁটু বাঁধিল—বাধনের উপর বাঁধন দিয়া হারাধনকে একটী মাংসপিণ্ডের মত করিয়া ফেলিল। আবার মারিতে লাগিল। তাহার পর বৃদ্ধকে একখানি ডুলির মধ্যে ফেলিল। বাহকগণ ডুলি লইয়া পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে চলিল।—বীর মহেশ! তুমি এক্ষণ কোথায়! তুমি প্রজাবর্গকে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছিলে। অদ্য, তোমার বৃদ্ধ সাধু পিতা, তোমার যুবতী পতিব্রতা ভার্য্যা, কোথায় কি অবস্থায় চলিল!

মায়ার কি হইল? যখন হারাধনকে দারুণ আঘাত করিয়া মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া তাহাকে বাঁধিয়া একটা মাংসদলার মত করিয়া ফেলিল, এবং আবার মারিতে লাগিল, তখন মায়া মূর্চ্ছা গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, বালিকার জ্ঞান হইল, তখন ঘর অন্ধকার, বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র বায়ু হুস্ হুস্ হুস্ করিয়া বহিতেছে। খোলা দরজা ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া পড়িতেছে। মায়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল—

"বাবা—বৌ—দাদা—ও বাবা, ও বৌ তোমরা কোথায়? আমার যে বড় ভয় করছে—বাবা—বাবা—বাবা?" হায়! সেই নির্জ্জন অন্ধকার বাটীতে সেই ভয়ার্ত্তা শোকার্ত্তা শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে এমন কোন লোক ছিল না। কেহ শুনিতে পাইল না, তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সাহস দিতে কেহ আসিল না,—শোকে ও ভয়ে মায়া আবার মূর্চ্ছিত হইল।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

নৈশ-সভা।

যখন দুর্ভাগ্য হারাধন ও কুমুদিনীকে নায়েবের লাঠিয়ালগণ নির্দ্দয়-ভাবে নিপীড়ন করিতেছিল, তখন গ্রামের অনতিদূরে তমসা নদীতটে শ্মশানকালীর মাঠে, যাহা হইতেছিল তাহাই এখন বর্ণনা করি।

রজনীতে সেই স্থানে পূর্ব্বের মত লোকারণ্য। বিদ্রোহী কৃষকগণ দলে দলে সেখানে আসিয়া সম্মিলিত, কিন্তু পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন তাহারা অধিকতর অসংযত—মহেশ গ্রেপ্তার হওয়াতে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কেমন একটা উন্মত্ত প্রচণ্ড ভাব প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে চারিটা দল হইয়াছে।

১। কেবল মুসলমান কৃষক—তাহাদিগের নেতা মোকারিম সেখ। ২। আর একটা দলে হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে যাহারা কতকটা ধীর-প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান তাহারাই—তাহাদিগের নেতা যদু। ৩। অপর দলের সর্দ্দার ভীম বাগ্‌দী। এই দলের লোক সকলেই লাঠিয়াল, নীচ জাতি। ৪। চতুর্থ দলের নেতা ষড়ানন সর্দ্দার—ইহারা সকলে সড়কিওয়ালা।

সেই প্রান্তর লোকে পরিপূর্ণ হইলে, অনেকে চীৎকার করিল—"মোকারিম," "মোকারিম"। মোকারিম একজন সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান কৃষক। প্রতিদিন তাহার গৃহে ৪০।৫০ জন অতিথির সেবা হইত। বিনা সুদে সে দায়ী কৃষকগণকে কর্জ্জ দিত। গ্রামে বিবাদ হইলে,

লোকে তাহাকে সালিশ মানিত, এবং সে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইত। যদিও সে মুসলমান, তথাপি সে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি বলিয়া, হিন্দুরা তাহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। মোকারিম যেমন একদিকে দয়ালু, অন্য দিকে তেমনি সাহসী। তাহার দেহ সুঠাম, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, তাহার বদন কৃষ্ণ গুম্ফ শ্মশ্রুরাজি শোভিত। মোটের উপর মোকারিম সেখকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারিত। যখন "মোকারিম," "মোকারিম," এই শব্দ সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া, প্রান্তরের এক সীমা হইতে অপর সীমায় প্রতিধ্বনিত হইল, তখন মোকারিম মাঠের মধ্যবর্ত্তী স্তূপে আরোহণ করিল! হাজার হাজার মশাল সেই কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘোরা রজনীর গাঢ় তমিস্রা বিদূরিত করিয়া দিবালোক-বৎ আলোক রচনা করিয়াছিল। মোকারিমের সুন্দর মূর্ত্তি উজ্জ্বল আলোকে বেশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মোকারিমের কটিদেশে একখানি অসি ঝুলিতেছিল। মোকারিম, মুসলমান কায়দা অনুসারে, সেই বিরাট কৃষক-মণ্ডলীকে সেলাম করিল। তাহার পর নিজের শ্মশ্রুরাজি একবার হাত দিয়া যেন সরাইল। তাহার পর মর্ম্মভেদী স্বরে বক্তৃতা করিল :—

"ভাই সব, মুসলমান ভাই, হিন্দুভাই—কিছুদিন আগে এইরূপে রাত্রে, আমরা সকলে জমা হইয়াছিলাম, তখন এই উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া কে বক্তৃতা করিয়াছিল? কে তাহার বোলচালের তেজে আমাদের মাতাইয়াছিল? ("মহেশজি" "মহেশজি")।

"আজ সেই মহেশজি কোথায়? ("সে কয়েদ হইয়াছে") সে কয়েদ হইয়াছে, আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি! আমাদের জন্য যে ফকির হইয়াছে—গরিব রায়ত ভাইকে রক্ষা করিবার জন্য যে অকাতরে নিজের টাকা কড়ি দিয়াছে, নিজের জেনানার গহনা কাপড় বেচিয়াছে,

যে আমাদের হিতের জন্য জমিদারের হাজার হাজার লাঠীয়ালকে তৃণ-জ্ঞান করিয়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, কতবার বিপদে পড়িয়াছে—যে আমাদের ভালর জন্য আমাদের খয়রিয়াতের জন্য, তার জানটা স'পিয়ে দিয়াছে,—আজ সেই মহেশ কয়েদ—আর আমরা হাঁস্‌ছি খেল্‌ছি—কি আপশোষের বিষয়! কি সরমের কথা! তোমরা মহেশের মোকদ্দমায় খরচ দিতেছ, সত্য। কিন্তু মোকদ্দমায় কি হয় বলা যায় না। যদি মহেশের ফাঁসির হুকুম হয়—তখন? আমরা বেঁচে থাকিতে মহেশ ফাঁসি যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? (সকলে—"না, না, কখনই না") "না না" বল্‌ছ, যখন ফাঁসির হুকুম হবে, তখন কি করিবে? (সকলে, "তখন আমরা মহেশকে ছিনিয়ে নব") যদি তখনই ছিনিয়ে নেবে স্থির করেছ, তবে এখনই ছিনিয়ে লওয়া না কেন? মহেশ যেখানে হাজতে আছে,চল, সেখানে চল,আমার সঙ্গে চল। আমরা এত জন লোক—আমরা জেল ভেঙ্গে তাকে বের করে খালাশ করবো। কোম্পানী বাহাদুরের বন্দুক আছে, কামান আছে, তা আমি জানি। কিন্তু বন্দুক কামান আমি বুঝি না। আমি বুঝি আমাদের দোস্ত, আমাদের বন্ধু, আমাদের সর্দ্দার—মহেশ আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারিত, জান দিবার জন্য সকল সময়েই মস্তায়িদ ছিল, আমরা কি তাহার জন্য জান দিতে পারি না? (সকলে পারি পারি, কেন পারিব না"?) বহুৎ আচ্ছা।"

মুসলমানগণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল "আল্লা, আল্লা, হো"। হিন্দুরা গর্জ্জিল "হর, হর।" তখন প্রচণ্ড-ভাব-ঝটিকায় যেন সেই লোকারণ্য মথিত হইল। অনেকে লাফাইতে লাগিল, অনেকে নাচিতে লাগিল, অনেকে বুক চাপড়াইতে লাগিল। একবার "আল্লা আল্লা হো," একবার "হর হর" নির্ঘোষ হইতে লাগিল। মুসলমান ও হিন্দু এক

অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। মোকারিম স্তূপ হইতে নামিল। তখন ভীম বাগদী স্তূপের উপর উঠিল। ভীম দেখিতে ভীমের ন্যায়, যেমন দীর্ঘ তেমনই স্থূল, দেহ মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তক দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র, কেশ হ্রস্ব, হস্তে ভীষণ গদা। ভীম বলিল ঃ—

"মোকারিম দাদা যা বলেছে, মুইও তাই বলি। মোর লাঠির আগে সব সিপাহী ভাগ্‌বে। মোর দলে ৪০০০ হাজার বাছা বাছা লেঠিয়াল আছে। কুচ্ ডর নাই" (তখন সকলে বলিল "বহুৎ আচ্ছা")।

ভীম নামিল। তখন সড়কিওয়ালাদিগের দলপতি ষড়ানন সর্দ্দার, হাতে একগাছি সড়কি লইয়া, স্তূপের উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং বলিল ঃ—

"মোকারিম দাদা, ভীম ভাইয়ের যা মত, আমারও তাই মত। আমার দলের দুহাজার খুব ভাল সড়কিওয়ালা আছে, আমাদের সড়কির সাম্‌নে কে দাঁড়াতে পারে? যখন সন্ সন্ করে আমাদের সড়কি ছুটবে, তখন তোমরা বড় মজা দেখ্‌বে। তখন সিপাহী ভায়ারা লেজ কুড়িয়ে বন্দুক ফেলে পালাবে।" (সকলে, "আর দেরি কেন, চল, চল")।

তখন মোকারিম আবার স্তূপে লাফাইয়া উঠিল এবং বলিল ঃ—

"ভাই সব, তোমরা একটু সবুর কর। যদু এখনই সহর হতে ফিরে এসেছে। তোমাদিগকে কিছু বলিতে চাহে। তোমরা জান, যদু মহেশের একজন দোস্ত। যদুকে মহেশ খুব ইয়াতিবার করে খুব বিশ্বাস করে"। তখন যদু ঢিবীর উপর উঠিয়া বলিতে লাগিল ঃ—

"ভাই সব, গত কল্য আমাদের দলপতি ও গুরু মহেশের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলাম। ("কেমন করে"?) প্রবোধ বাবু আমার হাতে

জেলদারগা মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি দেওয়াতে, জেল দারগা মহাশয় আমাকে জেলখানায় ঢুকিতে হুকুম দিলেন। মহেশের সহিত আমার দেখা হইল। ("মহেশ কেমন আছে") মহেশ ভাল আছে। (যদু যে মহেশের হাতকড়ি দেখিয়াছিল তাহা বলিল না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহেশ কি বলিল") তোমরা একটু ধৈর্য্য ধর, আমি সব বলছি। মহেশ প্রথমে বলিল ঃ—

"আমি আমার জীবনের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহি। আমি মা কালীর পায় আমার জীবন, প্রজাদের উদ্ধারের জন্য, সঁপে দিয়েছি। যে মরিতে ভয় পায়, তার দ্বারা কি কখন কাজ হয়? তোমায় একটা কথা বলি, যদু। তুমি চিরদিন বিশ্বাসী বন্ধু। দেখ, একটা বিষয়ে আমি চিন্তিত। আমি এক্ষণ জেলে। নায়েব অতি পাষণ্ড। একবার আমার বৃদ্ধ পিতাঠাকুরের উপর অত্যাচার করিয়াছিল তা জান। আবার করিতে পারে। আর আমার স্ত্রী—নায়েব যেমন অত্যাচারী তেমনি লম্পট। সেই চামারের কিছুই অকার্য্য নাই। সে সব কুকার্য্য করিতে পারে। (অনেকে বলিয়া উঠিল "আমরা নায়েবের মাথা ভাঙ্গিব") যদু বলিল শুন, মহেশ যা বলিয়াছে।

"মহেশ বলিল, 'শুন যদু, আমার যে সন্ন্যাসী বন্ধু আছেন—সেবানন্দ স্বামী—তিনি আর তুমি, আমাদের পাড়ার দুর্গা গোয়ালিনীকে সঙ্গে করিয়া, আমার পিতা ও স্ত্রীকে প্রবোধ বাবুর নায়েবের পরিবারের নিকট রাখিয়া আসিবে। যে দুই একদিন তাহাদিগকে সেখানে না লইয়া যাইতে পারিবে, সেই সময় কয়েক জন বিশ্বাসী ভাললোক আমার বাটীর চতুর্দ্দিকে পাহারা রাখিবে। বিলম্বে বিপদ জানিবে।' (অনেকে "ঠিক ঠিক"। ভীম বলিল 'গদাধর, তুই ২০ জন ভাল ও

বিশ্বাসী লাঠিয়াল নিয়ে এখনি মহেশের বাটীতে যা। সেখানে পাহারা দিস্'। গদাধর 'আচ্ছা' বলিয়া ২০ জন লাঠিয়াল লইয়া মহেশের বাটীর দিকে চলিয়া গেল।)

"তাহার পর, মহেশ আমাকে বলিল—'শুন যদু, কৃষকেরা আমাকে বড়ই ভালবাসে, তারা আমার বড় অনুগত। আমাকে গ্রেপ্তার করাতে তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে এবং হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া নিজের ক্ষতি করিতে পারে। দেখিবে, যেন তারা রাগে কৃষক বিদ্রোহের আদত উদ্দেশ্য ভুলিয়া না যায়। মোকদ্দমা যখন সম্পূর্ণ মিছা, এবং আমার পক্ষে যখন উকিল মোক্তার দিয়া তদ্বির করা হইতেছে, আর প্রবোধ বাবু যখন এই মোকদ্দমার কথা শুনিয়াছেন, তখন খুব সম্ভব আমি বেকসুর খালাস হইব'। তার পর মহেশ বলিল—'যদু, তুমি ভাল করিয়া মোকারিম দাদাকে বলিবে যেন রাগে মাতিয়া জেল ভাঙ্গিয়া আমাকে খালাস করিবার চেষ্টা না করে। এরূপ বেয়াইনী কাজ করিলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে কৃষকদিগের বিবাদ বাধিবে। তাহাতে সকল দিক নষ্ট হইবে। সরকার বাহাদুর জমীদারদিগের অনুকূল হইলে প্রজাদের আর রক্ষা নাই। সরকার বাহাদুরের সহিত লড়িবার কোন কারণ নাই; যদি কারণ থাকিত, যদি সরকার বাহাদুরের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গাম করিলে আমাদের কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, আমি জেলে থাকিয়াও বলিতাম, "লড়"—মহেশ বলিল 'আমাকে যদি সরকার বাহাদুর ফাঁসিও দেয়, তাহলেও তোমরা সরকার বাহাদুরের সহিত লড়িও না।

আমি খালাস হইলেও আমি ইংরাজদিগের সহিত লড়িব না। তোমরা যদি কোন কারণে ইংরাজদিগের সহিত লড়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের দলে আর থাকিব না। আমাকে যখন কনষ্টেবলরা

ধরে, তখন আমি শিঙ্গা বাজাইলে কত চাষার মরদ জুটিত। আমাকে অনায়াসে তাহারা কনষ্টেবলদিগের হাত হইতে ছিনিয়া লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পাছে আমাকে লইয়া একটা অনর্থক হাঙ্গামা হয়, পাছে সেই হাঙ্গামাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া যায়, তাই আমি শিঙ্গা বাজাই নাই, নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করি নাই। তবে যদি আমরা দেখি—সরকার বাহাদুর আমাদের ন্যায্য কথাতে কান দিলেন না, আমাদিগের মুখের দিকে তাকাইলেন না, জমীদারের সহায় হইলেন, জমীদারের অত্যাচারের সহায়তা করিতে লাগিলেন, তখন মহেশ সাহেবদিগের তোপের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে না।'—আমিও বলি তোমরা সকলে নিশ্চয় জানিও, তখন মোকারিম দাদা ও মহেশ গুরুজী, তোমাদের আগে তরওয়ার হাতে করে, তোপের গুড়ুম গুড়ুম শব্দের মধ্যে, আগুণ আগুণ গোলাবৃষ্টির মধ্যে, কামানের উপর লাফিয়ে পড়্‌বে—("হর হর" "আল্লা আল্লা হো") নিজের প্রাণ দিয়ে সাহেবদিগের বুঝিয়ে দিবে, যে কৃষাণ ভাই-দের কষ্ট মিথ্যা নহে। সাহেবদিগের সেই কষ্ট সমজাইয়া দিবার জন্য এক্ষণও চাষাদিগের মধ্যে মোকারিম ও মহেশের মত লোক আছে সেই আমাদিগের বড় ভাগ্য। মহেশ ও মোকরিম দাদা মরিতে ভয় করে না, এ কথা কে না জানে? তবে মহেশজী বলে, 'মোকারিম, গোস্বা হয়ে, কাম ভুলনা'। মহেশ আমাকে বলিল—'যদু—তুমি মোকারিম আর সমুদয় কৃষাণ ভাইকে বলিও যে পূর্ব্বে যখন আমি কয়েদ হইনি, তখনও যেমন সকলে আমার কথা শুনিতে, এখন আমি জেলে, এখনও যেন তেমনি কথা শুনে" (সকলে "মহেশের কথা শুনিব"।)

তৎপরে একজন দীর্ঘায়ত কৃশ কায়স্থ সেই স্তূপের উপর উঠিল। তাহার মাথায় শিখা, স্কন্ধে উত্তরীয়। সে গ্রামের গুরু মহাশয়। তাহার

নাম কালীকৃষ্ণ বসু। নায়েব তাহার একটা লাখরাজ জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিল। তাহাতে সে একদিন কিছু কড়া কড়া কথা বলিয়াছিল। তাই নায়েব হুকুম দিয়া পেয়াদার দ্বারা গলায় গামছা দিয়া তাহাকে কাছারীতে আনিয়া দুই ঘা জুতা মারিয়াছিল। সেই অপমানের শোধ লইবার জন্য কালীকৃষ্ণ বিদ্রোহিদিগের দলে মিশিয়াছিল।

কালীকৃষ্ণ বলিল—"বাপু সব, মহেশ যা বল্লে, জমীদারকে ও নায়েবকে শাসন কর। তা হলে লাখরাজ জমী বাজেয়াপ্ত হবে না, খাজনা বাড়িবে না, অত্যাচার হবে না, কিন্তু বাপু, এ পর্য্যন্ত নায়েবকে শাসন করবার কি করেছ? নায়েব খুব বুক চাড়া দিয়ে, গোঁপে তা দিয়ে, রসিক নাগরটীর মত হেঁসে খেলে বেড়াচ্ছে, আরা কাছারী গিয়ে ত পূর্ব্বের মত দুম্ দড়াম হুকুম হাকাম দিচ্ছে। তার জন্য আর কুলের বৌরা ঘাটে যাইতে পারে না, গৃহস্থের আর জাতি ধর্ম্ম থাকে না—জমী জমা ত চুলোয় যাউক—এক্ষণ যে নিত্য ঘরের বৌ নিয়ে টানাটানি (এই শুনিয়া চাষারা বলিতে লাগিল "চল্, শালার মাথা ভাঙ্গি—সুয়ারকাবাচ্ছা,—উসকা শির লেঙ্গে) আজগে প্রাতে আমাকে একজন বল্‌ছিল 'দাদা মহাশয়, শুন্‌ছ নাকি আজ রাত্রিতেই নায়েব মহাশয় কার বৌ বার কর্‌বে.লাঠিয়াল বেহারা সব ঠিক হয়েছে। (গরদান লেঙ্গে, সব চলো, চলো কাছারি তরফ চল")। হাঁ বাপু সব, যদি কাজ করিতে চাহ, তা হলে চল কাছারি—বেটার চুলের মুটি ধরে মুখে ঘা কতক জুতা লাগালেই বেটা খুব দোরস্ত হইয়া যাইবে।"

এমন সময়ে দুরে শৃঙ্গ নিনাদ শুনা গেল—একটি—দুটী তিনটী—মুহূর্ত্ত মধ্যে হাজার শৃঙ্গ বাজিয়া নৈশগগন ভেদ করিল! সেই মহাজনতা বাত্যাতাড়িত সিন্ধুতরঙ্গের ন্যায় ছুটিল—যে দিক হইতে প্রথমে শৃঙ্গধ্বনি আসিয়াছিল, সেই দিকে সকলে ছুটিল।

কতকদূর যাইতে যাইতে দুই জন কৃষক বেঁটো ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুতবেগে আসিয়া খবর দিল—নায়েব হারাধন ও মহেশের স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

ঐ কথা শুনিবামাত্র সকলে "মার মার, মার মার," বলিয়া ছুটিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রাণত্যাগ।

কিছু কাল পরে কৃষকগণ কাছারী বাটীর নিকট, মার মার শব্দে আসিয়া, কাছারী ঘিরিয়া ফেলিল। কাছারী হইতে শব্দ হইল—"কোন হায় ?" বহির হইতে উত্তর হইল—"শালা, তোমারা বাপ হায়।" কাছারীর একটা জানালা সট করিয়া খুলিয়া দুরুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। একজন মুসলমান চাষার পায় গোটাকত ছড়্‌রা গুলি লাগিল—সে তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিয়া উঠিল। আর সমুদয় মুসলমান ঐরূপ গর্জ্জন করিল।

এদিকে ষড়ানন সর্দ্দার যেমন বন্দুকধারীকে ঘরের ও বাহিরের উজ্জ্বল আলোকে দেখিল, অমনি একটা সড়কি, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িল। বন্দুকধারীর স্কন্ধ সড়কিতে বিদ্ধ করিল। হিন্দুরা "হর হর হর ব্যোম" করিয়া উঠিল। এদিকে যদু হাঁকিল "সব আদমি বন্দুকের নিশানা হইতে সরিয়া দাঁড়াও।" সকলে জানালার মুখ হইতে সরিয়া

দাঁড়াইল। মোকারিম বলিল "ভীম ভাই, তুমি দরজা ভাঙ্গ, আর আমি মই দিয়া প্রাচীর টপকাই—আর ষড়ানন ভাই, তুমি ঘরে আগুন লাগাও"। ষড়ানন সর্দ্দারের লোক জলন্ত মশাল চালের দিকে উঁচু করিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ভীম নিকটবর্ত্তী একটী গৃহস্থের বাটী হইতে একটী বৃহৎ ঢেঁকি আনিয়া তাহার এক পাশে দুই জন আর এক পাশে দুই জন, চার জন দুই পাশে ধরিয়া "হেইয়া—নায়েবের মাথা ভাঙ্গি—হেইয়া" এইরূপ বলিতে লাগিল, আর সেই ঢেঁকি, ভূমির সমন্তরাল ভাবে, দরজার গায় সজোরে মারিতে লাগিল। দরজা সেকেলে, শাল কাষ্ঠে বড় বড় লৌহ প্রেক বিদ্ধ—কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ আঘাতে ঝন ঝন করিতে লাগিল। পরে তাহার হাঁসকল ভাঙ্গিব ভাঙ্গিব হইল, তখন ভিতরের অনেক লোক দরজা চাপিয়া ধরিয়া থাকিল। এদিকে ভীমের লোক "হেইয়া হেইয়া" বলিয়া দরজার উপর আঘাত করিতে লাগিল—আর দরজা অধিকতর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অন্যদিকে মোকারিম একখানি মই জোগাড় করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনের উপায় করিতে লাগিল। মোকারিমের কটিদেশে তরবারি। মই দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া "আল্লা আল্লা হো" বলিয়া লাফ মারিয়া ভিতরে পড়িল। তাহাকে চারিজন লাঠিয়াল আক্রমণ করিল। কিন্তু মোকারিম অপূর্ব্ব কৌশলে তরবারি সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং দরজা খুলিয়া দিবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হইল। এদিকে ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ ভীষণ আঘাত আর সহ্য করিতে না পারিয়া দরজা ভূতলে পতিত হইল। তখন স্রোতের ন্যায় বিদ্রোহী কৃষক সকল কাছারী বাটীর ভিতর আসিতে লাগিল। সেখানে খুব লড়াই হইল। কিন্তু মোকারিম, ভীম ও ষড়াননের দলের লোকের রণকৌশলে শীঘ্রই কৃষকদিগের জয় লাভ হইল। কাছারির পেয়াদারা সটান পালাইল।

আমলারাও কতক কতক পালাইল। কিন্তু পেশকার আর আমিন পালাইতে পারিল না, আর ষড়ানন তাহাদিগের দুইজনকে ক্যাঁক করিয়া ধরিল। মোকারিম ও যদু একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, হারাধন পীঠমোড়া বাঁধা মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার একখানি হাত আর একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতেছে। যদু তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলিল, মুখে জল দিল, বাতাস করিতে লাগিল। হারাধনের সংজ্ঞা হইল, চক্ষু মেলিল, বলিল—"বা—বা—য—দু আমার—সময়—হয়েছে, মুখে—গঙ্গাজল দাও—আমার জন্য—ভেব—না। বৌ-মার ধর্ম্ম—র-ক্ষা—কর—সেখানে শীগ্‌গির যাও—তোমরা—মায়া—মায়া—হরি—হরি—"। ভক্ত নিরপরাধী হারাধন বিষ্ণুপদে আপনার পবিত্র আত্মা অর্পণ করিল।

এদিকে কাছারী বাটীর ভিতর দুই খানি ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাসভবনে।

হে রাজন্! অনন্তর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন ধারণ করিয়া—বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সভাপর্ব্ব, মহাভারত।

Arbaces came nearer to her—his breath glowed fiercely on her cheek; he wound his arms around her—

she sprang, from his embrace. After some exchange of words he caught (again) Ione in his arms ; and in that ferocious grasp was all the energy—less of love than of revenge. But to Ione despair gave supernatural strength ; she again tore herself from him ;—she rushed to that part of the room by which she had entered—she half withdrew the curtain—he seized her—again she broke away from him—and fell, exhausted, and with a loud shriek, at the base of the column which supported the head of the Egyptian goddess. *The Last Days of Pompeii* by Lord Lytton.

নটবর-নায়েবের ক্ষুদ্র বাগান বাড়ী, নির্জ্জন স্থানে, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের ধারে সারি সারি নারিকেলের ও সুপারির গাছ আছে। প্রাচীরের বাহিরে বড় বড় আম্রবৃক্ষের বাগান। ঘরের ভিতর একটী কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। তাহাতে একখানি পালঙ্ক রহিয়াছে। পালঙ্ক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শোভিত। পালঙ্কের পার্শ্বে একটী পাপিষ্ঠা বৃদ্ধা বসিয়া আছে। কুমুদিনী সেই শ্বেত কোমল সুখ-স্পর্শ শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। সে এখনও সংজ্ঞাহীন। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় ঐ বৃদ্ধা তাহার কেশ সংস্কার করিয়াছে, মুখ ও সমুদয় গাত্র মুছাইয়া দিয়াছে—একখানি শান্তিপুরে সূক্ষ্ম শুক্লাম্বর পরাইয়া দিয়াছে।—তাহার অসংবদ্ধ ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, মস্তক ও গ্রীবা আবৃত করিয়া, মুখমণ্ডল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক কতক উপাধানে, কতক শয্যায় বিস্তৃত হইয়াছে—বোধ হইতেছে যেন নীলনীরদমণ্ডিত চন্দ্রমা। কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে—দেখিলে বোধ হয় যেন

স্বর্গের বিদ্যাধরী। কিন্তু মুখে বিলাসের চিহ্ন নাই। কেমন একটা পবিত্র ভাব তাহার বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়াছে। সংজ্ঞা নাই, অথচ নয়ন হইতে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু দুই একটী ঝরিতেছে। আর মাঝে মাঝে ফুঁপিয়া ফুপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় কেহ পীড়ন করিলে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে,—নিদ্রিত অবস্থায় যেমন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদে তেমনি কুমুদিনী মাঝে মাঝে ফুঁপিয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধা তাহাকে বাতাস করিতেছে। বৃদ্ধা ডাকিল "বৌ বৌ" উত্তর নাই। আবার ডাকিল। এবার উঁ"—অতি মৃদু অস্ফুট স্বরে যেন উত্তর পাওয়া গেল। একটু পরে একটী পুরুষ পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে প্রবেশ করিল; সে দুয়ার খুলিয়া কুমুদিনী যে ঘরে রহিয়াছে সেই ঘরে আসিল।

পুরুষ বলিল—"এক্ষণও কি চৈতন্ত হয় নাই।"

বৃদ্ধা—"ঘুমাইতেছে বোধ হয়।"

পুরুষ—"ডাকিয়াছিলি ?"

বৃদ্ধা—"ডাকিয়াছিলাম অনেকবার। সাড়া পাই না। এক্ষণই যেন একবার সাড়া পাইয়াছিলাম।"

পুরুষ—"আচ্ছা তুই যা"। বৃদ্ধা উঠিল। পুরুষটী আস্তে আস্তে কুমুদিনীর গায় হাত দিল। গায় পুরুষের হাত পড়ায় কুমুদিনীর কেমন সংজ্ঞা হইল। কুমুদিনী বলিল "কে ?—আমি কোথায় ?"

পুরুষ বলিল—"ভয় নাই—আমরা ডাকাতের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করেছি—তুমি নির্ব্বিঘ্নে এক্ষণে ঘুমাও" কুমুদিনী ভাল করিয়া চক্ষু মেলিল। দেখিল, একটা হাঁদা মিনসে খাটের উপর বসিয়া তাহার দেহ আপাদমস্তক সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। কুমুদিনী খাটের উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল। যে দিকে দরজা খোলা

ছিল, সেই দিকে ছুটিল, অন্য একটী কক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল তাহার দরজা বন্ধ, খুলিতে পারিল না, জানালার নিকটে গেল, তাহার গরাদে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল, অবশ্য পারিল না। পুরুষও "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া সেই ঘরে আসিল। কুমুদিনী আবার সেই ঘর হইতে যে ঘরে পূর্ব্বে ছিল সেই ঘরে দৌড়িয়া আসিল। সেখানে বৃদ্ধা এক্ষণও দাঁড়াইয়া। কুমুদিনী বলিল—"বিশি তুই মেয়ে মানুষ, তোর দয়া আছে—তোর পায়ে পড়ি—আমাকে বাঁচা" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বৃদ্ধার পা জড়াইয়া ধরিল।—বিশি বলিল—"বাছা, নায়েব মহাশয় যখন তোকে এখানে এনেছে, তখন আর কি তোকে ছেড়ে দেবে—তুই নায়েব মহাশয়ের কথা শোন, সুখে থাকৃবি।" নায়েব ইত্যবসরে কুমুদিনীর বাহুলতা ধরিয়া তাহাকে তুলিল। কুমুদিনী হাত ছাড়াইয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইল। তখন নায়েব তাহাকে যে সকল পাপ কথা বলিল তাহা লিখিয়া লেখনী দূষিত করিব না, নায়েবের নির্লজ্জ ঘৃণিত কথা শুনিয়া রাগে কুমুদিনীর গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিল—"পিশাচ! দূরে দাঁড়াইয়া থাক্। কাছে আসিস্ না—তোর যদি যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছা না থাকে, এক্ষণি আমাকে ছেড়ে দে—জানিস আমি কার স্ত্রী?"

নায়েব। তুমি যার স্ত্রী সে এক্ষণ জেলে। আর আমি যদি তাকে রক্ষা না করি, তার ফাঁসি হবে, জান? তুমি যদি মহেশকে ফাঁসি হতে বাঁচাতে চাও, আমাকে সন্তুষ্ট কর। মহেশ খালাশ হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব। আর তোমাদের জমী জরাত, যা কেড়ে নিয়েছি, সব ফিরিয়ে দিব। তোমরা আবার পরমসুখে থাকবে। মহেশ কিছু জানতে পারবে না।"

কুমুদিনী—"পাষণ্ড! তুই জানিস্ না—স্ত্রীর ধর্ম্ম বেচে আমার

স্বামী জীবন চায় না। আমিও সতীত্ব দিয়ে, তোর হাতে আমার প্রাণ বাঁচাতে চাহি না। তুই আমাকে মেরে ফেল্‌তে হয়, মেরে ফেলিস। কিন্তু তুই আমাকে কথন রাজি করিতে পারিবি না, খুব জানিস। ছুঁচো—পাজি—সরে দাঁড়া।”

নায়েব তখন একটু পৈশাচিক হাস্য হাসিল। “আমি তোকে ভাল কোরে বুঝালাম, তুই বুঝলিনি—এক্ষণি দেখবি, তুই আমার বশাভূত হোস্‌ কি না।” তার পর যে নারকীয় ভাষা বলিল তাহা লিখিব না। এদিকে কুমুদিনীর কোপে তাহার সৌন্দর্য্য আরও যেন বাড়িয়াছিল। সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া, সুন্দরী যুবতী শয়ন ঘরে একাকিনী—পিশাচের সম্মুখে—হায়! কে কুমুদিনীকে রক্ষা করিবে! নরাধম জঘন্য রিপুমদে মত্ত। সে কুমুদিনীর কাপড় ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। এমন সময় দূরে প্রিং প্রিং শব্দ শুনা গেল—কে একতারা সঙ্গে গান গাইতেছে।—

গান।

কি কর কি কর, বংশীধর,
ছাড় ছাড় অঞ্চল আমার হে।
আমি সরম ধরম, ছাড়িব কেমনে,
ডুবিয়ে পাপে, কেমনে মজিব পরপুরুষে হে॥
আমি কুলবালা, কলঙ্কের ডালা,
ক্ষণ সুখ আশে, মাথায় চাপাইও না হে॥
কুলমান রাখি, সতী সাধ্বী থাকি,
ভজি নিতি নিজ-পতি-পদ-পঙ্কজ হে॥

তোমার পীরিতি, তোমার আদর,
শঠরাজ, ব্রজরাজ, নটরাজ, (নটবর) চাহি না হে ॥
পরদারে কেন, মাত তুমি হেন,
হয়ে নারায়ণ, নরক গমনে কেন মতি হে ॥
সরলা অবলা আমি, ধূরত লম্পট তুমি
তুমি নহে নারায়ণ, তুমি লম্পট চূড়ামণি হে,
তুমি পামর লম্পট হে ॥
ঐ দেখ গুরুজন, করিতে তোমা শাসন,
আসিছে ধেয়ে, হুঙ্কার দিয়ে,
পালাও পালাও, পরাণ বাঁচাতে যদি চাহ হে ॥

নায়েব ও কুমুদিনী উভয়ই আশ্চর্য্য হইয়া এই গান শুনিল। শুনিতে শুনিতে সেই গীতি নৈশ বায়ুতে বিলীন হইয়া নিস্তব্ধ হইল। গানের শেষ চরণে "দেখ দেখ গুরুজন করিতে তোমা শাসন" ইত্যাদি কথায় নায়েব প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই তাহার পাশবর্বৃত্তি আবার উদ্দীপ্ত হইল, ভয় থাকিল না। তখন নায়েব কুমুদিনীকে বলিল—"ঐ শুনিলে, গান? কৃষ্ণরাধার প্রেম—আমি কৃষ্ণ তুমি রাধা, তুমি আমাকে নির্ভয়ে ভজনা কর। প্রাণেশ্বরী—জীবনসার্থক কর।" এই বলিয়া কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করিতে গেল। কুমুদিনী, এইবার নটবরের হাত ছাড়াইয়া খাটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, নটবরের স্থূল উদরে সজোরে পদাঘাত করিল! নটবর পদাহত হইয়া কৃষকবধূর পদশক্তি অনুভব করিল, "উঃ উঃ" করিয়া উঠিল। কিন্তু এবার সে পালঙ্কের উপর লাফাইয়া উঠিয়া কুমুদিনীর চুলের মুঠি ধরিয়া বিষম জোরে টানিয়া কুমুদিনীকে খাটের উপর ফেলিল।

কুমুদিনী মর্ম্মভেদীস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হে ধর্ম্ম, তুমি কি আছ?"—দূর হইতে কে বলিল "হাঁ ধর্ম্ম আছে"। কুমুদিনী পুনরপি—বলিল—"মা দুর্গা, মা কালী, তুমি কোথায়? সতীর সতীত্ব রক্ষা কর"। নিকটে কে বলিল "ভয় নাই" "ভয় নাই" "মা কালী তোমাকে রক্ষা করিবেন"। কুমুদিনী দেখিল, চারিজন গৈরিকবসনধারী পুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দুইজন অতি ত্বরায় নায়েবকে খট্টাঙ্গে বন্ধন করিল। তাহার পর একজন বৃদ্ধসন্ন্যাসী "মা, ভয় নাই" বলিয়া কুমুদিনীকে তুলিয়া সেই গৃহ হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইল। অপর তিন জন সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এদিকে কাছারীবাটী পোড়াইয়া বিদ্রোহী কৃষকগণ "মার মার" শব্দে নায়েবের প্রেমকুঞ্জে আসিয়া পড়িল। তাহারা ঘরের ভিতর আসিয়া দেখিল যে নায়েব পালঙ্কপাদে দৃঢ়বদ্ধ, কিন্তু বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য ঝাকাঝাকি করিতেছে, কোন মতে বন্ধন খুলিতেছে না। সেখানে মোকারিম, যদু, ষড়ানন ও কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ বলিতেছে "মার মার", কেহ বলিতেছে "বাঁধন খোল", কেহ বলিতেছে "উহার মাথা ভাঙ্গ"। কেহ বলিতেছে মহেশের "পরিবার কোথায়"? কেহ বলিতেছে "চারিদিক খোজ"। কেহ ঘরে ঘরে খুঁজিতে লাগিল, কেহ প্রাঙ্গন, কেহ আম্রকানন খুঁজিতে লাগিল। এদিকে ভীম বাগদী "নায়েব মহাশয়, তোর সেলামী নে", বলিয়া উল্লাসে নটবরের গরিষ্ঠ পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল। কালীকৃষ্ণ বলিল "বাঁচিয়া থাকো, বাবা ভীম"। ইতিমধ্যে একজন কৃষক লাফাইতে লাফাইতে ঘরে আসিয়া "বেটা পাপে কত সুখ এখন দেখ", এই বলিয়া নটবরকে লাঠি মারিতে লাগিল। নায়েব চীৎকার করিল "মলাম—মলাম!" আর একজন বলিল "মরিয়া যাইবে, মরিয়া যাইবে"। কৃষক বলিল "খুন

করিব, খুন করিব—দিন পেয়েছি খুন করিব”—ইহার বিধবা ভগ্নীকে নায়েব হরণ করিয়াছিল। সে নটবরের মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য গদা উত্তোলিত করিল। মোকারিম লাঠি ধরিল। কিন্তু ঘরে, বাহিরে, চতুর্দ্দিকে কেবল “মার মার”শব্দ ; কৃষকগণ মারিবার জন্য ঝুকিয়া পড়িতেছে, মোকারিম যদু, ষড়ানন ও ভীম তাহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। নটবর বলিতেছে, “দোহাই তোমাদের, আমাকে খুন করিও না, ও মোকারিম ভাই, ও যদু, তোমাদের পায় পড়ি, আমাকে রক্ষা কর, তোমরা যা বলিবে আমি তাই করবো—বাবা মোকারিম, বাবা যদু, আমার বাপ—তোমরা আমাকে বাঁচাও, চিরকাল তোমাদের গোলাম হয়ে থাক্‌ব”। মোকারিম বলিল “মহেশের জেনানা লোক কোথায়” ?

নটবর—“সন্ন্যাসী লইয়া গিয়াছে ”

মোকারিম “কোথায় ?”

নটবর “জানি না”।

মোকারিম বলিল—“গলার বাঁধন খোল” তখন একজন কৃষক বাঁধন খুলিল। ভীম নটবরের হস্ত রজ্জুতে বাঁধিয়া তাহার গলদেশে রজ্জু দিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। সঙ্গে সমুদয় কৃষক বাহিরে আসিল।

যদু বলিল “চল, হারাধনের সৎকার করিতে হইবে।” তখন সেই কৃষকগণ নায়েবকে বাঁধিয়া লইয়া সারি সারি শ্মশানাভিমুখে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

শ্মশানে ইহার পূর্ব্বেই হারাধনের জ্ঞাতিগণ তাহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। এবং হারাধনকে চিতারোহণ করাইয়াছিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাহার শিখার রক্তিম আভায় নিকটে নদীবক্ষ,দূরে অপর পারের আকাশ, কেমন গাম্ভীর্য্যময় শোকময় হইল। কৃষকগণের মধ্যে অনেকে সেই চিতার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে কেহ বলিতে-ছিল, "হারাধন তুমি সাধু, তুমি কোথায় চলিয়া গেলে"। কেহ দুঃখ করিতেছিল—"হায়, মহেশ তুমি এখন কোথায়? অগ্য তুমি বাঁচিয়া থাকিতে হারাধনের মুখাগ্নি কে করিল"? যখন ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে, ও হারাধনের আত্মীয়গণ বিলাপ করিতেছে, তখন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা শ্মশানের ঘাটের দিকে সন্ সন্ করিয়া আসিয়া পড়িল। তাহাতে একটী বালিকা শয়ন করিয়াছিল। নৌকা শ্মশানের ঘাটের নিকটে আসিলে বালিকা নৌকার উপর উঠিয়া বসিল। একদৃষ্টে চিতার দিকে তাকাইয়া থাকিল। এমন সময় একজন কৃষক বলিল "হা! হারাধন তোমার মেয়েকে, তোমার বেটার বৌকে কার কাছে রেখে চলে গেলে"? বালিকা তাহা শুনিল—দাঁড়াইল—উচ্চৈঃস্বরে বলিল "বৌ, বৌ, নায়েব বাবাকে বুঝি মারিয়া ফেলেছে—বৌ, বৌ, ঐ বুঝি বাবাকে পোড়াচ্ছে—হাঁ, ঠিক—ঠিক, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে—বৌ—বাবার কাছে যাই—বাবার পাশে শুয়ে আমিও বাবার সঙ্গে

পুড়িয়া মরিব, এই কথা বলিয়া বলিকা সেই বিশাল হৃদয়া নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তমসার অগাধ জলে তলাইয়া গেল। বলিতে হইবে না, এই বালিকা হারাধনের কন্যা, আমাদের সেই মায়া।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যাই কোথা?

পাঠক, চলুন এখন আমরা প্রবোধ বাবুর শোভন পরগণার কাছারীতে যাই, সেখানকার পবিত্র বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করি।

অপরাহ্ন হইয়াছে। কাছারীবাটীর প্রাঙ্গন বিস্তীর্ণ। তাহার একপার্শ্বে দেবালয়, আর একধারে বড় বড় গোলা। একজন ভৃত্য একটী গোলাতে আরোহিণী লাগাইয়া ধান্য বাহির করিবার জন্য উঠিতেছে। কতকগুলি কৃষক তাহার নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতেছে। তাহার অনতিদূরে দুইজন কৃষক বসিয়া আছে। তাহার মধ্যে একজন বক্তা, একজন শ্রোতা, শুনিতেছে আর তামাক খাইতেছে। বক্তা বলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ও হাত নাড়িতেছে। বক্তা নরেশ বাবুর জমিদারির পলাতকা বিদ্রোহী প্রজা। নায়েব নটবর, মহেশের বাপ হারাধনকে খুন করিয়াছে, মহেশের স্ত্রীকে বেইজ্জত করিয়াছে, বিদ্রোহী প্রজা কাছারী বাটী লুটিয়াছে, ঘর জালাইয়া দিয়াছে, নটবর ঘোষ নায়েব মহাশয়কে বাঁধিয়া বেধড়ক মারিতেছে, এবং তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া রাস্তায় রাস্তায় সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছে—মহেশের বুন মায়া

জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, বিদ্রোহী প্রজারা অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী লুঠ করিয়াছে, কলিকাতা হইতে পল্টন আসিয়াছে, শীঘ্র তাহাদিগের সহিত বিদ্রোহী প্রজাদিগের ভারি একটা লড়াই হইবে—ইত্যাদি নানা কথা বক্তা বেশ একটু রং চড়াইয়া বর্ণনা করিতেছে। বক্তার নাম মতিলাল। শ্রোতার নাম পীতাম্বর। পীতাম্বর বলিল—মুই আগে বলেলাম—'মহেশভায়া? লেখাপড়া শিখেছিস বটে, কিন্তু তোর ডবগা বয়স। মোদের চুল পেকেছে। মোরা অনেক দেখেছি। প্রজা, জমিদারের সঙ্গে বিবাদ কোরে, কেবল জেরবার হয়, খানেখারাপ হয়। চল্ প্রবোধ বাবুর জমিদারিতে মোরা পালাই—তবে জান মান সম্ভম সব থাক্‌বে—ছোঁড়া কোনমতেই আমাদের কথা শুনিল না। এক্ষণ নিজে কয়েদ, বাপ খুন, বোন খুন, ইস্ত্রি বেইজ্জত।

মতিলাল। তার পরিবার নাকি এখানে পেলিয়ে এসেছে। এখানকার নায়েব মহাশয়ের পরিবারের কাছে আছে।

পীতাম্বর। এখানে কবে এলো?—কারসঙ্গে? আমি শুনেলাম যে নায়েবমশায় তাকে বেইজ্জত করার পরে, সে আত্মঘাতী হয়েছে।

মতি। আরে, না। সন্ন্যাসীঠাকুররা তার ধর্ম্ম রক্ষা করেছে, আর তাকে সাতে লিয়ে এখানে রেখেছে। এই নায়েব মশায়ের বাসায় নাকি রেখে গিয়েছে!

পীতাম্বর। আহা! বৌটা কত দুখো পেলো। এখানে যদি সত্যিই এসে থাকে, তবে আর কোন ভয় নাই। এ নায়েবমশায় যেমন ভাল, তার পরিবারও তেমনি। কলিকালে এমন লোক আর হয় না।

মতি। ভাল শুনেইত তার হিন্নে লিয়েছে। এখন কপাল। পেলিয়ে আসবার সময় গরু লাঙ্গলত কিছুই আন্‌তে পারিনি, দাদা। কোন প্রকারে হিম্ সিম্ করে কটা জান লিয়ে এসেছে।

পীতাম্বর। গোলমাল হবার আগে মুই উঠে এসেছি, গরু খেদিয়ে এনেছি। তোকেও আসবার জন্য ত তখন কত বল্লেম, তুই কিছুতেই বুঝলি নে।

মতি। আরে 'দাদা; মুইকি তখন বুঝতে পেরেলাম যে গোল হাঙ্গাম দিন দিনই এমনি বাড়্‌বে। মোর চৌদ্দ পুরুষ যে ভিটেতে কাটিয়ে গিয়েছে, চট্ করে কি তা ছাড়া যায় ; আর এত কারকিতের জমি, নিজের জমা জমি, বাপ পিতামহের জমি, তাহা ছাড়তে কি কষ্টটা হল,—কি আর বলব, পেতোম দাদা; মুই এখন পথের কাঙ্গাল। মোর না আছে এখন গরু, না আছে লাঙ্গল, না আছে টাকা। উঠিছিত এক কুটুমবাড়ী। এখন উপায় কি ? যাই কোথা ?

পীতম। কোন ভাবনা নাই। আমাদের নায়েব মশায় খুব ভাল লোক। তাঁর কাছে সব উপায় হবে। জমি পাবি, বীজ পাবি, গরু লাঙ্গল পাবি, টাকা ধার পাবি।

মতি। সত্যি ?

পীতম। সত্যি নয় কি মিথ্যে ?

মতি। এখন অনেক প্রজা পেলিয়ে আস্‌তে লেগেছে। আমার ভয় হচ্চে, নায়েব মশায় বাগে পেয়ে পাছে একদম খাজনার নিরিখ বাড়িয়ে ফেলে।

পীতাম্বর। তেম্‌নি নায়েব নয় রে, তেম্‌নি নায়েব নয়। চল্, নায়েব মশায়ের কাছে চল্।

মতি। নায়েব মশায়ের কাছে এবে যাই কেমন করে। টাকা মুছলম্ নেই। নজর দেব কি ? যখন নায়েব বলবে 'আমার সঙ্গে দেখা করিতে এসেছিস, বেটা নজরের টাকা কই' ? মুই তখন বলব কি ?

পীতাম্বর। আরে বলছি কি? এ তেমনি নায়েব নয়। 'নজর' লাগ্‌বে না।

মতি। পেতম দাদা, বলিস কি? নজর লাগবে না?

পীতাম্বর। আরে, হাবা, না।

মতি। জমী লেব তার সেলামী ত দিতে হবে?

পীতাম্বর। সেলামী কিস্তিবন্দী করে নেবে।

মতি। ভাল। কিন্তু "আমলা খরচ" ত লাগবে? তা না দিলে ত পাট্টা কবুলতি হবে না। আমলা খরচ ত আর কিস্তিবন্দী হবে না। আমলা মহাশয়রা আগে ভাগেই হাত পাতে।

পীতাম্বর। আরে এ জমিদারীতে "আমলা খরচ" দিতে হয় না। নায়েব মশায় বন্দবস্তের সময় নিজেও "উপরি" কিছু লন না। অন্যেরও লেবার হুকুম নাই।

মতি। পেতম দাদা বলিস্ কি? তুই কি মোর কষ্টির সময় ফষ্টী নষ্টি কচ্ছিস্?

পীতাম্বর। ফষ্টি নষ্টি লয়রে, সত্যি। মতি। উঁ হুঁ। মোর পেত্যয় হল না।

পীতাম্বর। আরে মতে, পেত্যয় না হয়, তুই ত কাছারী এসেছিস। আমার সঙ্গে নায়েব মশায়ের কাছে আয়। আমি যা বলছি সত্যি, কি মিথ্যে, এখনি দেখবি।

মতি। আচ্ছা, চল্. দাদা। তোর কথাই যেন সত্যি হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

স্বর্গের ভিত্তি।

শোভন পরগণার নায়েবের নাম শ্রীশিবনাথ লাহিড়ী। তাঁহার বাটি নবদ্বীপে। তিনি প্রকৃতই একজন ধার্ম্মিক পুরুষ, প্রজাদের পুত্র-নির্ব্বিশেষ পালন করেন; পীড়ন করা দূরে থাকুক, প্রজাদিগের রোগে, শোকে, বিপদে, শিবনাথ স্বয়ং তাহাদিগের কুটীরে যাইয়া, ঔষধ পথ্য দিতেন, ও নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। জমিদার প্রবোধ বাবু যেমন সাধু, তাঁহার নায়েবও তেমনি সাধু।

নায়েব শিবনাথ কেবল সাধু নহেন, তিনি অতি দক্ষ বৈষয়িক লোক। তিনি কাহাকেও ঠকাইতেন না। কিন্তু অতি চতুর লোকেও তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। তিনি পরগণার সমুদয় সংবাদ রাখিতেন। অধিকাংশ প্রজাদিগকে তিনি চিনিতেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইতেন। পরগণার কোন্ জমীতে কি ও কত ফসল হয়, তৎপ্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, কৃষকদিগের সহিত মিশিয়া, কি করিলে প্রজার ও জমির উন্নতি হইতে পারে, তৎবিষয় তথ্য নিরূপণ পূর্ব্বক কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতেন। কর সংগ্রহার্থে কখনও কোন প্রজা পীড়ন করিতেন না। তথাচ তাঁহার তহশীলাধীনে কোন প্রজার খাজনা প্রায়ই বাকী পড়িত না। তাঁহার আমলে কোনও প্রজার নামে বাকী খাজনার নালিশ হয় নাই। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য প্রবোধ

বাবুর জমিদারী প্রণালী। আশ্চর্য্য শিবনাথ নায়েব মহাশয়ের কার্য্যকুশলতা। নায়েব একশত টাকা বেতন পাইতেন। সপরিবারে বাসের জন্য জমিদারের একটী বাটী পাইয়াছিলেন। প্রবোধ বাবুর আদেশ মত, নায়েব অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল লোক সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন, তাহাদিগকে গোমস্তা নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার অধীন আমলাগণকেও নিজের কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, টাকা কড়ির ব্যাপারে তত্ত্বাবধান না থাকিলে, কোন কোন সৎলোকেও ক্রমে ক্রমে প্রলোভনে পড়িয়া অসৎ হইয়া যায়, প্রভুর টাকা পরে দিব ভাবিয়া ব্যয় করে, এবং শেষে দিতে পারে না। তিনি আরও জানিতেন, অধিকাংশ আমলা প্রথমে পরিশ্রমী থাকিলেও, উপরিতন কর্ম্মচারী তাহাদিগের কার্য্য নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ না করিলে তাহারা ক্রমে কেহ নিরুৎসাহ, কেহ অলস হইয়া পড়ে। তজ্জন্য তিনি নিয়ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতেন। তিনি অন্য জমিদারের জমি কখন অন্যায় করিয়া প্রভুর জমিদারির অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু যদি অন্য কোন জমিদার বা তাহার লোক তাঁহার প্রভুর জমি বেদখল করিবার চেষ্টা করিত, তখন তাঁহার ভীমশক্তি, দুর্জ্জেয় কৌশল অশনিপাতের ন্যায় শত্রু মস্তকে আসিয়া নিপতিত হইত। পীতাম্বর কাছারীর একজন পেয়াদাকে "নায়েবমহাশয় কোথায়" জিজ্ঞাসা করিল। পেয়াদা বলিল "একজন প্রজার ওলাউঠা হইয়াছে। নায়েব মহাশয় ডাক্তার সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন।"

পীতাম্বর। কখন আসিবেন, জমাদার মহাশয়! পেয়াদা—"এখনই আসিবেন। ঐ নায়েবমহাশয় ও ডাক্তার বাবু আসিতেছেন।"

নায়েব। প্রজাটী বাঁচিবে বোধ করেন কি?

ডাক্তার। বাঁচিবে ঠিক ওলাউঠা নহে।

নায়েব। পথ্য কি।

ডাক্তার। অন্ন কোন পথ্য নহে। কাল প্রাতে সাগু ও গাঁধালিয়া পাতার ঝোল। এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

নায়েব। কাছারীতে আসিয়া গদির উপর বসিলেন। পীতাম্বর ও মতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিল।

নায়েব বলিলেন, কি চাও ?

পীতাম্বর। এজ্ঞে মোরা জমি চাই—নায়েব। তুমিত জমি পেয়েছ।

পীতাম্বর। এজ্ঞে মুই চাহি না। মতি চায়, ও নরেশ বাবুর জমিদারী থেকে পেলিয়ে এসেছে।

নায়েব। "কত বিঘা চাও।"—মতি। "৪০/ চল্লিশবিঘা"—নায়েব অত হবে না। ২০ বিঘা হইবে।

মতি। দয়া কোরে মোকে যা দেন।

নায়েব। খাজনা কি নিরিখে দিবে?

মতি। হুজুর যা হুকুম করবেন মুই তাই দিব।

নায়েব। তবু, কত ?

মতি। (ফুস্ ফুস্ করিয়া) পেতমদাদা কত বল্‌বো ?

পীতাম্বর। তুই যা পারিস তাই বল।

মতি। নায়েব মশায়, মোরা নরেশ বাবুর জমিদারিতে বিঘাপ্রতি ৪৲ টাকা দেতাম।—নায়েব। জানি ?

মতি। এখন হুজুরের দয়া। ৩৲ করিয়া দিন।

নায়েব। তোমরা কজন লোক ?—মতি। ৬ জন।

নায়েব। হিসাব করে দেখ—গড়পড়তা যে ধান হবে, তা হতে

গরুর খোরাক, লাঙ্গলের খরচা, তোমাদের খোরাক, তোমাদের কাপড় প্রভৃতি খরচ বাদ দিয়া, কত টাকা থাকে দেখ। তা হইতে সিকি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। তৎপরে যাহা থাকে তাহাই খাজনা বলিয়া দিতে পারিবে।

মতি। মোরা কি অতশত হিসাব কর্ত্তে পারি?

শিবনাথ। যে খাজনা স্থির হইবে, বৎসর বৎসর তাহা দিবে। এ জমিদারিতে বাকিখাজনার জন্য নালিশ নাই, পেয়াদার "রোজ" নাই। পার্ব্বণি নাই, কর্ত্তন নাই, হিসাবানা নাই। সকলেই নিজের নিজের খাজনা আপনি আসিয়া কাছারিতে দিয়া যায়।

মতি। মোকে কোন্ জমি দেবেন, তা দেখে মোরা যেমন পারি তেমনি হিসাব করে বলূব।

নায়েব। হালসানা! এই প্রজাকে জমি দেখাইয়া দিবে। গিরিধর প্রামাণিকের জমির উত্তর হরিনাথ কয়ালের জমির দক্ষিণ যে ২০/ বিঘা জমি আছে তাহা।

হালসানা। যে আজ্ঞা।

নায়েব। তোমার গরু ও লাঙ্গল আছে?

মতি। না। মোর কিছুই নাই। পেলিয়ে আসবার সময় কিছুই লিয়ে আসতে পারিনি।

নায়েব। গরু লাঙ্গল ও ঘরবাঁধার টাকা চাই? কত টাকা হলে হবে?

মতি। মুই কি বলূব? মশাই দেখুন।

নায়েব। ৪০৲ টাকা কর্জ্জ দেব। তোমার জামিন থাকবে কে?

মতি। মুই কি টাকা লিয়ে পালাব?

নায়েব। জামিন দেওয়ার আপত্তি কি?

মতি। মুই নূতন লোক, মোর এগ্রামে কে আছে? মোর কে জামিন হবে?

পীতাম্বর। মুই মতির জামিন হব। নায়েবমশায়! তুমি টাকা দেও। আপনার তোমার টাকার ভাবনা নাই।

মতি। মোশায়। সুদটার কথা—?

নায়েব। সুদ লাগবেনা। চারি কিস্তিতে চারি সনে টাকা দিতে হবে।

মতি। (আশ্চর্য্য হইয়া) নায়েব মশায় সত্যি বলছ? (শিবনাথ একটু হাসিলেন)।

পীতাম্বর। আরে মতে, চুপমার, চুপমার নায়েবমশায় তোর সঙ্গে কি ঠাট্টা করছে?

নায়েব। কিস্তিখেলাপ করলে সুদ লাগবে। মাসে শতকরা আটআনা কিস্তিখেলাপি সুদ লাগবে।

পীতাম্বর ও মতি কাছারিতে থাকিতে থাকিতে সন্ধ্যা হইল। কাছারিবাটীর সমুদয় কক্ষ দীপে আলোকিত হইল। গোলাবাড়ীতেও প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইল। ক্রমে ক্রমে অনেক প্রজা আসিল। কেহ ধান্য চাহে, কেহ ঔষধ চাহে, কেহ পথ্য চাহে, কেহ পরামর্শ চাহে, কেহ খাজনা দিতে চাহে, কেহ টাকা কর্জ্জ লইতে চাহে। এদিকে কাছারি-বাটীর সংলগ্ন দেবালয় দীপমালায় সুশোভিত হইল। এবং মন্দিরে হরগৌরীর আরতি আরম্ভ হইল। রুণু রুণু করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। শঙ্খের গম্ভীর কলনাদ শ্রুত হইল। ঢং ঢং করিয়া কাঁশর বাজিতে লাগিল। পুরোহিত ভক্তিভরে পঞ্চপ্রদীপ দেবদেবীমূর্ত্তি সম্মুখে মণ্ডলাকারে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কৃষকবৃন্দ দেবালয়-প্রাঙ্গনে আসিয়া গল লগ্নীকৃতবাস হইয়া দেবদেবীকে প্রণাম করিতে

লাগিল। শিবনাথ ভক্তহিন্দু, কপটহিন্দু নহে। তিনিও দেবালয়ে আসিয়া উপবেশন করিলেন, এবং হরগৌরীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইল। শিবনাথ কাছারিঘরে আবার বসিলেন। তখন চারিদিকে আবার কার্য্যস্রোত বহিতে লাগিল। খাজাঞ্চী টাকা গুণিয়া লইতেছে, মুহুরি হিসাব লিখিতেছে, মুন্সি পাট্টা কবুলতি লিখিতেছে, নকল নবিশ পত্রের নকল করিতেছে, আমিন জরিপী চিঠা ছাপ করিয়া লিখিতেছে। যখন যাহার আবশ্যক হইতেছে নায়েবমহাশয়ের উপদেশ লইতেছে। গোলমাল গালিগালাজ নাই, কোন প্রজাকে জরিমানা করার কথা নাই। প্রজাগণ প্রফুল্ল। আমলাগণ কার্য্যোৎসাহী—নায়েব প্রজাবৎসল।

পীতাম্বর ও মতি এই রমণীয় দৃশ্য চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছে।

মতি বলিল—"পেতম দাদা! এ কি জমিদারের কাছারি না স্বগ্‌গ? না বৈকুণ্ঠপুরী? নায়েব মশায়কে দেখলেই তাঁর পার ধূলা নিতে ইচ্ছা যায়।

পীতাম্বর। মতে, চুপ মার্।

এমন সময় হরিদাস নামক একজন কৃষক সেই খানে আসিল। সে রাগে ফুলিতেছে। সে বলিল যে গোপাল ঘোষ আমার জমি বেদখল করিয়াছে। এমন সময় গোপালও আসিল। সে বলিল, "নায়েব মহাশয় দেখুন, হরে আমাকে মেরেছে, হরের জন্যে আমি আর এ গাঁয়ে টিকিতে পারি না।" নায়েব মহাশয় বলিলেন "পেস্কার বাবু, কল্য পঞ্চায়তের বৈঠক হইবে। এই মকদ্দমা পঞ্চায়তের দ্বারা বিচার হইবে।" পেস্কার খাতাতে ফরিয়াদি ও আসামীর ও সাক্ষীর নাম লিখিয়া রাখিলেন।

মতি জিজ্ঞাসা করিল, বিচারে অপরাধীর ক দণ্ড হয়—?

পীতাম্বর। প্রায়ই জরিমানা হয়।

মতি। জরিমানার টাকা নায়েব মশায় লন ত?

পীতাম্বর। না।—মতি। পঞ্চায়ত লয়?—পীতাম্বর। না।

মতি। তবে টাকা লয় কে?

পীতাম্বর। এখানে একটা ধর্ম্মশালা আছে। যত গরিব দুঃখী নাচার লোক তাতে খেতে পায়, কাপড় পায়, সেখানে থাকতে পায়। জরিমানার টাকা সেই ধর্ম্মশালার খরচের জন্য দেওয়া হয়।

মতি। জরিমানার টাকাতেই কি ধর্ম্মশালার খরচ চলে?

পীতাম্বর। তা কি চল্‌তে পারে? জমীদার বাবু তার খরচ দেন। তার উপর জরিমানার টাকা যা হয় নাচারদের জন্য খরচ হয়।

মতি। ধর্ম্মশালার খরচ পত্রের হিসাব লয় কে?

পীতাম্বর। নায়েব মশায় আর পঞ্চায়তরা।

মতি। পঞ্চায়ত বহাল করে কে?

পীতাম্বর। একজন পঞ্চায়ত নায়েব মহাশয় নিযুক্ত করেন। গ্রামের ভদ্রলোকেরা একজন বহাল করেন, কৃষাণরা একজন; কামর ছুতার, কুমোর, মিস্ত্রি, ও দোকানদারেরা একজন পঞ্চায়ত পাঠায়। আর এই চারিজন পঞ্চায়ত এক জন পঞ্চায়ত বাছিয়া লয়। মতে, আজগে এক্ষণ যাই। কা'ল আবার আস্‌ব। তোকে নিয়ে আস্‌ব।

মতি। আচ্ছা।

পীতাম্বর ও মতি নায়েব মহাশয়ের নিকট আবার অগ্রসর হইল। পীতাম্বর বলিল—নায়েব মশায়, আজগে মোরা বিদায় হই। মোরা কাল আস্‌বো। এই বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এমন সময় নায়েব মহাশয়কে তাঁহার খানসামা বলিল—"ঝি বলিতেছে, আপনি একবার বাটীর ভিতর যান।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

নায়েবের অন্তঃপুরে একটী সুন্দরী যুবতী আর একটী প্রৌঢ়া বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। প্রৌঢ়া নায়েব মহাশয়ের স্ত্রী, নাম দীনতারিণী বা তারিণী। যুবতী মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী।

দীনতারিণী। বাছা তুমি এত ব্যস্ত হইও না।

কুমুদিনী। মা, আমার এক্ষণ যে কেউ নাই। চারিদিক যে আমি আঁধার দেখিতেছি। কি জানি "তাঁর" কি হোল। লোকে বলছে, হাকিমে নাকি কি হুকুম দিয়েছে, আমি "তাঁকে" নাকি আর এজীবনে দেখতে পাব না। নাকি দ্বীপান্তর হবে—ও মা কি হবে—

দীনতারিণী। না না, ও সব কথা তুমি শুনো না। তিনি বলেছেন, কোন ভয় নেই, মহেশ খালাস হবে।

কুমুদিনী। এমন দিন কি পাব? ঠাকুরদের যে আমি কত মান্‌ছি! তাঁরা কি দয়া করবেন না?—যেমন "তাঁর" জন্যে হচ্চে, তেমনি আবার মায়ার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। কোথায় গেলে সেই স্নেহের পুতুল আবার পাব? আমি কেন ডুবে মরলাম না? ঝাঁপ দিতে ত গিছিলাম। আমাকে সকলে ধরলো কেন? আহা যখন মায়া বলিল "ঐ বাবাকে পোড়াচ্ছে" আমি তার পাশে পুড়ে মরিগে" তখন তাঁর চাঁদপানা মুখে শ্মশানের চিতার আলো পড়েছিল, সেই মুখখানি আমি এখনও যেন দেখছি—মুখখানি কেমন লাল দেখাল, স্নেহ মাখা সেই বড় বড় দুইটী চোখ কেমন আভাতে চিকচিক করিল—

মায়া আকাশ পানে একবার চক্ষু তুলে হাত যোড় করে—"মা দুর্গা, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাও" এই বলে সেই শিশু তমসার গর্ভে ঝাপ দিল। মায়া মানুষ নয়, দেবী ঠাকুরণ, মায়ার জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্চে। আজগে কোথায় সেই ননীর পুতুল—কোথায় সেই যাদুমণি! কোথায় সেই আমাদের প্রাণের ধন! কোথায় সেই স্বর্গের হাসিময় মুখ—মায়া, তোদের অভাগিনী বৌকে তুইও ছেড়ে গেলি! এত ভালবাসা সবই ভুলে গেলি হায়! শ্বশুরই কোথায় গেলেন। পাষণ্ডরা তাঁকে খুন করে ফেল্লে? এমন ভাল লোক—তাঁকে খুন করে ফেল্লে! আর মায়া তুই ইচ্ছা করিয়া তোর এত ভালবাসার বৌকে ফাকি দিয়া চলিয়া গেলি—ছি! ছি! তুই এত নিষ্ঠুর। তোর দাদাকে না দেখ্‌তে পেয়ে, তোকে নিয়ে যে এই পোড়াবুক একটু শীতল কর্‌তাম। মায়ারে! তুই কোথায়? একবার আয়, তোকে বুকে নিয়ে প্রাণ শীতল করি—বুক যে পুড়ে গেল—

দীনতারিণী অভাগিনী কুমদিনীর বিলাপ শুনিতে শুনিতে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "বাছা! 'উনি' মায়ার খোজ করবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন তা তুমি জানত।

কুমুদিনী। সে কি আর বেঁচে আছে?

দীনতারিণী। আজকে একজন ভিখারিণী এসেছিল। সে বলিল যে রাধাপুর গ্রামে একটী মেয়ে দেখেছিল। সে ঠিক মায়ার বয়সি। মায়ার চেহারা তুমি যেরূপ বলিয়াছ তাহার চেহারাও সেইরূপ, সেই মেয়েটীও ডুবে গিয়াছিল। "বৌ, দাদা, বাবা" বলে বলে কাঁদে। নিশ্চিতই সে তোমাদের মায়া, কোন ভয় নাই, সে বেঁচে আছে।

কুমুদিনী। সে আমাদেরই মায়া। আমাদেরই মায়া! ঠিক। ঠিক! রাধাপুর গাঁ এখান থেকে কতদূর?

দীনতারিণী। কেন?

কুমুদিনী। আমি সেখানে গিয়ে মায়াকে খুজে বের করবো।

দীনতারিণী। তোমার যে বয়স ঘরের বাহিরে গেলেই তোমার পদে পদে বিপদ, তোমার যাওয়া হবে না!

কুমুদিনী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যে বিপদে পড়েছিলাম, মনে করিলেও এখনও বুক কাঁপে। আপনাদের আশ্রয়ে কোন বিপদ নাই। তবে মা, মায়ার তল্লাস কিরূপে হবে? মায়া একলা না জানি কত কাঁদ্‌ছে—সে কার কাছে রয়েছে? সে যে কেঁদে কেঁদে মারা যাবে।

দীনতারিণী। যখন মায়া জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তখনই একজন সন্ন্যাসী তাকে তুলিবার জন্য তোমাদের নৌকা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, তাই তিনি মায়াকে দেখিতে পান নাই। তা তুমি জানত।

কুমুদিনী। তা ত জানি।

দীনতারিণী। সেই সন্ন্যাসী মহাশয় তোমাকে এখানে রেখে নদীর পারে গ্রামে গ্রামে মায়াকে খুঁজিবেন বলিয়া গিয়াছেন।

কুমুদিনী। আজিও যে তিনি ফিরে এলেন না।

দীনতারিণী। কদিনই বা হয়েছে? আর এখানকার নায়েব মহাশয়ও চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন।

কুমুদিনী। হাঁগা, নায়েব মহাশয় কি আজ রাত্রেই রাধাপুর গ্রামে মায়ার তল্লাসে লোক পাঠাইতে পারেন না? দেরি হলে, কে কোথায় আবার তাকে নিয়ে যাবে, তা হলে আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। মা, তোমার পায় পড়ি, তুমি নায়েব মহাশয়কে বল, তিনি আজ রাত্রিতেই লোক পাঠান্।

দীনতারিণী। তোমার বলিবার অগ্রেই আমি তাঁকে খবর দিয়েছি। আস্‌ছেন।

যে ঘরে কুমুদিনী ও দীনতারিণী বসিয়া কথোপকথন করিতে-ছিলেন, শিবনাথ সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীনতারিণী বলিলেন, "কুমুদিনী মায়ার জন্য বড় কাঁদিতেছে, আজ রাত্রিতে রাধাপুরে কি কোন লোক পাঠান যায়।

শিবনাথ। কেন? মায়ার কোন খবর পাওয়া গিয়াছে?

দীনতারিণী। একজন ভিখারিণী বল্‌ছিল যে সে সেখানে একটি মেয়ে মায়ার মত দেখেছে।

শিবনাথ। আমি ত সেখানে লোক আগেই পাঠিয়েছি। সে এখনও ফিরে নাই।

দীনতারিণী। কুমুদ বল্‌ছে, আজকে রাত্রিই সেখানে লোক পাঠালে মায়াকে সেখানে পাওয়া যেতে পারে। আর একজন লোক আজ রাত্রিতে পাঠালে ভাল হয় না? বৌটি বড়ই কাতর হয়েছে ননদের প্রতি এত ভালবাসা কখন দেখি নাই।

শিবনাথ। আমি রাত্রিতেই রামকৃষ্ণ পাইককে পাঠাইতেছি।

কুমুদিনী। মা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, মায়ার দাদার আর কোন খবর পেয়েছেন কি?

শিবনাথ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "মা, কোন ভয় নাই আমাদের জমীদার বাবুর পত্র অদ্য পাইলাম। তুমি আস্‌বামাত্র তাঁকে সব সংবাদ লিখেছিলাম। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন— মহেশের মোকদ্দমার খরচ তুমি সমুদয় দিবে। মোকদ্দমার ভাল করিয়া তদ্বির করাইবে, মহেশ নির্দোষী, সে যাহাতে খালাস পায় তাহাই করিতে হইবে। আমি আজ মোক্তারের কাছে পাঁচ শত

টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি এবং জেলার প্রধান উকীল হেমেন্দ্র বাবুকে নিযুক্ত করিবার জন্য লিখিয়া দিয়াছি, এবং যাহা যাহা উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, তাহাও আমি দিয়াছি। মা, কোন ভাবনা নাই! তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমরা মহেশকে খালাস করিয়া দেব।"

কুমুদিনী অঞ্চল দ্বারা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল-- "ভগবান্ আপনাকে আর প্রবোধ বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি বড়ই দুঃখিনী, বড়ই নিরুপায়, আপনারাই আমার ভরসা!

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকে।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রবোধ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী লীলা তাঁহাদিগের পল্লীগ্রামের উদ্যানভবনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে সরোবর, মৃদু মন্দ সমীরণ চুম্বিত হইয়া, ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গে যেন হাসিতেছে। সরোবরতটে উচ্চ ঝাউ বৃক্ষশ্রেণী পবনহিল্লোলে দুলিয়া সোঁ সোঁ করিতেছে। গৃহের নিকটে একটী ঝাউগাছের উপর মধুমালতী লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে। অশোক বৃক্ষের ঘন পল্লবরাজি চন্দ্রমার রজত-কিরণে উজ্জ্বল হইয়াছে।

লীলা তাঁহার স্বামীর দিকে স্নেহভরে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কি আজি বাহিরে যাইবে?

প্রবোধ বাবু উত্তর দিলেন—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

লীলা। আমি বলি, আজগে আর বাহিরে যাইও না।

প্রবোধ। কেন?

লীলা। এখানে এসেছ বিশ্রাম করিতে। এখানেও যদি দিন রাত্রি খাটিবে দেহটা রবে কি রকমে। জানত স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।

প্রবোধ। কিন্তু তাই বলিয়া উমা তপস্যা করিতে ছাড়েন নাই।

লীলা। উমাত তপস্যা করিয়াছিলেন কিছু কাল। তোমা-
তপস্যার যে অন্ত নাই।

প্রবোধ। জীবনটাই ত তপস্যা ও আরাধনা। কেহ বা ঈশ্বরে-
আরাধনা করিতেছে, কেহ বা যশের আরাধনা করিতেছে, কেহ বা
ধনের আরাধনা করিতেছে, কেহ বা প্রেয়সীর কৃপা আরাধনা
করিতেছে। আরাধনা চতুর্দ্দিকে—তবে কোনটী উত্তম, কোনটী
অধম।

লীলা। আমি তোমাকে যে আরাধনা করি সেটী উত্তম না
অধম?

প্রবোধ। তুমি আমাকে আরাধনা কর, না আমি তোমাকে
আরাধনা করি?

লীলা। বটেইত। যখন তুমি পুস্তক রাশিতে ডুবিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য
হও, পূর্ব্বদিকের নক্ষত্র পশ্চিমে যাইলেও তোমার খবরে আসে না,
তখন তুমি আমার আরাধনা কর বটে। যখন জমিদারির রাশীকৃত
কাগজ পড়িয়া তাহার উপর কত কি লিখিতে থাক তখন তুমি
আমারই আরাধনা করই বটে। যখন তুমি পুস্তকাগারে বসিয়া
পুস্তক লিখিতে থাক তখন তুমি আমারই আরাধনা কর, না? যখন
তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সঙ্গে বসিয়া নির্জ্জনে গোপনে কত কি মন্ত্রণা
কর, তখন তুমি তোমার প্রেয়সীর আরাধনা করই বটে। যখন
তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রজাবিদ্রোহের কথা বলিতে যাও
তখন তুমি তোমার পত্নীর আরাধনা কর। যখন তুমি নরেশ বাবুর সঙ্গে
বসিয়া গল্প কর, আর যে ব্যক্তি তোমার পরামর্শ শুনিবে না তাহাকে
পরামর্শ দিবার জন্য ব্যস্ত হও, তখন তুমি আমারই আরাধনা কর বটে।

প্রবোধ বাবু। (হাসিয়া) বগ্মীবরা স্ত্রী, চুপ কর। আমাকে একটু কথা বলিতে দেও।

লীলা। বলনা, বলনা। তোমার কথা শুনিবার জন্যই ত কথা বলি। স্ত্রী তৃষিত চাতক, স্বামী নবীন নীরদ। স্বামীর কথা তৃষ্ণার জল। তৃষিত চাতক নবীন নীল নীরদের দিকে চাহিয়া থাকে না কি?—বারিবিন্দুর জন্য?

প্রবোধ। বারিবিন্দু কেন? শ্রাবণের ধারার ন্যায় অদ্য আমি তোমার উপর আমার বাক্যপরম্পরা বর্ষণ করিতে প্রস্তুত আছি।

লীলা। না। আজগে আমার সাধ, তোমার গান শুনিব। এই বিজন উদ্যান ভবনে, এই মৃদুমন্দসমীরণচুম্বিত জ্যোৎস্না রাত্রিতে—তোমার সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিব। আমি হার্মোনিয়ম বাজাই—তুমি গান কর। আমি গান করিতে, বলিলে, অনেক সময় তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দাও; কখন বল "সময় নাই," কখন বল "তুমি পড় আমি শুনি"।

প্রবোধ। তোমার পাঠই আমার নিকট গান। তুমি যখন আমার প্রিয় পুস্তকগুলি পড়, তখন তোমার মধুর স্বর, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, আমার হৃদয়ে যেন সঙ্গীতের ঢেউ তুলিয়া দেয়।

লীলা। (একটু লজ্জিত হইয়া) তুমি আমাকে অত প্রশংসা করিও না, আমার অহঙ্কার হইতে পারে। তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছ, তাই একটু শিখেছি।—বল, তুমি কি গান করিবে না?

প্রবোধ। (হাসিয়া) গান করিব না কেন? তুমি হার্মোনিয়ম বাজাও কোন গানটী করিব?

লীলা। "তোমারে লইয়া, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, পর্ণকুটীরও ভাল" এই কথা বলিয়া সুন্দরী তাঁহার সুন্দর হার্মোনিয়মটীর নিকট বসিলেন—

বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই বাদ্যের তালে তালে প্রবোধবাবুর মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

প্রবোধ বাবু গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কলকণ্ঠের সুস্বর উচ্চ হইতেও উচ্চে উঠিতে লাগিল—সেই মূর্চ্ছনাপ্রকম্পিত স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ হইল, কানন পূর্ণ হইল, ক্রমে তাহা যেন তারকা-খচিত নীলাম্বরে উঠিয়া সুধাধারা বর্ষণ করিয়া জগৎকে সুধাপ্লাবিত করিল। রমণীর দুই হস্তের কনক চম্পককলি সদৃশ অঙ্গুলি হার্মো-নিয়মের পরদার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হার্মোনিয়মের সুর কণ্ঠধ্বনির সহিত মিশিয়া কখন বা তীক্ষ্ণ মধুর ভাবে হৃদয়কে আকুল করিতে লাগিল, কখন বা মৃদুগম্ভীর জলদনির্ঘোষের ন্যায় এক অনি-র্দ্দিষ্ট সুখ তরঙ্গের সঞ্চার করিতে লাগিল। প্রবোধ বাবু প্রথমে পত্নীর দিকে প্রীতিভরে চাহিয়া গান করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি বিভুপ্রেমে বিভোর হইলেন। চক্ষু মুদিয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিভু গুণ গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ অল্প দুলিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। লীলার দেহ ভক্তি-পুলকে শিহরিয়া উঠিল! লীলার হস্ত যেন অবসন্ন হইল, বাজনা থামিল, কেবল দুইটা পর্দ্দা টিপিয়া থাকিলেন। তাহাতে কেবল সুর দেওয়া যাইতে লাগিল। লীলাও নিমীলিত-নেত্রা দরবিগলিত-অশ্রু। দুই জনেই পরমেশপ্রেমে ডুবিয়া গেলেন, গান শেষ হইল। দুই জনে চক্ষু খুলিলেন।

লীলা। আমরা স্বর্গে গিয়াছিলাম স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। যেন দেবকন্যাগণ দলে দলে আসিয়া অন্তরীক্ষে থাকিয়া তোমার গান শুনিতেছিলেন! তুমি যখন গান কর, আমি চোখ বুজিলে, দেবকন্যাগণ দেখিতে পাই। এটী কি কল্পনা?

প্রবোধ। কল্পনা না হইলেও হইতে পারে। থিয়সফিষ্টরা বলেন, পবিত্র চিন্তা করিলে, ও ভক্তিভরে ভজন গান গাহিলে দেবতারা আকৃষ্ট হন, এবং অলক্ষ্যে আমাদের পার্শ্বে বিচরণ করেন। বড় গরম।

লীলা। ঝি নীচে বেহারাকে জোরে পাখা টানিতে বল। (ঝি নীচে গেল)।

প্রবোধ। চল, ছাদের উপর যাই।

ছাদের উপর দুই খানা আরাম চৌকী ছিল। তাহাতে দুইজনে বসিলেন।

দুই জনে নীরব। হৃদয় ভাবে পূর্ণ। আকাশে মনোহর শশধর হাসিতেছে। সব নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র সরোবর তটে ঝাউ গাছের শ্রেণী দুলিয়া দুলিয়া সোঁ সোঁ করিতেছে। আর কেবল মাত্র দূরে, আকাশ প্রান্তে, চন্দ্রিকার আনন্দোৎসবে মাতিয়া পাপিয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

দুইজনেই নীরব। দুই জনেরই চক্ষু নির্ণিমেষ অনন্ত নীল আকাশের দিকে। দুই জনেই যেন অনন্ত ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন। কতক্ষণ পরে লীলা বলিলেন, "এত সুখের মধ্যে আবার দুঃখ কেন? মঙ্গলময় বিধাতা ইচ্ছা করিলেত সবই সুখময় করিতে পারিতেন। তবে তিনি সংসারে এত দুঃখ দিলেন কেন? তুমি আমি এত সুখে। আমাদের সহরে একটা বাড়ী, গ্রামে একটা বাড়ী। জমিদারিতে যেখানে কাছারী আছে সেখানেই আমাদের একটা একটা বাড়ী আছে। আর কত জনের একটাও বাড়ী নাই। তাহারা তাল পাতা দিয়া দোচালা ছাইয়া কোন প্রকারে বাস করে। বর্ষায় তাহার মধ্যে জলে ভেজে, শীতকালে শীতে কাঁপে। তোমার আমার খাওয়ার অভাব নাই। ননী, ক্ষীর, মাখন, ছানা, মাছ, মাংস, সন্দেশ যা ইচ্ছা, যে পরিমাণে ইচ্ছা, তাহাই

খাইতে পাই। পাতে কত নষ্ট হয়। আর কত লোক এক মুটা ভাতও দুবেলা পায় না। তোমার আমার বিশ প্রস্থ কাপড় আছে, আর কত দুর্ভাগ্য ব্যক্তির একখানি ছেঁড়া কাপড়ও শীতের সময় জুটে না। আর বৈশাখের রৌদ্রে পুড়িয়া, শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া, গরীব কৃষাণেরা সমুদায় শস্য উৎপাদন করে, অথচ তাহারা দুবেলা সবাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। আর তোমরা জমিদার তাদের কত সময়ই কত লাঞ্ছনাই কর।

প্রবোধ। হাঁ, লীলা, আমরা অতি অপদার্থ, অতি স্বার্থপর। তা না হইলে কি প্রজারা এত কষ্ট পাইত?

লীলা। জমিদাররা সকলে যদি তোমার মত হইত, তাহা হইলে প্রজাদের আর কষ্ট থাকিত না। অন্য জমিদারদের কথা বলিতেছি।

প্রবোধ। না, লীলা। আমি যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে দেশের লোকের যখন এত কষ্ট, তখন কি আমি এত সুখে থাকিতে পারিতাম? আমি যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুক্ত হইতাম। যে সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই, তাহা আমি ত্যাগ করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া আমরা দুইজনে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইতাম। কিন্তু ভিক্ষা করিয়া খাইতাম না। উভয়ে নিজে পরিশ্রম করিয়া যেমন গরীব লোকেরা খাটিয়া খায়, তেমনি খাটিয়া খাইতাম।

লীলা। পিতৃধনে তোমার অধিকার নাই, তাহার অর্থ কি?

প্রবোধ। লীলা, তোমাকে কত বার বলিয়াছি, এ সংসারে যে যাহা শ্রম দ্বারা সদুপায়ে অর্জ্জন করে তাহাতেই তাহার অধিকার আছে।

লীলা। সে যা হোক, প্রাণেশ তুমি সন্ন্যাসী হইবার কথা

বলিলে, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠে। বুঝি তুমি আমাকেও ছাড়িয়া যাইবে।

প্রবোধ। জীবন থাকিতে তোমাকে ছাড়িব? এ আশঙ্কা করিও না। যে পথেই যাই, তুমি আমার সঙ্গিনী, সহায়, প্রীতিদায়িনী। সন্ন্যাসী হইব না, ভয় নাই। তুমি আর আমি গৃহে থাকিয়াই সমাজের সেবা করিব. আমাদের নায়েব লাহিড়ী মহাশয় পত্র লিখিয়াছেন যে মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী তাহার বাসাতে আশ্রয় লইয়াছে, মহেশের ভগিনী মায়া পিতৃশোকে জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

লীলা। পিতৃশোকে জলে ঝাঁপ দিয়েছে?

প্রবোধ। হাঁ। লোকে বলে সে মানুষ নয়, বুঝি বা সে দেবতা।

লীলা। কৃষকের ঘরে দেবীর আবির্ভাব?

প্রবোধ। হবে না কেন? ধনী যখন মূঢ় ও পাষণ্ড হয়, তখন মহামায়া দরিদ্রের ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেন।

লীলা। মেয়েটী বড়ই দেখতে ইচ্ছা হয়। ভগবান তাহার জীবন রক্ষা করুন। আজগে ঝী বল্‌ছিল ঝীর দাদা চিঠি লিখেছে যে নরেশ বাবুর জমিদারীতে ভারি দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে। প্রজারা অন্নাভাবে নাকি ক্ষেপে উঠেছে। জমিদার বাবু প্রজা শাসন করবার জন্য নায়েবকে যা খুসী করবার হুকুম দিয়াছেন। নায়েব ভীষণ নিষ্ঠুর কাজ করিতেছে। প্রজার বাড়ী লুঠ, ঘর জ্বালিয়া দেওয়া, বউ ঝিকে অপমান করা, প্রজাকে কয়েদ করিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া তাহার গলা হাড়ি-কাঠের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখা—এই রকম অত্যাচার কর্‌ছে—শুন্‌লে গাঁ কাটা দিয়ে উঠে।

প্রবোধবাবু। আমাদের নায়েবের কাছে আমিও ঐ রকম পত্র

পেয়েছি। যাতে এই সব গোলমাল থামিয়া যায় তজ্জন্য আমি নরেশ বাবুকে অনেক বুঝাইতেছি।

লীলা। তিনি বলেন কি?

প্রবোধ। আমলারা তাঁকে যা বোঝায় তাই শুনেন। বিশেষতঃ তার কাছারি বাড়ী পুড়িয়ে দিয়াছে, তাঁহার নায়েবের গলায় দড়ি দিয়া রাস্তায় রাস্তায় প্রজারা ফিরাইয়াছে, তাহাতে তিনি রাগিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে সেপাই লইয়া গিয়াছেন, অজস্র লাঠি-য়াল পাঠাইতেছেন আর নূতন নায়েবকে কেবল হুকুম দিতেছেন "যত টাকা লাগে দিব, প্রজা শাসন কর"।

লীলা। তোমাকে এত ভক্তি করেন তবু কথা শুনিতেছেন না?

প্রবোধ। সম্প্রতি এ বিষয় বাদানুবাদ হইতে হইতে একটু মনান্তর হইবার উপক্রম হইয়াছিল! তবে তাঁহাকে আর একবার বুঝাইব! আর কল্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি প্রজাদিগের উপকার করিতে পারি।

এমন সময় ঝী আসিয়া বলিল—"মা ঠাকুরণ বাহিরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। আর একটী স্ত্রীলোক।" সেবানন্দ ও কুমুদিনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——*——

অন্তঃপুর।

নরেশ বাবুর স্ত্রীর নাম হীরামণি। হীরামণি পরম সুন্দরী, কথঞ্চিৎ কৃশা, গৌরাঙ্গী, আয়তলোচনা, রসরসিতাধরা। কিন্তু কুসুমে কীট। তিনি নিত্যই অসুস্থ, অন্ততঃ তিনি নিজে এই কথা প্রচার করেন। সুতরাং সেই বরাঙ্গনার আলস্য-জড়িত কুসুম-কোমল দেহ দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় দিবারাত্র লুণ্ঠিত হইত। [illegible] এক জন দাসী তাঁহার পদসেবা করিতেছে, আর একজন ব্যজন সঞ্চালন করিতেছে, আর এক জন দুনিয়ার লোকের কুৎসা কীর্ত্তন করিতেছে। পরের কুৎসা শুনিতে হীরামণির বড় সাধ। এমন কি, যখন তিনি কুৎসারূপ সরস উপাদেয় খাদ্য কর্ণদ্বয় দ্বারা গ্রাস করেন, তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার জীবন্মৃতদেহ সঞ্জীবিত হয়, এবং নিজের অসুস্থতার কথা ভুলিয়া গিয়া প্রাণ ভরিয়া হাস্য করেন। যে দিনকার কথা বলিতেছি, সে দিন অনেকের সুনামের শ্রাদ্ধ করিয়া কুৎসাকীর্ত্তনী দাসী হীরামণিকে বলিল "মা শুনেছ, একটা ভারী মজার কথা?"

হীরামণি। কি?

দাসী। তোমার কাছে শীঘ্র একটী সতী সাধ্বী বৌ আসিবে।

হীরামণি। কেন?

দাসী। সে নিজেই বলিবে।

হীরামণি। ওলো, লোকটা কে?.

দাসী। কে জানে। তার নামটী ভাল—মনে হচ্ছে না—সৌদামিনী না কুমুদিনী।

হীরামণি। কার বৌ?

দাসী। ময়েশ, না পায়েস তারই বৌ।

হীরামণি। (হাসিয়া) যদি পায়েসের বৌ হয়, তা হইলে সেও মিষ্টি?

দাসী। কেমন মিষ্টি, তা না কি তোমাদের নায়েব নটবর বেশ জানে। কিন্তু,

নাকি খেতে খেতে মিষ্টি।
তার পিটে পড়েছিল যষ্টি॥

হীরামণি। (হাস্য) বেশ, বেশ। কিন্তু সব কথা ভেঙ্গে তার করিয়া বল্।

দাসী। তুমি ত সব শুনেছ।

হীরামণি। আমি ত শুনেছি ঐ মাগীর স্বামী ভারি বজ্জাত। সেই ড্যাকরা প্রজাবিদ্রোহের গোড়া। তাহাকে শাসন করিবার জন্য নটবর নায়েব তার বৌকে গুমি করিয়াছিল, প্রজারা বৌটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

দাসী। ভিতরের কথা বুঝি শুননি?

হীরামণি। ওলো ললি, বই রেখে দে। সে দিন কুমুদির কথা কি বল্‌ছিলি?

ললিতা সুন্দরী কোণে বসিয়া বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" পাঠ করিতেছিলেন এবং রোহিণী ও গোবিন্দলালের প্রেমে মুগ্ধ হইতেছিলেন। পুস্তক খানি রাখিয়া বলিলেন "বল্ না লো!"

দাসী। (হীরামণির দিকে তাকাইয়া) গোড়া থেকে?

হীরামণি। যেখান থেকে মিষ্টি সেখান থেকে সুরু কর্।

দাসী। একদিন সেই গ্রামে তামসী নদীর ধারে তোমার নটবর—

হীরামণি। মর্। আমার নটবর কেন?

দাসী। তোমার নায়েব নটবর—

হীরামণি। তাই বল্।

দাসী। তাই ত বল্‌ছি।—নটবর তামসী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিল।

ললিতা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) নটবর ত যমুনার তীরে বাঁশী বাজাইতেন। তামসীর তীরে কেন?

দাসী। যমুনা, গঙ্গা তামসী—সকল নদীর ধারেই আমাদের সেই পুরাতন রসিকশেখর কৃষ্ণ ঠাকুরকে পাওয়া যায়। আর সকল গ্রামেই ব্রজগোপী পাওয়া যায়। আহা! ব্রজগোপীর সাধনা কেমন মিষ্টি। মা ঠাকুরণ! না?

হীরামণি। তার পর কি হইল বল্। গান ভানতে শিবের গীত—

দাসী। অত ব্যস্ত হয়ো না। বল্‌ছি—হাঁ, মোহন বাঁশী বাজাচ্ছে। এমন সময়ে বৌটা কলসী কাঁকে,—হাত দোলাতে দোলাতে, উঠ্‌তি বয়সের রূপ ছড়াতে ছড়াতে, ঘাটে নাম্‌ল। এদিকে নটবর বাঁশী খুব সুর তুলে বাজাতে লাগ্‌লো—"ও বৌ—ও বৌ—বৌ—কোঁ কোঁ—" (হীরামণির হাস্য) যেমন এক দিন কালিন্দী-কুলে কৃষ্ণঠাকুর মোহন বাঁশী বাজিয়েছিলেন—"রাধা—রাধা—ধা—ধা—ধা—"

হীরামণি। সাবাস লো, সাবাস?

দাসী। নিপট্টে, চাসার মেয়ে, ব্রজগোপী ত নয়—রাধার মত অত সেয়ানা ও নয়। বাঁশীর ইসারা বুঝ্‌লো না। তখন নায়েব মহাশয় বাঁশী ছেড়ে একটা গান ধরে দিলেন।

হীরামণি। একটা গান ধরে দিল? গানটা বল্ না।

দাসী। আমি কি নিজে সে গানটা শুনেছিলাম তাই বল্‌ব?

হীরামণি। এত কথা শুন্‌লি, আর গানটা শুনিস নি ?

দাসী। তবে বলি—

"এখন ও এল না সই—

হীরামণি। গান করে বল্ না লো।

দাসী। তবে কি নটবর সাজ্‌তে হবে নাকি ?

হীরামণি। ভালই ত, এক বার ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে, খোপাটা চূড়া করে বেঁধে, বাঁশী হাতে করে, দাঁড়া দেখি।

রসময়ী। না, না, ছি !

রামী ও শ্যামী ঝী খুব হাসিয়া, বলিল, "রসময়ী! একবার দাঁড়া না।"

রসময়ী। আমি থিয়েটারের মেয়ে নাকি ?

হীরামণি। তা না হলি, এক বার নকল কর্ না, তুই দিব্যি নকল কর্‌তে পারিস্।

রসময়ী ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া এক খানি পাখা বাঁশীর মত ধরিয়া, অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া বলিল—হয়েছে ত এখন ?

হীরামণি। বাহবা ! বাহবা ! এখন গানটা গা।

ললিতা। সাবাস !

দাসী। না না বাবু এসে পড়্‌বেন।

হীরামণি। মিহি সুরে গা—শ্যামী তুই একটু বাহিরের দিকে গিয়ে দাঁড়া। আসেন যদি সাড়া দিস্ (শ্যামী চলিল) এখন গান কর। ললিতে, তুই হার্মোনিয়ম বাজা।

রসময়ী নটবর সাজিয়া, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, ভ্রমর গুঞ্জনে গান করিতে লাগিল। ললিতা তাহার ক্ষিপ্র ললিত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া হার্মোনিয়মের মধুর সুধা ঢালিতে লাগিল।

গান।

এখনও এলো না সে, সই লো সই।
ধৈরয ধরিতে নারি সই লো সই॥
সেই কাল শশী, বড় ভাল বাসি,
প্রাণে প্রাণে মিশি, সই লো সই॥
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
বাজাইয়া বাঁশী, সই লো সই,
হরিল পরাণ—গেল কুল মান,
তারে ত্বরা আন, সই লো সই,
মধু নিধুবনে, তাঁহার চরণে,
ঢালিব পরাণে, সই লো সই॥

রসময়ী খুব ভাল গান করিতে পারিত, তার গলা বড় মিষ্ট। সে অল্প অল্প দুলিয়া দুলিয়া, চোখ ঢুলু ঢুলু করিয়া, মৃদু মন্দ ইন্দ্রিয়াসক্তির ঢেউ তুলিয়া কলকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল। হীরামণি ও তাহার দুই ঝী ও ললিতা "রাধাভাবে"র বিশুদ্ধতা বিস্মৃত হইয়া (পশু ভাবেই) মদালসা হইল।

হীরামণি। বেশ, বেশ, "সই লো সই—মধু নিধুবনে, তাহার চরণে, ঢালিব পরাণে সই লো সই" ঐ খানটা বড় ভাল।

বামী। কিন্তু গানটা রাধার—কৃষ্ণ বা নটবরের মুখে ভাল লাগে না।

রসময়ী। তুই ত ভারি বুজিস্।

হীরামণি। গানটা শুনে বৌ কি করিল?

রসময়ী। কি আর কর্ব্বে। গানটা শুনে, তার মনটা একবারে গলে গিয়ে নদীর জলের সঙ্গে মিসে গেল। তার পর চারি চক্ষু এক—যেই চোখোচোখি হলো, বৌটা ডেকরে কেঁদে উঠিল।

হীরামণি। দিল কেন?

দাসী। ওটা কাচ—অর্থাৎ আমি খুব ভাল—আমাকে ও রকম ইসারা করায় আমার বড় অপমান হয়েছে।

হীরামণি। বিটি ত খুব চাতুরী জানে। (পাঠক দেখিতেছেন—মন্দ লোকের কল্পনা কি রূপে ভাল লোকের কুৎসা সৃজন করে—আর আবিল চিত্ত সেই কুৎসা কি আগ্রহের সহিত পান করে)।

দাসী। সেই গাঁয়ে একটা নামজাদা পুরাণ পাপী, বিসি নামে একটা ঘট্‌কী আছে। তাকে ঐ বৌটার কাছে নায়েব পাঠিয়ে দিল। কিন্তু বৌটা নাকি প্রথমে রেগে কাঁই হলো।

হীরামণি। কেন?

দাসী। বুঝ্‌ছো না? গহনা ও টাকা নেবার ফিকির। নায়েব মশায় খুব বুঝমান্ লোক কিনা। চট ক'রে বুঝে ফেল্‌লো। নায়েব মশায়ত টাকার কাঁড়ি। তখনই একখানি ডায়মন কাটা চক্‌চকে সোণার চিক পাঠিয়ে দিল, আর নগদ ৪০৲ টাকা। গরিবের বৌ, গহনা আর টাকা পেলে কতক্ষণ ঠিক থাক্‌তে পারে?

হীরামণি। তা বটেই ত।

দাসী। বিসি আসে যায়—বৌকে লুকিয়ে নটবরের কুঞ্জে নিয়ে যায়।

হীরামণি। তখন তার পোড়ামুখো স্বামীটা কোথায়?

দাসী। জেলে! তাতেইত নায়েব মশায়ের খুব সুবিধা হইছিল।

ললিতা। খুব সুবিধা?

দাসী। তা নয়ত কি? তার পর বল্‌বো কি—একরাত্রি নট-বরের বাগান বাড়ীতে যখন দুই জনেই মত্ত—তখন প্রজারা মুগুড় দিয়া ধমাস করে দুয়োর ভেঙ্গে ফেল্‌ল—নায়েব লাফিয়ে দাঁড়াল—অমনি মিন্সেরা ধপাধপ লাঠি—নায়েবের পিঠের উপর।

হীরামণি। কি রে? আমাদের নায়েব, তার পিঠে লাঠি! প্রজাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা? আজই বাবুকে বলব, সব প্রজাদের ঘর জ্বালিয়ে দেও,—ভিটেতে লাঙ্গল চস্‌বে। বাবু তাদের মুণ্ড নিয়ে ভেঁটা খেলা করবে, তা তারা জানে না বুঝি?

দাসী। তাত সত্যিই, প্রজারা কি আর কেউ প্রাণে বেঁচে থাকবে? কথায় বলে—

পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাক চিল আর ফিংয়ে ধরে খায় তারে॥

হীরামণি। তার পর?

দাসী। যখন নায়েবকে ঐ রকম লাঠি চড় কিল দিতে লাগ্‌লো-- ছুঁড়ীটে বলে কি না,—"নায়েব মশায় আমার প্রাণ, বরঞ্চ আমাকে খুন করো, তবু ওঁকে মেরো না"। চাসার মরদ তাকি আর শুনে। তারা নায়েবের গলায় দড়ি বেঁধে হাস্তাং নাস্তাং কর্ত্তে কর্ত্তে নিয়ে গেল।

ললিতা। বৌটা তখন কি করিল?

দাসী। বৌটা পিছে পিছে যেতে লাগল—আর চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—"ওগো আমি নায়েব মশায়কে ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব না— পার্ব না—ও—মা—গো—মা—ওগো আমার কি হলো গো—মা"।

হীরামণি। বলিস কি? বিটিত ভারি বেহায়া!

দাসী। বেহায়া নয়? কলিকালের মেয়ে, বয়সকাল, গরিবের বৌ। টাকা পেলেই অজ্ঞান। জানইত।

হীরামণি। সব চাসারবৌ,সব গরিবেরবৌ কি টাকা পেলেই বশ হয়?

দাসী। নয়? ধর্ম্ম বল, সতীত্ববল, সবই বড় মানুষদের সাজে। সতীত্বটা বড় মানুষদের একচেটে। গরিবের কি ধর্ম্ম আছে, না ধর্ম্ম থাকতে পারে?

হীরামণি। তুই ত গরিব। তবে তোরও ধর্ম্ম নাই? তুইও টাকার বশ?

দাসী—টাকারত বশ। রূপ যে নেই। টাকা দেবে কে?

ললিত। কেন তোর রূপত ভাদ্র মাসের ভরাগঙ্গার মত টল টল কচ্ছে।

দাসী। শ্যামচাঁদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করবো কার করছে।

শ্যামচাঁদ বাবুর নাম হওয়াতে ললিতার মুখখানি লাল হইয়া গেল। ললিতা গম্ভীর হইল। হীরামণি হাসিল এবং বলিল "ওরে রূপের কথা ছেড়ে বৌটার কি হইল বল।"

দাসী। বৌটা "নায়েব মহাশয়, নায়েব মহাশয়" বলে বেজায় কান্‌তে লাগলো। এক জন চাসা, তা দেখে রেগে গেল, বলিল—"চাসার ঘরের বৌ, এত বেহায়া" এই বলতেই তার মাথায় এক লাঠি। লাঠিতে মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো, বিটি মুখ থুবড়ে মাটীতে পোলো।

হীরমণি। আচ্ছা হয়েছে। বেটীর স্বামী আবার জমিদারের সঙ্গে লড়্‌তে গিইছিল।

দাসী। বিটি ত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো। চাসারা নায়েবকে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল। এমন সময় এক বাবাজি প্রিং প্রিং কর্ত্তে কর্ত্তে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

হীরামণি। নারদ মুনি নাকি?

ললিতা। নারদ নয়—বিশ্বামিত্র।

হীরামণি। বিশ্বামিত্র কেন?

ললিতা! সম্মুখে—মেনকা বিদ্যাধরী।

হীরামণি। তার পর কি হ'ল?

দাসী। বাবাজিরা নিরিবিলিতে মেয়ে মানুষ দেখ্লেই অজ্ঞান। তার সাক্ষী বুড়ো পরাশর, একটু মেছুনী নিয়ে কি ঢলানিই ঢলিয়েছিল। তাঁরা হলেন গেয়ানী। আর আমরা অবলা, মূর্খ যদি এক পা ভুল করে ফেলি, অমনি সর্ব্বনাশ, আর রক্ষা নাই, অমনি বিস্তর শাস্তরের কথা উঠে, অমনি আমাদের পোড়াবার জন্য নরকের আগুন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠে, নরকে কড়ার তপ্ত ঘিতে কলঙ্কিনী ভাজা হয়, তাও শুন্তে পাই—

হীরামণি। ওলো ও সব কথা থাক্। রসের কথা বল্।

দাসী। বাবাজি বৌটাকে দেখেই এলো মেলো—

হীরামণি। আবল্ তাবল্ বক্তে লাগিল?

দাসী। তা কেন? সন্ন্যাসী ঠাকুর—একতারা না ফেলে—মহাদেব যে ভাবে মরা সতী দেহ কাঁধে ফেলেছিলেন—সেই রকম একটা ং করে বৌটাকে কাঁধে ফেলে সটান দৌড়্—দৌড়্—দৌড়্—দৌড়্। এক লম্বা দৌড়ে এক খানি দিব্বি বজরায় বৌটাকে নিয়ে উঠ্লো। দিন কতক তাকে নিয়ে বজরায় ঘুরিল। ইতি মধ্যে এক দিন ফিস্ ফিস্ করে বৌটার কাণে কাণে মন্ত্র দিয়ে তাকে শিষ্যি ক'রে ফেলিল। কি রকম শিষ্যি তাহা ভগবান জানেন। তখন বৌটা বলে "তুমি সন্ন্যাসী আমি তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসিনী হব। তুমি যখন ভিক্ষে করতে যাবে তখন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব"—বাবাজি পলেন মহাফাঁদে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়ে মানুষ দেখ্লে কি লোকে ভিক্ষে দেয়?

ললিতা। সন্ন্যাসিনী পৃথক স্থানে থাকিল।

দাসী। হাঁ পৃথক স্থানে থাকিলেন। কিন্তু রাত্রিতে গোপনে সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। এই বলিয়া ললিতার দিকে দাসী কটাক্ষ করিল। ললিতা সে ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

হীরামণি। (হাসিয়া) ললিতা রাগ করিয়াছে।

দাসী। ভাত অধিক করিয়া খাইবেন। সত্য কথা তার ভয় কি?

হীরামণি। এক্ষণ ও কথা থাকুক। কুমদীর কি হইল?

দাসী। সন্ন্যাসী ঠাকুর এক ফিকির করিলেন। ফকিরের ফিকির কে বুঝিতে পারে? কাছে প্রবোধ বাবুর নায়েবের কাছারী, সেখানে তাকে রেখে এল।

হীরামণি। কি বলিয়া?

দাসী। এই স্ত্রীলোকটী বড়ই বিপদে পড়েছিল, নামজাদা বদমায়েস নায়েব নটবর ইহার উপর অত্যাচার কর্ত্তে গিইছিল। আমরা সন্ন্যাসী, তা জান্‌তে পেরে এর ধর্ম্ম রক্ষা করেছি। এর স্বামী বিদ্রোহী প্রজাদের দলপতি, তাই নায়েবের এর উপর বিশেষ রাগ। আপনার কাছে একে দিয়ে গেলাম যাহা ভাল বুঝেন কর্বেন।

হীরামণি। ঐ নায়েবের নাম কি?

দাসী। শিবনাথ।

হীরামণি। লোক কেমন?

দাসী। ভক্ত বিটেল—ঠিক প্রবোধ বাবুর মত।

হীরামণি। শিবনাথ কি করিল?

দাসী। দিন কতক গোপন রোলো। তার পর গিন্নি রকম বুঝ্‌তে পেরে গাঁ মাথায় ক'রে দিল। তখন শিবনাথ নায়েব বাবু বেগতিক দেখে বৌটাকে প্রবোধ বাবুর নিকট পাঠিয়ে দিল।

হীরামণি। কি বলিয়া পাঠাইয়া দিল?

দাসী। সে সব বাজে কথা। কি এক খানি পত্তর লিখে দিইছিল অত শত আমি জানি না।

হীরামণি। প্রবোধ বাবুও তাকে দেখে ভুলিলেন বুঝি?

দাসী কল্পনাময়ী বলিল। ভুল্‌লেন? একবারে গোল্লায় গেলেন।

তুমি ত জান, ওটা একটা মস্ত ভণ্ড। প্রবোধ বাবু তার নিজের স্ত্রীকে একেবারেই ভুলে গেলেন, বাগানেই থাকেন, বাড়ী আর জান না। দিন কতক পরে তার স্ত্রী অবশ্যই সব টের পেলো। তখন প্রবোধ বাবু সেই বৌটাকে বল্লেন—"তোমাকে আমি আর রাখতে পারি না। তোমাকে কিছু নগদ টাকা দিচ্ছি, তুমি আমার জমিদারিতে গিয়ে বাস কর"। সে কি তায় যায়! ভারি জাঁহাঁবাজ মেয়েমানুষ। সে বলে "তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে, সব ভদ্র লোকের কাছে, বেবাক কথা বলে দেব। তখন তোমার মুখ খানা কোথায় থাকবে"?

হীরামণি। প্রবোধ বাবুর স্ত্রীর এবার কেমন দর্প চূর্ণ হয়েছে। মাগীর কতই ঠেকার! একটুত লেখা পড়া জানেন। আমাদের মত বড় জমিদার হ'লে না জানি কি কর্ত্তেন।

দাসী। ও ছুঁড়ির কেচ্ছা এক দিন বল্‌ব।

হীরামণি। বল্, বল্, কিছু শুনিছিস্ নাকি?

পরের নিন্দা, বিশেষতঃ যাহাদের সুখ্যাতি আছে তাহা শুনিলেই হীরামণির মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

দাসী। সেত অনেক দিনই শুনা। কেন? তুমি কি জান না? সে কথা আর এক দিন হবে।

হীরামণি। ভাল।

দাসী। পতিব্রতা লীলা ঠাকুরাণী প্রবোধ বাবুকে ও বৌটাকে এমন ঝাঁটা পিটে কর্‌লো, যে প্রবোধ বাবু সেই দিনই বৌটাকে একটা বাড়ী ভাড়া করে দিল। আর মাসহারার বন্দবস্তো করে দিল। লীলাঠাকুরাণীর শাসনে প্রবোধ বাবুর আর সেই বৌটার সঙ্গে দেখা শুনো হবার যো নেই। প্রবোধ বাবু লোকটা খুব চালাক। এক্ষণ মাসহারাটা কোন

রকমে যাতে আমাদের বাবুর উপর চাপাতে পারেন, তারই চেষ্টা কর্চ্চেন। আমাদের বাবু যে সুপুরুষ, ছুঁড়ি তাকে দেখলেই খেপে উঠ্‌বে —আর, বাবু যদিও খুব ভাল,—রাগ করো না—তবে পুরুষের মন, কি জানি—আর রাজা রাজরার পক্ষে দোষই বা কি।

হীরামণি। বটে? হারামজাদি! তোর মুখে মার্‌ব ঝাঁটা।

দাসী। মা ঠাকুরুণ! গরিব লোক ত ঝাঁটা খেতেই আছে। তবে তুমি রঙ্গ রস বুঝ না এই ত দুঃখ। রঙ্গ রসের সময় দাসীর মত ভয়ে ভয়ে কথা ক'লে, তাতে কি পুরো আমোদ হয়। অভয়ও দেও, আবার রাগও করো। না, আর কোন কথায় কাজ নেই। আমি চুপ করে থাক্‌ব।

হীরামণি। না। বল্ বল্। রাগ করিস্ নে। আমি ও তামাসা করে বল্‌ছিলাম।

দাসী। আমরা কি সকলেই জানি না যে, আমাদের বাবু সাক্ষাৎ মহাদেব, মহাদেবেরও অধিক।

হীরামণি। রঙ্গ তামাসা?

দাসী। রঙ্গ তামাসা কেন? মহাদেবের মনও এক দিন টলেছিল। মন টল্‌লো নিজের, রাগ হলো পরের উপর। গরিব কন্দর্পঠাকুরকে রাগে নিপট্টে পুড়িয়ে ফেল্‌লেন। আর রতি বেচারা আপ্‌সে আপ্‌সে কেঁদে কেঁদে মলো। আমি দেখ্‌ছি, কি ঠাকুর, কি মানুষ, বড় যাঁরা, তাঁরা পোড়েন না; পোড়েন আশ পাশের গরিব লোক।

হীরামণি। সে কথা যাউক। তুই বল্‌ছিলি সতী সাধ্বী বৌটা আমার কাছে আস্‌বে। আবার বল্‌ছিস বাবুর কাছে আস্‌বে।

দাসী। বুঝলে না, ঠাকুরুণ! তোমার কাছে আনা গোনা কর্ত্তে কর্ত্তে, বাবুর নজরে এক দিন পড়ে যাবে—এই প্রবোধ বাবুর মতলব।

হীরামণি। এতক্ষণে বুঝলাম। সে কালামুখী আমার কাছে এলে, এমন ঝাঁটা দেব যে সে আর কখনও এ মুখো হবে না।

এমন সময় এক জন ঝি বলিল—"বাবু আস্‌ছেন"। হীরামণি এতক্ষণ বসিয়াছিল। সে এই কথা শুনিয়া অমনি শুইল, আর বলিতে লাগিল—"ওরে, পাখা কর, তুই মাথা টেপ্—ওমা মাথার বেদনায় যে গেলাম—আর যে পারি নে—কেউ খবর নেয় না গো—মলেই বাঁচি।"

রসময়ীর কথাতে হীরামণি সিদ্ধান্ত করিল, মহেশের স্ত্রী নরেশ বাবুর সম্মুখে পড়িলে বিপদ হইতে পারে, সুতরাং তাহা যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইবে। আর বিদ্রোহী প্রজাদিগের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য; তদ্বিষয় তাহার স্বামীকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নরেশ বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কি হইয়াছে?"

দুই ঝী ঐ ঘর হইতে চলিয়া গেল।

হীরামণি। কি আর হয়েছে? মলেই বাঁচি। তুমি কি আমার পানে তাকাবার সময় পাও? কেবল উকিল, আর আমলা, আর মামলা, আর হাঙ্গামা, আর ফেসাদ, আর গান, আর বাজনা। আমি যে বেয়ারামে মরছি—তার খোজ করে কে?

নরেশ। আমি ত ভাল ডাক্তার দ্বারা তোমার চিকিৎসা করাইতেছি।

হীরামণি। তোমার ডাক্তার কি আমায় ভাল করে দেখে ?

বস্তুতঃ হীরামণির বেয়ারামের ১৫ আনা যে কাচ তাহা ডাক্তারের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, নিয়মমত আহারাদি করিলে আরোগ্য লাভ হইবে। তবে বাবু ছাড়েন না ; এলেই দর্শনীর টাকা পাওয়া যায় ; ভাল মন্দ কথায় থাকা তাঁর দরকার কি ? সুতরাং তিনি আসিতেন, হাত দেখিতেন, হীরামণির নাকিসুরে দুটো কথা শুনিতেন, রোগের লক্ষণগুলি শুনিয়া, নাড়ী টিপিয়া "নাড়ী ভাল; বাহিরে গিয়া বিবেচনা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি" এই বলিয়া চলিয়া যাইতেন। সুতরাং হীরামণি ঐ ডাক্তারটার উপর ক্রমে ক্রমে চটিয়া গিয়াছিল, তাই সে বলিল "তোমার ডাক্তার কি আমাকে ভাল করে দেখে—আর ও ভেড়া ডাক্তারের কাজ নাই—আমি তোমাকে বলি সাহেব ডাক্তার আন—তা ষোল টাকা ভিজিট দিতে হবে, আন্‌বে কেন ?" "

হীরামণি বুঝিয়াছিল মাঝে মাঝে সাহেব ডাক্তার না আসিলে পূরা বড়মান্‌সি হয় না। আর সাহেব ডাক্তার এলেই একটা নল দিয়ে বুকটা দেখে, জিহ্বা দেখিবার জন্য মুখটা দেখে, লাল মুখে হেঁসে হেঁসে "অপনি অজ কিমন আছে" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে, তাও হীরামণির একটা মজা বোধ হয়। নরেশ বাবু বলিলেন "তোমাকে দেখ্‌তে মাঝে মাঝে সাহেব ত আসেই আজ ঔষধ খেয়েছ কি ?"

স্ত্রী। ঔষধ খাইনা ফেলে দেই ? যার কষ্ট সেই বুঝে, অন্যে কি বুঝ বে ? কি বলে, মাথা নাই ত মাথা ব্যথা—উঃ মাথাব্যথায় গেলাম। সমুদায় দিনটা বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছি একবারকি কেউ উকিমারে নাগো।

নরেশ। আমি তোমার জন্য এক জোড়া নূতন ফ্যাসনের জড়য়া বালা এনেছি দেখ্‌বে ?

স্ত্রী—অমনি হর্ষোৎফুল্লা। অমনি উঠিয়া বসিল। নিজের পীড়ার কথা ভুলিয়া গেল, নাকিসুর ভুলিয়া গেল, উঠিয়া বসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ বালা? দেখি দেখি। বেশ, নেব। কিন্তু আমার হীরার মুকুট কই?

নরেশ। হবে, হবে।

স্ত্রী। কবে? মরে গেলে?

নরেশ। গহনা দিচ্ছিই ত। হীরার চিক্, হীরার চুরি, হীরার তাবিজ, হীরার অনন্ত, মুক্তার সাতনর—কোন্ গহনা তুমি পাও নাই? কেবল বাকী হীরার মুকুট? হীরার মুকুট মুকুট করে যে আমায় খেয়ে ফেল্‌লে!

স্ত্রী। (নরেশ বাবুর মুখের কাছে দুই হাত তুলিয়া) তোমার যে নাম খানা এত বড়। আমার আর কি? আমি ত গরিবের মেয়ে। তোমার নামের জন্যই বলি। মল্লিকদের বাড়ী সে দিন নিমন্ত্রণে গিইছিলাম। শীলেদের বৌ এমন হীরার মুকুট পরে এসেছিল, যে সব হক্‌চকিয়ে গেল। তোমার এত বড় নাম তা কোথায় থাক্‌ল? আমি তখন মাথা হেট করে সুর্ সুর্ করে চলে এলাম। সমুদায় রাত্রিটা কেঁদে কেঁদে আমার বালিশ ভিজে গিয়েছিল। তুমি তা টের পাবে কেমন করে? তোমার প'লেই নাক ডাকিয়ে ঘুম। (পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে দাসীর দল গাঁটা দিয়ে সব শুনিতেছিল। রসময়ী দাসী বামী ঝির কাণে কাণে বলিল—"বাছারে, এত দুঃখ!" বামী মুখ টিপিয়া হাসিল)।

নরেশ। প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছে, তা জান। এক পয়সা আদায় নাই। তার উপর মোকদ্দমায়—মোকদ্দমায় দিন এক হাজার করে মফঃস্বলে খরচ হচ্চে। আমার লাঠিয়ালরা একটা খুনী মোকদ্দমায়

পড়েছে। তাতে বিশ হাজার টাকা ত খরচ হবেই। হাইকোর্টে আর একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা আছে তাতে বিপক্ষেরা ব্রান্সন কৌন্সলিকে নিযুক্ত করেছে, আমাকেও—

স্ত্রী। আমি ব্রান্সন ফ্রান্সন বুঝি না। আমি হীরার মুকুট চাহি, আমি বল্‌ছি আমি হীরার মুকুট চাই। অবাক করেছ, যখনই আমি হীরার মুকুট চাই, তখনই তুমি মোকদ্দমা খরচ এ খরচ ও খরচ বলে কেবল আমার মেজাজ খারাপ করে দেও, আরও মাথা ধরিয়ে দেও। তোমার মতলব আমি বুঝি না? কোন প্রকারে আমার কথাটা চাপা দেওয়া।

নরেশ। প্রিয়ে তোমার মুকুটই কি এত বড় হ'ল। আমার এত বিপদ, তার জন্য কি তুমি একটুও ভাবিতেছ না।

স্ত্রী। তোমার বিপদ তুমি জান, তোমার দেওয়ান জানে আর উকিল জানে, আর আদালত জানে। আমি অবলা, তার কি জানি?

নরেশ। বল কি? আমার বিপদ, তুমি তার কি জান?

স্ত্রী। সত্যই ত। আমি গরিবের মেয়ে, যদি হীরার মুকুট না পর্‌তে পাব, তা হলে বাবা তোমার সঙ্গে বে দিয়েছিল কেন?—ওরে ঝীরা কে আছিস? বাতাস কর—উঃ মাথা ফেটে গেল—আমি মলেই তুমি বাঁচ।

নরেশ। দেখ, আমার ভারী বিপদ। যে খুনি মোকদ্দার কথা বলছিলাম তাতে নাকি আমাকেও আসামী করবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার উপর ভারী খাপা। আমাকে যদি আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে মরিব। তা হলে তুমি কি করে মুকুট পর্‌বে?

স্ত্রী। সে যাহা হউক হীরার মুকুট শীঘ্র এনে দেও।

নরেশ স্তম্ভিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন "মানবী না পিশাচী"।

হীরামণি অধমা হইয়েও চতুরা। নরেশের মুখ দেখিয়া ভাবিল আকাশে মেঘ উঠিতেছে। তখন মায়াবিনী সজল নয়নে তাহার মৃণাল-কোমল বাহুলতাতে নরেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "প্রাণেশ্বর! তোমাকে কি আমি ভাল বাসি না?" এই কথা বলিয়া নরেশকে চুম্বন করিল এবং অপনার উরসে নরেশকে টানিয়া লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল—পরে নরেশের কাঁধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। "গরিবের মেয়ে বলিয়া আমাকে হেনস্থা করিও না। তুমি আমার প্রাণ, তবে মেয়ে মানুষ গহনা ভাল বাসি, গহনার জন্য পাগল—তাই বলিয়া কি তোমাকে ভাল বাসি না? মেয়ে প্রথমে বাপের কাছে আবদার করে, তার পর স্বামীর নিকট। হৃদয়েশ্বর! আমি তোমার দাসী, তুমি আমার প্রাণ সর্ব্বস্ব"। হীরামণির বড় বড় চোখের বড় বড় ফোটা টপ টপ করিয়া নরেশের স্কন্ধ দেশে পড়িতে লাগিল। নরেশ বিমোহিত হইল, একটু পরে বলিল, কালই হীরার মুকুটের ফরমায়েস দিব। যত টাকা লাগে, প্রিয়ে তোমাকে হীরার মুকুট পরাইয়া ইহ জীবন সার্থক করিব।"

অপর কক্ষে ঝীরা নিঃশব্দে সমুদয় কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। একটা ঝি দুয়ারের চাবির ছিদ্র দিয়া সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিল। এখন তিন জনে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে ও ঘর হইতে অন্য ঘরে গিয়া চুপি চুপি তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

রামী বলিল "বাবু কি নিটোন বোকা"!

বামী বলিল বাবুকে "গুণ করেছে।"

রসময়ী বলিল "কামরূপে গেলে মানুষ ভেড়া হয়ে যায়।"

রামী। কামরূপ কোথায়?

রসময়ী। "রূপ" বাবুর স্ত্রীতে। "কাম্" বাবুতে। "কাম" আর "রূপ" যখন এক হয়ে যায়, তখন হয়ে যায় "কাম-রূপ"। তখন কামরূপে পুরুষ ভেড়া।

রামী। স্ত্রী?

রসময়ী। মেদী ভেড়া অর্থাৎ ভেড়ী।

রামী। ইহার অর্থ?

রসময়ী। ইহার অর্থ; তখন মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ। তখন উভয়ে জানোয়ার। জানোয়ারের মত।

বামী। ওলো রামী, রসীকে (রসময়ীকে) বিদ্যালঙ্কারের টোলে বসিয়ে দিলেই হয়।

রসময়ী। আমি ভাবি, এই রকম ভেড়া ভেড়ীকে চিড়িয়াখানাতে রাখে না কেন।

রামী। ক্রমশঃ শুন্‌তে পাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মের গহনা গতি।

রাত্রি। এই মাত্র নরেশ বাবুর দেউড়ীর পাহারাওয়ালা ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজাইল। কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রালোক নাই; কিন্তু নীলাম্বর নক্ষত্র খচিত। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। নরেশ বাবুর খিড়কির পুকুরের দিকে ছাদের উপর অন্ধকারে একটী যুবক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে একটী যুবতী, আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে, সেই যুবকের নিকট আসিল।

যুবক। আমি এখানে প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছি। এত বিলম্ব হইল কেন?

যুবতী। এতক্ষণ লোক জাগিয়াছিল। আর এরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

যুবক। কেন প্রিয়ে?

যুবতী। জানাজানি হইয়াছে।

যুবক। কিসে বুঝিলে?

(এই বলিয়া যুবক একটু নিকটে সরিয়া আসিল)

যুবতী। আজ একজন ঝি বলিয়াছে তুমি আমার রূপে মুগ্ধ। আর তোমাতে আমাতে গোপনে রাত্রিতে সাক্ষাৎ হয় তাও বলেছে।

যুবক। কে বলেছে?

যুবতী। রসী।

যুবক। ভারি আস্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি। এ অপমান নরেশ আর "বৌ-রাণী" (নরেশের স্ত্রী) করেছেন।

যুবতী। তাদের দোষ কি?

যুবক। আরে বুঝছনা—নরেশ আর "বৌ-রাণী" (নরেশের স্ত্রী) এর গোড়ায় আছে। তারা আস্কারা না দিলে কি একজন চাকরাণীর এত দূর সাহস হয়? কেবল তোমাকে নয়, আমাকে শুদ্ধ অপমান করেছে।

যুবতী। এতে পুরুষের অপমান হউক আর না হউক, স্ত্রীলোকের পক্ষে ভারি অপমান। আমার ভারি অপমান বোধ হচ্ছে।

যুবক। হবেই ত। স্ত্রীলোকের পক্ষে "অসতী" এর অপেক্ষা আর কি গালি আছে। আমি ত তোমাকে অনেক দিন হতে বল্‌ছি

নরেশকে একটু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তুমি তবুত সে কাগজখানি দেবে না।

যুবতী। নরেশ বাবুর মা আমাকে মেয়ের মত স্নেহ করিতেন, প্রাণের সখীর মত বিশ্বাস করিতেন। আমি কেমন করিয়া তাহার ছেলের সর্ব্বনাশ করি। আজিও আমি নরেশ বাবুর অন্নে প্রতিপালিত। এমন নেমকহারামি করিতে আমি পারিব না—ও কথা আমাকে ব'লো না।

যুবক। আচ্ছা বলিব না। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে নরেশ যে কথা বলেছে, তা সব বলিব কি? তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া আজিও বলি নাই।

যুবতী। কি বলেছেন?

যুবক। সাম্‌নে ঝি হাসি তামাসায় ঠারে ঠোরে বলে। পিছনে—নরেশ যা বলে—বলিব, বলিব?

যুবতী। (উদ্বিগ্ন স্বরে) বল।

যুবক। না, বলিব না। তোমার কষ্ট হইবে।

যুবতী। বল! আমার প্রাণটা কেমন কচ্ছে। কেমন বোধ হচ্চে, কুক্ষণে গোপনে আমরা সাক্ষাৎ করেছিলাম। বল, কি বলেছেন নরেশ বাবু?

যুবক। না। বলিতে আমারই বড় কষ্ট হয়, বড় রাগ হয়।

যুবতী। তুমি আমাকে না বলায়, আমার অধিক কষ্ট হচ্ছে।

যুবক। তবে বলি—নরেশ তোমাকে ভ্রষ্টা বলেছে, বেশ্যা বলেছে—বলে তুমি আমার সঙ্গে—সদর নায়েবের সঙ্গে।—আমি স্বকর্ণে শুনেছি—

যুবতী। আর শুনতে চাহিনা। বেশ, কাল প্রাতে আমি এ বাড়ী হতে চলে যাব।

যুবক। কোথায় যাবে?

যুবতী। যে দিকে দুই চক্ষু যায়।

যুবক। তাতে নরেশ বাবুর কি যায় আসে? তোমারই ক্ষতি। তুমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে না? তোমার কষ্টে আমার ত প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা কর্চ্ছে।

যুবতী। আমি অসহায়া অবলা। নরেশ বাবু জমীদার। আমি তাঁর উপর কি প্রতিশোধ নেব? ভগবান এর বিচার কর্ব্বেন।

যুবক। এ সংসারে ভগবান কিছুরই বিচার করেন না? বিচার নিজের কাছে। নরেশের ভারি অন্যায়। তার মোসায়েবদের কাছে কিনা এই কথা বলে—যে "ললিতাকে যে টাকা দেয়, সে তারই বশ হয়"—পেশকারের সেই বকাটে ভাইপো নসু, সেটা হি হি করে হেসে সেই মজ্‌লিসে যে সব নোঙ্গরা কথা বলেছে, তা লজ্জায় তোমাকে আমি বল্‌তে পারি না—সে সকল কথা মনে করে, রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। তুমি প্রতিশোধ না নেও, আমি অবশ্যই ইহার প্রতিশোধ নেব।

ললিতা কাঁদিতেছিল। উত্তর করিল না। শ্যামচাঁদ সুবিধা পাইয়া "কাঁদিও না ললিতা" এই বলিয়া ললিতার মুখ ধরিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। এক্ষণে ললিতার রাগ প্রজ্বলিত হইল, বলিল—আমি অনাথিনী বিধবা, সতী হইলেও অসতী। আর নরেশ বাবুর স্ত্রী বড় মানুষের বৌ, তার কিছুতেই দোষ নাই। তুমি ত জান, বাড়ীর মাষ্টার নবীন যুবা, রাঁধুনি বামন নধর পুরুষ, পুরোহিত রসে ডুবু ডুবু—অন্দর মহলে তাহারা আনা গোণা করছেই। বাবু মফঃস্বলে গেলে বৌ-রাণী রঙ্গরসে টলমল। তিনি আগে নিজের ঘর সামলান্‌। তারপর অন্যকে বলুন। আমি দেখছি, সংসারে সতীর আদর নাই। অসতীর মান্য।

যুবতী ভুলিতেছিল যে এ বিষয় সংসারের কোন দোষ নাই। মনে বা দেহে অসতী না হইলে, কোন যুবতী পরপুরুষের সহিত নির্জ্জনে রজনীতে সাক্ষাৎ করে না।

পাঠক বুঝিয়াছেন এই যুবক শ্যামচাঁদ। শ্যামচাঁদ তখন ভাবিল প্রতিশোধের কথায় বিশেষ ফল হইল না; ললিতা উইল দিতে সম্মত হইল না। এক্ষণে অন্য পথে যাইয়া দেখা যাউক।

শ্যামচাঁদ। যখন সতীর আদর নাই, যখন সংসারে সতীর অপমান, সতীর লাঞ্ছনা, তখন সতী থাকিয়া লাভ কি? যে সতীত্বের সংসারে আদর নাই, তাহার জন্য আমাকে কেন তুমি পায়ে ঠেলিতেছ। ললিতা কাঁদিতেছ কেন।" এই বলিয়া সেই নির্জ্জন স্থানে রজনীতে ললিতার ক্ষীণ কটি বাম হস্তে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ললিতার মুখ নিজের স্কন্ধে রাখিয়া বলিল—"ললিতা কাঁদিও না। আমি তোমার দাস। আমি তোমার উপাসক, তুমি আমার দেবতা।" ললিতা হাত ছাড়াইয়া লইল। শ্যামচাঁদ বলিল—"প্রাণেশ্বরী, তোমার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

ললিতা। (উৎসাহে) তুমি আমার জন্য সর্ব্বস্ব যথার্থই কি ছাড়িতে পার?

শ্যামচাঁদ। হাঁ, প্রিয়তমে! এস আমরা দুজনে পরম সুখে কালযাপন করি। পোড়া সংসার যা বলে বলুক। তুমি বেশ জানিও সংসারে ধর্ম্ম নাই, সব কপটতা, সব ভণ্ডামি।

ললিতা। মানিলাম, সংসারে ধর্ম্ম নাই। কিন্তু আমি যদি তোমার হস্তে আমার দেহ সমর্পণ করি—তারপর যদি তুমি আমাকে ত্যাগ কর? তখন যে আমার কুলও যাবে শ্যামও যাবে।

শ্যামচাঁদ। কখন না। কক্‌খনও না। জীবন থাকিতে, হৃদয়েশ্বরী :তামাকে কখন ত্যাগ করিতে পারিব না।

ললিতা। তুমি বলিলে আমার জন্য সব ত্যাগ করিতে পার। :বেশ, আমার জন্য জাতি ছাড়িতে পার? এস, আমরা দু'জনে ুসলমান হইয়া বিবাহ করি, চুপ করিয়া থাকিলে যে?

শ্যামচাঁদ। মুসলমান?

ললিতা। বুঝিলাম, আমার জন্য তুমি মুসলমান হইতে পার না। হিন্দুই থাক; বিদ্যাসাগরের মতে বিধবা বিবাহ কর।

শ্যামচাঁদ। সমাজে যে একঘরে করিবে।

ললিতা। করিলই বা। তুমিত আমার জন্য সব ত্যাগ করিতে পার, প্রিয়তম! এ জাতি ত্যাগ ত অতি সহজ।

শ্যামচাঁদ। বিদ্যাসাগরের মতে বিধবা বিবাহের আইন হইয়াছে। কন্তু কয়জন বিধবা বিবাহ করিতে সাহস করিয়াছে?

ললিতা। এই বিধবা বিবাহে কষ্ট কি? তোমার যা আছে, তাতে আমাদের বেশ চলে যাবে। বিয়ে ক'রে আমরা দুজনে দেশ ভ্রমণ করিব। কত তীর্থস্থান দেখিব—আর সাগর, পর্ব্বত, নদী, প্রস্রবণ, মন্দির, তাজমহল—কত কি দেখিব। আকাশে যেমন দুটী পক্ষী স্বাধীন ভাবে উড়ে, তুমি আর আমি তেমনি স্বাধীন ভাবে এই ংসারে বিহার করিব। যখন ভ্রমণের সখ মিটিয়া যাবে তখন শ্রীক্ষেত্রে, া কাশীতে, বা গয়াতে, বা প্রয়াগে দুই জনে সুখে বাস করিব। একবার কল্পনা করিয়া দেখ সেই সুখের অবস্থা,—তুমি আর আমি, আর বসন্তের হাওয়া, শরতের চাঁদ; তুমি আর আমি, আর বর্ষার মেঘ, শীতের মধুরতা। কাননের কুসুম, কুসুমের সুরভি, কোকিলের কুহু কুহু রব—আর, তুমি আর আমি। কুঞ্জবনকে তপোবন

করিব। সেই তপোবনে তুমি যোগী, আমি যোগিনী। তুমি বল ঈশ্বর নাই, নাই থাকিলেন। আমি তোমাকে সেই তপোবনে ধ্যান করিব, পূজা করিব। আমার যৌবন, সৌন্দর্য্য, দেহ, প্রেমের পূর্ণ নৈবেদ্য দিয়া তোমাকে পূজা করিব। প্রতিদিন তোমার পাদপদ্মে প্রেমের অঞ্জলি দিব,—তুমি সম্মত নহে? তবে মিথ্যা তোমার প্রেম। হাত ধরিলে কেন? ছাড়িয়া দেও। আর সাক্ষাতে প্রয়োজন নাই।

শ্যামচাঁদ ভাবিল, পাখী শিকল কাটিয়া পলাইল বুঝি।

শ্যামচাঁদ। প্রাণ, আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তোমার জন্য সমাজ ছাড়িব। তোমাকে ছাড়িয়া আমার প্রাণ থাকিবে না। তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ।

ললিতা হর্ষিত হইল, বলিল, যতদিন বিবাহ না হইবে এইখানে গোপনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু দেহ দিব না। আজি যেমন তুমি আমাকে টানিয়াছিলে, বিবাহের পূর্ব্বে তুমি ওরূপ আর কখন করিও না।

শ্যামচাঁদ। তাহা করিব না। তবে, হৃদয়েশ্বরী! একবার মাত্র ক্ষমা করিতে হইবে। এই বলিয়া সহসা শ্যামচাঁদ ললিতার মুখচুম্বন করিল। ললিতার দেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছুটিয়া গেল। ললিতা ক্ষণকাল অবশ হইল। তখন শ্যামচাঁদ দুই হস্তে ললিতাকে টানিয়া লইয়া বলিল "এস প্রাণ, অদ্যই ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমাদের দুই জনের গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া যাউক।"

ললিতা জোরে শ্যামচাঁদের বাহু বন্ধন ছাড়াইয়া লইয়া একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি ঈশ্বর মাননা তবে কেন ঈশ্বর সাক্ষী করিতেছ!" আবার গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমাদের বিবাহ হউক, তাহার পর এ দাসীত

চিরকাল তোমারই, কায়মনোবাক্যে কেবল তোমারই সেবা করিবে। নীচে যেন দরজা খোলার শব্দ হইল, না? চলিলাম—

এই বলিয়া ললিতা ফিরিয়া দুই পা যেমন চলিল, শ্যামচাঁদ তাহার অঞ্চল ধরিল।

ললিতা। ছাড়, কা'ল আবার এখানে এই রকম দেখা হইবে।

শ্যামচাঁদ। একটা কথা কেবল। বিবাহের আগে দেহ দিতে পারিবে না। সেই উইলখানি ত দিতে পার।

ললিতা। "না, না" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আঁচল ছাড়াইয়া বেগে চলিয়া গেল।

ধূর্ত্ত শ্যামচাঁদ নিঃশব্দে নিজের ঘরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল— "ললিতাকে যত সহজ মেয়ে ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। ললিতার এ ধর্ম্মজ্ঞান, না বিষয়বুদ্ধির দূরদর্শিতা। প্রবোধ বাবু বলেন, 'লোককে ভাল করিতে সময় ও চেষ্টা লাগে।' আমি দেখ্‌ছি 'লোককে খারাপ কর্ত্তেও সময় ও চেষ্টা লাগে'। যাহা হউক শ্যামচাঁদের বুদ্ধির শাণিত অস্ত্রে ললিতার সতীত্ব কতক্ষণ টিকিবে। ললিতার সতীত্ব-নাশ হইলে, সে তখন আমার পদানত হইবে। তখন সে উইল দিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিতে বিপরীত।

ললিতার যে বৎসর বিবাহ হয়, সেই বৎসরই সে বিধবা হয়। তাহার দুই বৎসর পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তাহার পিতা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। যত্ন করিয়া ললিতাকে কিছু লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু অতি অল্প বেতন পাইতেন। কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ললিতার মা ঘরে যাহা কিছু দ্রব্যাদি ছিল তাহা বন্ধক দিয়া ও বেচিয়া কিছুকাল সংসার চালাইয়াছিলেন। পরে অচল হইলে ললিতাকে নরেশ বাবুর মার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন। নিজে একজন জ্ঞাতির বাটীতে অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেন। তাহার দুই বৎসর পরে তাঁহারও মৃত্যু হইল।

সুতরাং ললিতা অনাথিনী। ললিতা--বিধবা, সুন্দরী, যুবতী। সুতরাং পদে পদে বিপদ। কিন্তু নানা প্রলোভন মধ্যে লম্পটদিগের চেষ্টা পদদলিত করিয়া এতাবৎকাল সে ভাল ছিল।

ললিতা নরেশ বাবুর এবং শ্যামচাঁদ বাবুর ও বৌরাণীর জলখাবার প্রস্তুত করিত। বৌরাণী কখন কখন শ্যামচাঁদ বাবুকে জলখাবার দিবার জন্য ললিতাকে বলিতেন। এইরূপে এবং অন্য কোন কোন সাংসারিক ঘটনায় ললিতার সহিত শ্যামচাঁদের চারিচক্ষু একত্র হইত। শ্যামচাঁদ অতি সুন্দর পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া ললিতার হৃদয় কখন কখন চঞ্চল হইত। এইরূপে প্রণয়ের মুকুল হইল। এই সময় ললিতার দুর্ভাগ্যক্রমে সে বঙ্কিম বাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠ করিল।

আয়েষার মহতী চরিত্র-শক্তি—প্রেম ও আত্মসংযম আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইল। সে ভাবিল সেও আয়েষার ন্যায় "রমণীরত্ন" হইবে, সে আয়েষা, শ্যামচাঁদ জগৎসিংহ। ক্রমে গোপনে শ্যামচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রণয় মুকুল প্রস্ফুটিত হইল। তখন কল্পনা তাহাকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" পুস্তক পড়িয়াছিল। যখন হৃদয়ে প্রণয়ের মোহ প্রবেশ করে নাই, তখন সে বলিয়াছিল—"ছি! বিধবার আবার বিবাহ! মরণ আর কি!" কিন্তু এখন তাহার মনে হইল, "আর আয়েষা হইবার আবশ্যক নাই। গিরি-গহ্বর-রুদ্ধ-উৎস, উন্মুক্ত পথ পাইলেই, আহ্লাদে সাগর সঙ্গমে যায়। আমিও বিধবা বিবাহের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছি; আমিও স্বামীসঙ্গমে কেন যাইব না? এই ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহে বৈধব্যের করুণ আর্ত্তনাদ এ হৃদয় হইতে চলিয়া যাক। দাম্পত্য-প্রণয়ের মধুর সঙ্গীত এই হৃদয়কে সুখে কম্পিত করুক। বৈধব্য শ্মশান, বিবাহ নন্দন কানন; সেখানে মন্দাকিনী প্রবাহিত, পুত্রকন্যা পারিজাত প্রস্ফুটিত। যখন ইচ্ছা করিলেই শচী ও শচীপতি হইতে পারি, তখন কেন পরান্ন-প্রতিপালিত কুকুরের ন্যায়, পরের দাসী হইয়া থাকিব। বৈধব্য তপ্ত-দীর্ঘনিশ্বাস; বিবাহ ঢল-ঢল হাসি। বৈধব্য গভীর অমাবস্যা; বিবাহ ঊষার সিন্দুর-অরুণ-কিরণ ছটা। বৈধব্য নরক, বিবাহ স্বর্গ। স্বর্গের পথ খোলা থাকিতে, কেন নরকে পচিব? লোকে নিন্দা করিবে? তা করুক। সাহেবরা বিধবা-বিবাহ করে, মুসলমানেরা করে, কেবল পোড়া হিন্দু অভাগিনী বিধবাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছে।" ললিতার এক্ষণে আসক্তি হইয়াছে, মোহে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছে। সে এরূপ ভাবিবে তাহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু হতভাগিনী বিধবার যখন বিবাহ করিবার উদ্দাম ইচ্ছা হয়,

তখন তাহার অবস্থা সর্ব্বদা পতনোন্মুখী—। তখন হয় বিবাহ, না হয় ব্যভিচার। প্রায় ইহাই ঘটিয়া থাকে। ললিতার পক্ষে তাহাই সম্ভব।

নরেশ বাবু যে ললিতাকে বেশ্যা বলিয়াছে এটা ললিতার ক্রোধ উদ্দীপিত করিবার জন্য শ্যামচাঁদ রচনা করিয়াছিল। ললিতা অসতী নহে, তথাপি তাহার কলঙ্ক রটিয়াছে, এটাও শ্যামচাঁদের রচনা। সতীরপক্ষে "অসতী" অপবাদ অতিশয় বিপদ্‌জনক। কেন না অধিকাংশ লোকের সুনামের সঙ্গে সুবুদ্ধিও চলিয়া যায়। আর, লোকনিন্দাভয় সতীত্বের একটা ভারি কড়াক্কর পাহারা। মিথ্যা কলঙ্ক রটিলে, সে পাহারা আর থাকে না। পাহারা না থাকিলে সহজেই দস্যু ও তস্কর গৃহে প্রবেশ করে। শ্যামচাঁদ তাহা বুঝিত। তাই সে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা খুব রং চড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছিল। শ্যামচাঁদ মনে করিয়াছিল একা কন্দর্পঠাকুরের সহায়ে ললিতাকে নষ্ট করা কঠিন। তাই ক্রোধ ঠাকুরকেও আহ্বান করিয়াছিল।

কিন্তু ললি[illegible] একটু দূরদর্শিতা ছিল। তাই সে বুঝিত বিবাহের দৃঢ়বন্ধনে তাহার প্রণয়ীকে বাঁধিতে না পারিলে, ভবিসুখসম্পদ অনিশ্চিত। এই বিষয়বুদ্ধিতে লোভের ভাব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং হতভাগিনী ললিতাকে তিনটী প্রবল রিপু চালিত করিতেছে—কাম, ক্রোধ, লোভ। সে ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। শ্যামচাঁদের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। সে মনে করিল, যতই মিশি না কেন, বিবাহের পূর্ব্বে দেহ সমর্পণ করিব না। কি ভয়ানক ভুল! "আমি যুবতী নির্জ্জনে রজনীতে যুবকের দেহ সংস্পর্শ করিব, কিন্তু ব্যভিচারিণী হইব না।" শ্যামচাঁদ অধ্যবসায়ের সহিত ললিতার চরম পতন প্রতীক্ষা করিয়া ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতেছে, ক্রমেই প্রণয়ের তীব্র মাদক রস ললিতার কর্ণকুহরে ঢালিতেছে।

পোড়ামুখী ললিতা অধ্যবসায়ের সহিত বিবাহ প্রতীক্ষা করিয়া ক্রমেই অধিক মিশিতেছে; মনে করিতেছে, প্রেম-সোহাগ-আদর-সুখ-তরণীতে চড়িয়া বিবাহের নিরাপদ বন্দরে শীঘ্র উপস্থিত হইবে। নিম্নে সর্ব্বনাশের গভীর নীলাম্বু—অতলস্পর্শ অগাধ দুঃখ, তাহা দেখিল না। সেই পাপচিত্রের, চরমপাপের দৃশ্য আঁকিব না। একদিন রজনীতে প্রেমরসের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে ললিতার প্রতিজ্ঞা কোথায় ভাসিয়া গেল। পথিক যখন ক্রমশঃ গভীর-গহ্বরবর্ত্তী শৈলশৃঙ্গের শেষপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন অতিমাত্র অল্প-বল প্রয়োগ করিলেই সে অতল গহ্বরে পড়িয়া যায়—। হতভাগিনী ললিতার তাহাই হইল। ললিতা তিন দিন কাঁদিল। তিন দিন পরে, আবার শ্যামচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। দুই চারি দিন গেল। একদিন শ্যামচাঁদ বলিল—"উইলখানি না দিলে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না। উইলখানি দেখাইয়া নরেশবাবুকে একটু কাবু করিয়া, তাহার নিকট একটা মোটা মাসহারা বন্দবস্ত করিয়া, লেখাপড়া করাইয়া রেজিষ্টরী করিয়া লইব, পরে তোমাকে বিবাহ করিব। নতুবা এখন আমার যে আয় আছে, তাহাতে ছেলে পিলে হইলে আমাদের কষ্ট হইবে, ভাল চলিবে না। আমি যাহা বলিতেছি উভয়েরই ভাল। আমাকে কি অবিশ্বাস কর?"

ললিতা কি করে, ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন উইল খানি শ্যামচাঁদকে দিল। তাহার পরে শ্যামচাঁদের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"প্রাণেশ্বর আমি নিতান্ত তোমার চরণাশ্রিতা দাসী—শীঘ্র বিবাহ করিয়া আমাকে শান্তি দাও।"

শ্যামচাঁদ দলিলখানি পাইয়া উল্লাসিত হইল। কিন্তু উল্লাস প্রকাশ করিল না। মনে মনে বলিল—"তুমি এখন চুলোয় যাও—অনেক

কষ্টে আমি এই দলিল বাহির করেছি”। প্রকাশ্যে বলিল, “প্রাণেশ্বরী আমি তোমারই অনুগত দাস।”

পাপ-প্রণয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা “ডিউয়েল” বিশেষ। কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্ম-যুদ্ধে অর্জ্জুন ভীষ্মদেবকে প্রণাম করিয়া, শরদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। পাপ-প্রণয়ের অধর্ম্মযুদ্ধে নায়ক নায়িকা পরস্পরকে চুম্বন করিয়া, স্নেহ আদর জানাইয়া, পঞ্চশরে পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করে। ফলে, বলী, সিদ্ধ হস্ত পুরুষ অবলাকে বধ করে—প্রাণের অপেক্ষাও যে মূল্যবান ধর্ম্ম তাহা নাশ করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নরেশ বাবুর স্ত্রী হীরামণি তাহার পরিচারিকা রসময়ীর নিকট যাহা শুনিয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক কথা রসময়ীর রচনা ও কবিত্ব তাহা পাঠক অবগত আছেন। হীরামণি সেই রচনার উপর আরও রং চড়াইয়া নরেশ বাবুকে কুমুদিনীর কথা বলিল। তাহাতে নরেশ বাবু বুঝিলেন, মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী একটা ধড়িবাজ কুলটা স্ত্রী; ফাঁদ পাতিয়া নটবর নায়েবকে, শিবনাথ নায়েবকে, ও প্রবোধ বাবুকে মজাইয়াছে, এবং অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য একটা ফাঁদ পাতিয়াছে। নরেশ বাবু আরও স্থির করিলেন, নটবর নায়েবের কোন দোষ নাই, দোষ কুমুদিনীর। তাঁহার আদেশ মত সদর নায়েব পরগণার নূতন নায়েবকে পত্র লিখিলেন :—

"বিদ্রোহী প্রজাদিগের কঠিন ভাবে শাসন করিতে না পারিলে তোমার নায়েবি কাজ থাকিবে না। মহেশ যদি খালাস হয়, যাহারা মোকদ্দমা তদ্বির করিতেছে তাহারা এবং তুমি বরতরফ হইবে।" পরগণার নায়েব এই আদেশ পাইয়া অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল; প্রজাদিগকে কাছারীতে ধরিয়া আনে, টাকা আদায় করে, নতুবা জুতা মারে। সে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া দুই পয়সা বেশ সংস্থান করিয়া লইল। জমিদার একথা কিছুই জানিতে পারিলেন না; প্রজারা এক্ষণে নিরুপায়। যদিও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কতকটা প্রজাদিগের পক্ষে—তথাপি তিনি শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য, এবং নরেশ বাবু একজন বড় সাহেব দ্বারা সরকার বাহাদুরকে বিশেষত চিফ্ সেক্রেটারিকে বুঝাইয়া ও অনুরোধ করিয়া কতকটা সরকার বাহাদুরের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার জন্য একটা ইস্তাহার জারি করিলেন এবং ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। ২২০ জন কৃষক গ্রেপ্তার হইল। দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিত ৫৪ টা ফৌজদারি মোকদ্দমা হইল। অনেকের জেল হইল।

এদিকে ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, বিদ্রোহী প্রজাদিগের মধ্যে তাহাই ঘটিল। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হইল। মোকারিম সেখ যদিও লোক ভাল, তথাপি সে মধ্যে মধ্যে যদুর কাজে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "যদু ভীরু এবং স্বার্থপর।" যদু বলিল "মোকারিম গোঁয়ার এবং মুসলমানদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহে।" বস্তুতঃ মহেশের মত একজন নিঃস্বার্থ, সুবিবেচক, সমদর্শী ও দূরদর্শী, অসাধারণ বীরপুরুষের অভাব হইয়াছিল। ভীম ও ষড়ানন কয়েকটা লুট পাঠ করিয়া অনেক টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে প্রজাদিগের একমাত্র সহায় গুরু-

মহাশয় কালীকৃষ্ণ। সে উকীল-মোক্তারের নিকট, যায়, প্রজাদিগকে পরামর্শ দেয়। প্রজাদিগের প্রতি প্রবোধ বাবুর পূর্ব্বেও যেমন দয়া ছিল, এক্ষণেও তেমনি দয়া আছে।

তিনি নরেশ বাবুর নায়েব যে বড় অত্যাচার করিতেছে, তাহা নরেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, এবং এই অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। নরেশ বাবু অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বিদ্রোহী প্রজা শাসন করিতে হইলে যেরূপ কঠিন ভাব অবলম্বন করা আবশ্যক তাহাই হইতেছে এই মনে করিলেন। প্রবোধ বাবু যখন দেখিলেন, নরেশ একান্তই তাঁহার কথা শুনিলেন না, তখন তিনি নরেশ বাবুর অনিষ্ট না হয়, অথচ প্রজাদিগের অত্যাচার নিবারণ হয়, এইরূপ ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রবোধ বাবুর পরামর্শ মতে নরেশ বাবুর নূতন নায়েবকে একদিন খাস কামরায় তলব করিলেন, খুব ধমকাইলেন, যদি অত্যাচার ফের করে তাহাকে জেলে পাঠাইবেন বলিলেন, এবং তাহার মুচলেখা লইলেন। নূতন নায়েব জমিদারের নিকট লিখেলেন, "ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের পুণ্য-বলে সমুদয় প্রজা শাসন করিয়াছিল, কিন্তু প্রবোধ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হুজুরের এবং অধীনের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া যাহাতে অধীনের অবিলম্বে জেল হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। উকীল ও মোক্তারের পরামর্শে অধীন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাস কামরায় গিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া, হুজুরকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপ হইতে আপাততঃ রক্ষা করিয়াছে এবং অধীনও নিষ্কৃতি পাইয়াছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অধীনের মুচলেখা লইয়াছেন। এবং দারোগা বাবু অধীনকে গোপনে বলিলেন, কোন না

কোন মোকর্দ্দমায় অধীনকে চালান দিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বেই দারোগা বাবুর উপর হুকুম দিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি কৃষ্ণপুর গ্রামের হানেফ মোল্লা তাহার ভাইকে অধীন গুমি করিয়াছে বলিয়া দারোগার নিকট মিথ্যা এজাহার করিয়াছে। এক্ষণও দারোগা বাবু ডায়েরি লেখেন নাই. ৫০০ শত পাইলেই তিনি এসমুদয় মিটাইয়া দিতে পারেন। টাকা না দিলে যে মোকর্দ্দমা হইবে.তাহাতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বিস্তর খরচ হইতে পারে। এ বিষয় কি করা কর্ত্তব্য বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। অধীনের কর্ত্তব্য কার্য্যের ক্রটী হইবে না। হুজুর মালিক।”

এই গুমির কথা নায়েবের রচনা—তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়। নায়েবের ৫০০৲ শত টাকা লাভ হইল। প্রজাদিগের এবং প্রবোধ বাবুর উপর নরেশ বাবুর ক্রোধ বাড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

এদিকে নরেশ বাবুর একটি ভয়ানক নূতন বিপদ উপস্থিত। নরেশ বাবুর মাতার নাম জয়া। জয়ার প্রথমে রামলাল নামক যুবার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। গাত্র হরিদ্রা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে। এই সময় নরেশের পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্য সুন্দরী বয়স্থা কন্যার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সন্ধান করিতে করিতে জয়ার পিতার নিকট ভূপেশবাবুর ঘটক আসিল। দরিদ্রের গৃহে এই মনোমোহিনী কন্যারত্ন

দেখিয়া সে জয়ার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। জয়ার পিতা বলিল, "গাত্রে হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে, এখন কেমন করিয়া হয়"? কিন্তু ঘটক বলিল, "২০ হাজার টাকা পাইবেন।" জয়ার পিতা লোভে পড়িয়া তাহাতে সম্মত হইল। রামলাল গরীব, এই বিবাহে বাধা দিতে পারিল না। জয়ার পিতা ২০ হাজার পাইল না, ১০ হাজার টাকা পাইল, বিবাহ হইল। কিন্তু পাপ আপাত রমণীয় হইলেও পরিণামে সুখজনক হয় না, এ পর্য্যন্ত ভূপেশের পুত্র হয় নাই। একটী মাত্র দৌহিত্র সন্তান ছিল, তাহার নাম শ্যামচাঁদ। তাহাকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতেছিলেন। নরেশের জন্ম হইল। শ্যামচাঁদের চক্রান্তে ভূপেশ তখন মাসে মাসে বেনামী চিঠি পাইতে লাগিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"জয়ার বিবাহের পূর্ব্বে রামলালের সহিত তাহার অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার প্রমাণ আছে।" এই কথাতে ভূপেশের মনে চঞ্চলতা হইত, কখন কখন সংশয় হইত। কিন্তু দুর্গার রূপরাশি যখনই দেখিতেন, তাঁহার সংশয়-তাপিত হৃদয় শীতল হইত। কালক্রমে দুর্গার রূপের ভাটা পড়িল। বাবাজীর আর একটী বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। একদিন তিনি দুর্গাকে বলিলেন, "দেখ, বিবাহের পূর্ব্বে তোমার চরিত্রদোষের কথা শুনা যায়, প্রমাণও পাওয়া যায়। তাহার পর রামলালের সহিত তোমার এক প্রকার বিবাহও হইয়া গিয়াছিল— এবং আমার সহিত যে বিবাহ হইয়াছে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, সুতরাং সিদ্ধ নহে। আমি তজ্জন্য একখানি উইল করিয়াছি। তাহাতে আমার সমুদয় বিষয় আমার দৌহিত্রকে দিয়াছি। উইলে তোমাকে এবং নরেশকে মাসিক দুই শত টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" জয়া অবাক্। পরে সে কাঁদিল কাটিল, শপথ করিল, পায়ে ধরিল। ভূপেশ অটল। ভূপেশ বাহিরে গেলে, জয়া নিজের শয়নঘরের

দ্বার বন্ধ করিল, খাইল না, কেবল একলা কাঁদিল। অবশেষে তৃতীয় দিবস দ্বার খুলিল—বিষ খাইবে, স্থির করিল। কিন্তু পুত্রের মায়াতে তাহা পারিল না, নিজের দুঃখের কথা সমুদয় ললিতাকে বলিল। ললিতা শ্যামচাঁদের চর, শ্যামচাঁদকে তাহা বলিল।

এদিকে ভূপেশ বাবু প্রবোধ বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন। প্রবোধ বাবু যদিও ওকালতি ব্যবসায় করেন না, তথাপি তিনি B. L. খুব আইনজ্ঞ, অল্প বয়সে অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁহাকে ভূপেশ বাবু উইল দেখাইলেন। প্রবোধকে নরেশ "দাদা" বলিত। প্রবোধ বাবুও নরেশ বাবুকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন। প্রবোধ ভূপেশ বাবুকে বলিলেন "আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া আমার মত দিব। এমন গুরুতর ও কঠিন বিষয়ে সহসা একটা কাজ করা উচিত নহে।" কিছু কালের মধ্যে প্রবোধ বাবু, জয়া সম্বন্ধে যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। তখন একদিন ভূপেশ হাসিতে হাসিতে জয়ার নিকট আসিয়া নিজের ভুল তাহা স্বীকার করিলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। জয়া আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপেশ বলিলেন, "আমি যে উইলের মুসবিদা করিয়াছিলাম, তোমার সাক্ষাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছি। দুর্গা তাঁহার হাত হইতে উইল খানা লইয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বর, আমি উহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।" এই বলিয়া বালিশের নীচে তাহা রাখিয়া দিলেন। স্বামী ও স্ত্রী আবার নবীভূত প্রেমে রজনী যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে পোড়ামুখী ললিতা সুযোগ পাইয়া এই উইল চুরি করিল। এই উইল হরণ তাহার সতীত্ব হরণের হেতু হইয়াছিল। তাহা পাঠক জানেন। একটা পাপে আর একটা পাপ ডাকিয়া আনে। শ্যামচাঁদকে এই উইল দিল;

শ্যামচাঁদ নরেশ বাবুর সদর কাছারীর জালিয়ত পেশকার দ্বারা সেই উইল খানিতে ভূপেশ বাবুর এবং দুই একটি মৃত লোকের নাম জাল করিল; এবং পেশকার এবং ভূতনাথ নামক আর একজন আমলা, শ্যামচাঁদের টাকা ও আশ্বাস বাক্যে বাধ্য হইয়া, সেই জাল উইল, সাক্ষী স্বরূপ, স্বাক্ষর করিল। শ্যামচাঁদ ঐ জাল উইলের প্রোবেটের জন্য আদালতে দরখাস্ত করিল।

নরেশ বাবু এই উইলের মোকদ্দমার বিষয় জানিয়া বিপদের উপর মহাবিপদ অনুভব করিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ। ক্রোধ হইতে সম্মোহ (হিতাহিত বিবেকাভাব) হয়।

সূর্য্য অস্তগামী। নরেশ বাবু তাহার প্রাসাদে, কপোল-ন্যস্ত-হস্ত, সোফাতে অর্দ্ধশয়ান, চিন্তামগ্ন। তিনি ভাবিতেছেন,—"একদিকে প্রজারা বিদ্রোহী, অন্যদিকে উইল-ঘটিত ভয়ানক মোকদ্দমা। আমলাগণ বিশ্বাসঘাতক। শ্যামচাঁদ ঘোরচক্রী। বিশ্বাসী প্রাচীন দেওয়ানজী গোপীনাথ কাশীতে মুমূর্ষু, আমার পরামর্শদাতা ও বন্ধু প্রবোধবাবু এক্ষণে আমার শত্রু, এবং বিদ্রোহী প্রজাদিগের পৃষ্ঠপোষক। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। কাহাকে বিশ্বাস করিব, কাহাকে অবিশ্বাস করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। উকীল মোক্তার কেবল টাকা, টাকা; চিল শকুনি যেমন মৃত পশুদেহ হইতে মাংস

খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া লয়, তেমনি কৌন্সিলি, উকীল, মোক্তার, আর তদ্বিরকারকগণ আমার অর্থ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া লইতেছে। ক্রমাগত আশা ত দিতেছে। অবশ্য জয় হইবে। যদি মোকদ্দমায় হারিয়া যাই? এত টাকা ব্যয় করিয়া মামলাতে হারিব? তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রবোধ বাবু মোকদ্দমা রুজু হইলেই রফা করিতে বলিয়াছিলেন। কেন রফা করিব? প্রবোধ বাবু শ্যামচাঁদের দিকে টানিতেছেন, ভাবেন নরেশ বোকা, নরেশ কিছু বুঝে না। তিনি আমার অপেক্ষা পণ্ডিত, বহুদর্শী, আইনজ্ঞ, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে আমি তাঁহার অপেক্ষা কম নহি। লোক চেনা আমার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা। প্রবোধ বাবুকে আমি ঠিক চিনিয়াছি। কিসের ভয়? কিসের চিন্তা? বিষয় সম্পত্তি থাকিলেই মামলা মোকদ্দমা হয়। তাতে নরেশ ভীত নহে! তবে সময় সময় আজি কালি কেন এমন অবসাদ হয়? বোধহয়, অধিক কাজ করিয়া—উকীল মোক্তারগণকে বুদ্ধি দিতে হইতেছে, উপদেশ দিতে হইতেছে। মফঃস্বলে নায়েবগণকে চালনা করিতে হইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঠাণ্ডা রাখিতে হইতেছে। বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দাবিয়া রাখিতে হইতেছে। আবার স্ত্রীকে মাঝে মাঝে নূতন নূতন হীরার গহনা দিতে হইতেছে। সে দিন হীরার মুকুট দিলাম, আবার নূতন ফ্যাশনের হীরার বেলফুলের নেক্‌লেস্ চাহিয়াছে; ঐ হীরার নেক্‌লেসের জন্য, প্রেয়সী কল্য বড় কাঁদিয়াছে। তাহাও দিতে হইবে। অন্য আর কেহ কি এত পারিত। আমি যাই এমন বুদ্ধিমান্, তাই সব দিক রক্ষা করিতেছি। যা হোক, আজ মনটা কেমন খারাপ বোধ হইতেছে। এমন সময় অবশ্য সুরার সাহায্য লওয়া আবশ্যক।”
উজ্জ্বল সুরাপাত্রে নরেশ দীপ্তিশালিনী হাস্যময়ী মধুরা সুরা ঢালিল,

পান করিল। অবসাদ গেল, স্ফূর্ত্তি হইল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "প্রবোধ বাবু আসিয়াছেন।"

নরেশ। আসিতে বল।

প্রবোধ বাবু কক্ষে প্রবেশ করিলে নরেশ বাবু অভ্যাসবশতঃ বলিলেন—"আসুন, বসুন" তারপর একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"মহাশয়ের কি জন্য এই অধমের গৃহে শুভাগমন হইয়াছে?"

প্রবোধ। আমি তোমার শত্রু এই কি তুমি বিশ্বাস কর?"

নরেশ। না। আপনি আমার পরমবন্ধু! পরম শুভাকাঙ্ক্ষী! আমার আর একটী বন্ধু শ্যামচাঁদ।

প্রবোধ। আমি আর শ্যামচাঁদ?

নরেশ। আপনি আমার খুব ভাল চেষ্টা করিতেছেন—প্রজাদিগের উত্তেজনা করিতেছেন—হারামজাদা মহেশের পক্ষে মামলা-খরচ দিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আমার নামে ঠকামি করিতেছেন। এসব ত বন্ধুরই কাজ। আপনি একটী পাকা লোক। তবে আমাকে আপনি যত নির্ব্বোধ মনে করেন, আমি তত নির্ব্বোধ নহি।

প্রবোধ। নরেশ তুমি ক্ষেপিয়াছ?

নরেশ। হাঁ, আমি ক্ষিপ্ত। বলুন নরেশ আহাম্মক, নরেশ গাধা। তবে, আমি গাধাই হই, বা ক্ষিপ্তই হই, মহেশের বা অন্য কোন প্রজার স্ত্রীর জন্য ক্ষিপ্ত হই না; গোপনে পাপ করিয়া ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া, সাধু সাজিয়া ভণ্ডামি করি না। আপনি শ্যামচাঁদের নিকট যান, তার পক্ষে মামলার তদ্বির করুন্ গে। আমার কাছে কেন?

প্রবোধ। আমি দেখিতেছি বিপদে তোমার মাথা যথার্থই খারাপ হইয়া গিয়াছে।

নরেশ। আমার বাটীতে বসিয়া আমাকে যদি ফের "মাথা খারাপ বা পাগল" বলেন তাহা হইলে—আমি বল্‌ছি—আপনি আরও অপমান হইবেন—আপনি চলিয়া যান—চলিয়া যান। আপনি আর কখন আমাকে পরামর্শ দিতে আসিবেন না।

প্রবোধ। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে আমি দেখিতেছি। আমি চলিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিচারালয়।

মহেশের বিচার। আদালত লোকে গস্‌গস্ করিতেছে। বহিরে অসংখ্য প্রজা, ভিতরে ভদ্রলোকের ঠেসাঠেসি। যে সকল উকীল মোকদ্দমায় নিযুক্ত হন নাই, তাঁহারাও অনেকে সামলা মাথায় দিয়া চেয়ারে বসিয়া সওয়াল জবাব শুনিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন নব্য উকীল দ্রুতবেগে পেন্সিলে নোট লিখিতেছেন, যেন তাঁহারা এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত আছেন। মহেশের হাতে কড়ি,—মুখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও গাম্ভীর্য্য। তাহার পশ্চাতে যদু ও সম্মুখে—ঠিক মহেশের উকীলের পশ্চাতে—কালীকৃষ্ণ দাড়াইয়া আছে।

মহেশের নামে অভিযোগ—খুন ৩০২ ধারা, অপরাধযুক্ত নরহত্যা যাহা খুন নহে ৩০৪ ধারা, এবং গুরুতর আঘাত ৩২৫ ধারা। মোকদ্দমাটী এই ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, নসিরদ্দি নামক জমিদারের লাঠিয়াল মহেশের স্ত্রীকে আক্রমণ করিয়াছিল। মহেশ ও তাহার পিতা অনেক

দিন হইতে তাহাকে খুন করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। কিন্তু নসিরদ্দি বিশেষ সতর্ক থাকাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। একদিন নসিরদ্দি রাত্রিতে একাকী বাটী যাইতেছিল। মহেশ ও হারাধন পথের ধারে বন হইতে বাহির হইয়া তাহাকে লাঠি মারিয়া খুন করে।

নরেশ বাবু সরকারী উকীলের সহিত একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন এই ব্যারিষ্টারের সহিত জজ সাহেবের বিশেষ সৌহৃদ্য আছে এবং যাহাতে জজ সাহেব মহেশকে গুরুতর দণ্ড দেন তজ্জন্য রাত্রিতে খানা খাইবার সময় ব্যারিষ্টার সাহেব জজ সাহেবকে অনুরোধ করিবেন এবং জজ সাহেব সেই অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। সাহেবটী আইনজ্ঞ ও দক্ষ কৌন্সিলি। মহেশের পক্ষে প্রবোধ বাবু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গাঙ্গুলি নামক একজন স্থানীয় উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র উদীয়মান প্রতিভাশালী হৃদয়বান্ উকীল। তাঁহার সঙ্গে একজন নবীন জুনিয়র ছিলেন। সাতদিন হইতে এই বিচার চলিতেছে। হেমচন্দ্র, ব্যারিষ্টার সাহেব এবং গবর্ণমেণ্ট প্লীডারের সহিত একাকী যুঝিতেছিলেন—অক্লান্ত, অদম্য, তর্কে অজেয়, বাদিপক্ষ সমর্থনে নির্ভীক। সরকার বাহাদুরের পক্ষে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছিল, হেমবাবুর জেরায় তাহাদিগের সাক্ষ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু মহেশ নিজেই প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করিয়াছিল;—মহেশ জীবন রক্ষার জন্যও মিথ্যা কথা কহিতে স্বীকৃত নহে। মহেশ বলিয়াছিল যে, তাহার বৃদ্ধ পিতাকে জমিদারের লাঠিয়ালের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সে বল প্রকাশ করিয়াছিল। উকীল হেমবাবু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, মহেশের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে, জেরাতে তাহার কোনটী টিঁকে নাই, তাহারা আত্মবিরোধী, পরস্পর বিসম্বাদী, অবিশ্বাস্য। তবে মহেশের

ন্জের একরার এই এক কথা। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন, যদি মহে-
শ্বর স্বীকার মাত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার
মুদয় স্বীকারটুকু বিশ্বাস করা সঙ্গত। তাহার একরারের কতকাংশ
রিত্যাগ করিয়া কতকাংশ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। আসামী আঘাত
রিয়াছিল তাহা সে নিজেই স্বীকার করে। কিন্তু সে পিতাকে মৃত্যু
। গুরুতর আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিয়াছিল।
ুতরাং সে আইন-সঙ্গত ভাবে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিল। তজ্জন্য,
ণ্ডবিধির ১০০ ধারা অনুসারে, তাহার কখনই দণ্ড হইতে পারে না।

হেমবাবু বক্তৃতা করিতে করিতে বঙ্গদেশের জমীদার ও প্রজার
ম্পর্ক, মামুদ পরগণায় প্রজার উপর অত্যাচার, প্রজার অসহায় অবস্থা,
িশদ ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। তাহার পর আসামীর প্রতি
: অত্যাচার হইয়া আসিতেছিল—একটা সমৃদ্ধ ও সম্মানিত কৃষক
রিবার জমীদারের আমলার অত্যাচারে কিরূপে ছারখার হইল, অব-
শেষে বৃদ্ধ গৃহস্বামী হারাধন কিরূপে নিরপরাধে ধৃত হইল, কিরূপে
মীদারের লাঠিয়ালগণ তাহাকে ধরিয়া রাস্তায় ছেঁচড়াইতে ছেঁচ-
াইতে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, হারাধনের শিশু কন্যা মায়া
রূপে লাঞ্ছিত পিতার পশ্চাতে পশ্চাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িল,
রূপে পাষাণ হৃদয় লাঠিয়ালগণ এই কোমল বালিকাকে নিষ্ঠুর ভাবে
াস্তায় নিক্ষিপ্ত করিল এবং তাহার পিতাকে ধরিয়া লইয়া যাইল,
িধিরাক্তা বালিকা পথে কিরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিল, এবং
বশেষে এই কৃষক বীর কিরূপে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে রক্ষা করিল হেম-
ু হৃদয়দ্রাবী ভাষাতে বর্ণনা করিলেন। অত্যাচার বর্ণনা কালে এই
দয় উকীলের স্বর মধ্যে মধ্যে দুঃখে প্রকম্পিত হইল এবং কখন
ন স্বরভঙ্গ ও তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। শ্রোতারা অশ্রুমোচন

করিতে লাগিলেন, এমন কি জজ সাহেব নিজেও একটু বিচলিত হই-লেন। আবার অত্যাচারের প্রতি ধর্ম্ম্য ক্রোধ প্রকাশ করিবার সময় হেমবাবুর ভাষা প্রদীপ্ত বহ্নিবৎ জ্বলিতে লাগিল। সেই অপূর্ব্ব বক্তৃতা এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে বর্ণনা করিবার স্থান নাই। উপসংহারে উকীল বাবু, তাঁহার সমুদয় হৃদয়ের শক্তি তাঁহার ভাষাতে ঘনীভূত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“আমার মক্কেল, এই আসামী, যে কোন অপরাধ করিয়াছে তাহার লেশ মাত্র প্রমাণ নাই। সে নিজে যাহা স্বীকার করিয়াছে তাহাতে তাহার মহত্ত্ব ও নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পাইতেছে; কোন অপরাধ প্রকাশ পাইতেছে না। বস্তুতঃ সে হেয় দস্যু বা তস্করের ন্যায় শোচনীয় বন্দীভাবে আনীত হইবার যোগ্য নহে, সে শ্রদ্ধার যোগ্য —পূজার্হ। বিধাতার দুর্জ্জ্ঞেয় অভিপ্রায়ে পূজ্য ব্যক্তিও কখন কখন এই জগতে লাঞ্ছিত হন। নতুবা এই ব্যক্তি অদ্য কেন এই স্থানে বন্দী-ভাবে দণ্ডায়মান তাহা আমি যথার্থই বুঝি না। এই পিতৃভক্ত স্বচ্চরিত্র ধর্ম্মাত্মা যুবা তাঁহার পিতৃভক্তি জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে দোদুল্যমান হইবে, অথবা চিরকালের জন্য দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইবে, অথবা দস্যু তস্ক-রের ভোগ্য কারাবাসের যন্ত্রণাভোগ করিবে কি না তাহা বিচারকের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে। আপনারা অবগত আছেন, পুরাকালে একদা এত্‌না নামক আগ্নেয়গিরি হইতে প্রধূমিত প্রজ্বলিত ধাতুনিঃস্রব, প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সকল দগ্ধ ও ভূগর্ভস্থ করিতে লাগিল। তখন কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই ভয়াকুল, স্ব স্ব মহামূল্য দ্রব্য লইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল আনাপিয়স ও আম্ফিনোমস নামক দুইটী যুবক, নিজের সম্পত্তির উপর দৃক্‌পাত না করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধে করিয়া নিরাপদ স্থানের সন্ধানে ধাবমান হইলেন। স্বয়ং ধর্ম্ম এই সাধু পুত্রদ্বয় ও জনক জননীর

রক্ষা করিলেন। যে দিক দিয়া তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন সে দিক দিয়া শৈল নিঃস্রব গেল না। সুতরাং তাঁহারা রক্ষা পাইলেন, এবং ঐ পুত্রদ্বয়ের অনুসৃত পথ অন্যান্য স্থানের ন্যায় দগ্ধ হইল না। সেই পথ পুত্রদ্বয়ের ধর্ম্মে পূত হইয়াছিল। সেই জন্য ঐ স্থান "ধর্ম্মক্ষেত্র" নামে প্রখ্যাত হইল। আমিও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনাদিগের সম্মুখীন এই যুবা পিতৃভক্ত পুত্র, নিজের প্রাণনাশের ভয় না করিয়া, লাঞ্ছিত জনককে জমীদারের বেতনভোগী দস্যুদিগের হস্ত হইতে অসাধারণ বীর্য্যবলে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে স্কন্ধে লইয়া যে পথে ভগ্নীর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, সেই ভূভাগ পুণ্যভূমি, "ধর্ম্মক্ষেত্র" —চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। আমি অসংকোচে বলিতেছি যে, বৃদ্ধ নিরপরাধী পিতাকে অপমান, পীড়ন, যন্ত্রণা ও শোচনীয় মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য করায় যদি কাহারও কোন বিচারালয়ে দণ্ড হয়, তাহা হইলে সেই বিচারালয় ধর্ম্মাধিকরণ নহে, তাহা ভীষণ নরক। যদি সংসারে পিতৃভক্তির আদর থাকে, যদি ধর্ম্মের গৌরব থাকে, তাহা হইলে কেবল ইহাকে বেকসুর খালাস করা উচিত তাহা নহে, ইহার পবিত্র কীর্ত্তি স্মরণার্থ ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপন করা উচিত। ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত অনর্গল বক্তৃতা করিয়া হেমবাবু বসিলেন। শ্রোতারা বলিল "ধন্য হেমবাবু" "ধন্য মহেশ।" চাপরাশীরা "চোপ চোপ" হাঁকিয়া দিল। কিন্তু বারান্দায় আবার "ধন্য মহেশ," "ধন্য হেম বাবু" শব্দ হইল। বাহিরে অগণ্য প্রজা "জয় মহেশজীকি জয়—জয় উকীল বাবুকি জয়—জয় মহেশজীকি জয়—" এই বলিয়া, আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। তখন মহেশের বোধ হইল যেন আবার রাত্রিতে শ্মশান কালীরমাঠে কৃষক সভাতে সে নিজে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছে; আর প্রজারা "জয় মহেশজীকি জয়" বলিতেছে।

আসামীর পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেওয়া হইয়াছে। ব্যারিষ্টার আবার বক্তৃতা করিলেন ; কিন্তু হেমবাবুর যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তৎপরে জজ সাহেব উকীল বাবুকে বলিলেন "বাবু, আপনি উত্তেজিত হইয়া আপনার বক্তৃতার উপসংহারে ওকালতীর ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। আপনাকে এইবার সাবধান করিয়া দিয়া ক্ষমা করিলাম নতুবা 'আদালতের অবজ্ঞা করিয়াছেন' এই অপরাধে আপনাকে দণ্ড দিতাম।" হেম বাবু উত্তর করিলেন, "হুজুর আমার দণ্ড হইয়া যদি এই নির্দ্দোষী আসামীর মুক্তি হয়, তাহাতে আমি দুঃখিত হইব না।" জজ সাহেব বলিলেন "অদ্য রাত্রি ৮টা হইয়াছে। আর কাজ চলিতে পারে না।" সেদিন আদালত বন্ধ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দামোদর নদীতটে রাধাপুর গ্রাম। বেলা ১০টা। একটী সন্ন্যাসী গান করিতে করিতে, সেই গ্রামের গৃহে গৃহে ফিরিতেছেন :—

গীত।

ওগো মহামায়া, মোরে কর দয়া,
পাপী তাপীকে পশুপালিকে।
পথে পথে ফিরি,
সেবা নাম ধরি,
মোর হবে, আনন্দ কবে, জীব সেবায় :
রিপুনাশিকে॥

ওরে, মায়া, মায়া,—
মায়া বলে সবে,
বল মায়া কোথা, ওগো মায়া কিবা,
জ্ঞানদায়িকে ॥

এই গানটী গাইতে গাইতে সন্ন্যাসী ভগবতীচরণ দত্তের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভগবতী কুসীদজীবী। তিনি তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে পাটীর উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে কাঠের একটী বড় বাক্স। বাক্সের উপর একখানি হিসাবের খাতা রহিয়াছে। পাশে দুইটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহাদের নাম হরিহর ও প্রাণধন।

সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিবামাত্র, একটী কুকুর উঠানে ভেউ ভেউ করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া ঐ গানটী আর একবার গাইবেন, এমন সময় ভগবতীচরণ বলিলেন,—"ঠাকুর ভিক্কে টিক্কে এখানে হবে না। আমার কাছে সোজা কথা।" সন্ন্যাসী হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"নারায়ণ আপনার মঙ্গল করুন—আমি ভিক্ষা চাহিনা।"

ভগবতী। আরে ঠাকুর, সব বাবাজীই এসে প্রথমে ঐ কথা বলেন। আমি ঢের দেখেছি।

সন্ন্যাসী। পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়েছি, এখানে একটু বসিতে পাই না কি,—বাবা?

ভগবতী। প্রথমে "ক্লান্ত", তারপরে বলুন "তৃষ্ণা" পেয়েছে—তৃষ্ণার পরই "খিদে"—ঠাকুর ও সব চালাকি জানি।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার একটুও তৃষ্ণা পায় নাই।

ভগবতী। পেতেই বা কতক্ষণ ?

সন্ন্যাসী। না বাবা, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমি জলগ্রহণ করিনা—

ভগবতী। ঠাকুর, আমার হাত গুণাবার মোটেই ইচ্ছা নাই। (হরিহরের প্রতি তাকাইয়া) অদৃষ্টে যা আছে, তা হবেই। তবে আর গুণান ফুনান কেন, কি বল ভায়া ?

হরিহর। তা বটেইত।

সন্ন্যাসী। বাবা, আমি হাত দেখ্‌তে চাচ্ছিনে।

ভগবতী। তবে কি মজা দেখ্‌তে চাচ্ছ ?

সন্ন্যাসী। যে দিন সংসার ত্যাগ করেছি, সে দিন মজা আমোদ ত্যাগ করিয়াছি।

ভগবতী। আমার কোন ঔষধেরও দরকার নাই।

সন্ন্যাসী। বাবা, ঔষধই কেন জোর ক'রে, বা যেচে, দিতে চাব ?

ভগবতী। আরে ভাল আপদ্ ত! তবে বাপু চাও কি, এক কথায় বলে ফেলুন দিনি, ঠাকুর। আমি সোজা লোক, বাঁকা কথা বুঝি না।

এই সময়ে পাঁচ বৎসরের এক বালিকা আসিয়া বলিল "সন্ন্যাসী ঠাকুরকে একটা গান কর্ত্তে বল, বাবা। মা বল্লেন।"

ভগবতী। এই হয়েছে। (প্রাণধনের প্রতি) ঠাকুর কাজ হাসিল করেছেন আর কি। গান হলেই অন্দরমহল থেকে একটা সিধে বেরোবে—মাগীদের ত টাকা রোজগার কর্ত্তে হয় না। (মাথা নাড়িয়া) কি বল হরিহর ভায়া।

হরিহর। আরে মশায়, ও কথা বলেন কেন। গিন্নিই ত আমাকে ফতুর করেছেন।

প্রাণধন। ঠাকুরের গলার আওয়াজ ভাল। একটা গান গেলে দোষ কি। সাধুর গান শুন্‌লেও পুণ্য হয়।

ভগবতী। না, না; ওসব হবে না। ঠাকুর, গা তুলুন। গাঁজা টাঁজা আমার কাছে নেই। তামাক খাবেন? (কলিকা নামাইয়া দিয়া) ইচ্ছা হয় ত দুচার দোম্‌ দিয়ে সরে পড়ুন।

সন্ন্যাসী। বাবা, তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

প্রাণধন। বলুন না!

সন্ন্যাসী। একটী মেয়ে—বছর আট কি নয় বয়স—জলে ডুবে গিছিল—তার কোন খোঁজ বল্‌তে পারেন কি?

ভগবতী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) তুমিত আচ্ছা লোক, ঠাকুর, ভদ্রলোককে ঝাঁ কোরে একটা সঙ্গীন কথা বলে ফেল্‌লে। মেয়ের খোঁজ রাখা আমার পেশা নাকি?

সন্ন্যাসী। বাবা, ক্রোধ করবারত কথা কিছু বলিনি।

ভগবতী। হাঁ। ভাল কথাই বলেছেন! আমি ছেলে ধরা,—আমি মেয়ে চোর! (হরিহরের প্রতি তাকাইয়া, কুপিত স্বরে) দেখ্‌ছ না—লোকটা সহজ নয় গো।

প্রাণধন। মেয়েটীর বাড়ী কোথা?

সন্ন্যাসী। সংগ্রামপুরে।

ভগবতী। আরে প্রাণধন ভায়া, বুঝ্‌ছো? এর ভিতরে একটা মতলব আছে। একটা মতলব আছে—(ভ্রূ তুলিয়া) মতলব। উনি একটা আলখাল্লা পরে, ভোল ফিরিয়ে, আমার সঙ্গে চালাকি কর্ত্তে এসেছেন। বাবাজী ছেলের হাতে মোয়া নয়—এ ভগবতীচরণ—বুঝ্‌লে, বাবাজী, ভগবতীচরণ—(হরিহরের প্রতি) ঠাকুর আবার

বসেন যে! দেখত ভায়া—টাকাটা সিকিটে মাদুরের উপর পড়ে নাই ত?

সন্ন্যাসী। (প্রাণধন বাবুর প্রতি তাকাইয়া) বাবা, তুমি কি কোন নৌকাডুবি মেয়ের কথা শুনেছো?

প্রাণধন। যজ্ঞেশ্বর হালদারের বাড়ীতে কালকে একটা নৌকাডুবি মেয়ের কথা বলছিলো।

সন্ন্যাসী। তাঁহার বাড়ীটা কোথায়, বাবা?

প্রাণধন। এই গ্রামেই। চলুন, আমি বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি। ভগবতী দাদা, এখন বিদায় হই।

—— ——

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

সন্ন্যাসী ও প্রাণধন চলিয়া গেলেন; এদিকে বাটীর ভিতর হইতে একজন দাসী একখানি রেকাবে আতপ চাউল আর একটী কাঁচকলা লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে দত্ত মহাশয়ের সম্মুখে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দত্ত মহাশয় দাসীর প্রতি কটাক্ষ পূর্ব্বক বলিলেন—"আরে, চলে গিয়েছে।"

দাসী। মা ঠাকুরুণ বল্লেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ভিক্ষে না দিলে অকল্যাণ হবে, শিগ্‌গির ভিক্ষে দিয়ে আয়।'

ভগবতী। (ভ্রূকুটি পূর্ব্বক) আরে চলে গিয়েছে। তার এখন কি হবে? থাকতে থাকতে আসতে পাল্লিনে?

হরিহর। মহাশয়, জেয়াদা দূর যায় নাই। ডেকে ভিক্ষে দিলে হয় না?

ভগবতী। তুমিত বেশ লোক দেখ্‌ছি! আমি এখন টাকা কড়ি ফেলে, ভবঘুরে বাবাজীর পিছু ছুটি আর কি?

হরিহর। ঝি ডাক্‌লে হয় না?

ভগবতী। (হরিহরের প্রতি) তোমার বুদ্ধি বেশ! একটা মেয়ে মানুষ—ভদ্রলোকের বাড়ীর ঝী—সদর রাস্তায়, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে, একটা মরদের পিছু ছুটুক। (ঝীর প্রতি মুখ খিচাইয়া) দাড়িয়ে থাক্‌লি কেন? কাচ আর কি! যা, বাড়ীর ভিতর যা। মানুষ নয়ত, সং।

নিরপরাধে দত্ত মহাশয়ের মুখ খিচুনি ও বকুনি খাইয়া, দাসী, আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে, অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিল। তাহাকে দেখিয়াই গৃহিণী রোষ-কষায়িত-লোচনে বলিলেন,—"ফিরিয়ে নিয়ে এলি যে লো—আজ্‌লি!—ভিক্ষে দিতে হবে, তার জন্য কর্ত্তার নিকট আবার হুকুম নিতে গেলি। আমার ওপর আবার সর্দ্দারি! বড় কর্ত্তা চিনিস্‌ লো।

দাসী। আমার দোষ কি, মা ঠাকুরুণ, গতর খাটিয়ে খেতে এইছি। তা কথায় কথায় ঝাঁটা মারা কেন?

গৃহিণী। ওলো, অত বড়াই করিস্‌নে। যা রয় সয়, তাই ভাল। আমি তোকে না রাখ্‌লে, কর্ত্তার সাধ্যি কি, তোকে রাখেন—তা জানিস্‌ লো, জানিস্‌—চোপা করিস্‌ নে।

দাসীর বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর। দেখিতে গোলগাল, চেহারা সতর আঠার বৎসরের ন্যায়। মুখখানিতেও একটু লালিত্য আছে। তাই গৃহিণীর রাগ।

চাকরাণী বলিল. "মাঠাকরুণ যদি না রাখ্‌তে চাও, তা বল্‌লেই, চলে যাই।"

এই বলিবামাত্র গৃহিণীর কোপ, অনিল-তাড়িত-অগ্নিশিখাবৎ, প্রজ্বলিত হইল। সংক্ষেপে, একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। সেই অন্তঃপুর-সমর-তুর্য্যধ্বনি চণ্ডীমণ্ডপে শ্রুত হইল। ভগবতী হরিহরকে বলিলেন, "দেখিলে ভায়া, সন্ন্যাসী ঠাকুর চলে গেলে, নিয়ে এলো ভিক্ষে। এখন বাড়ীর ভিতর ঝড় বহিতেছে। সব দোষ আমার!!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

প্রাণধন বাবু সন্ন্যাসীকে যজ্ঞেশ্বর হালদারের বাটী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী সেই গানটী করিতে করিতে ক্রমশঃ হালদার মহাশয়ের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে মায়া তাহা, দূরাগত বীণাধ্বনিবৎ, সুখস্বপ্নস্মৃতিবৎ, শুনিল। ঘোর অন্ধ-তামসী নিশিতে বুঝিবা দীপালোক দৃষ্ট হইল। এ কি মধুর গান! পথে কে এ মধু ছড়াইতেছে—আকাশে এ মধুর ঢেউ তুলিয়া আজ কে আকাশকে সুখে চেতন করিয়া তুলিতেছে--একি স্বর্গের সোণার পাখি গান করিতে করিতে স্বর্গ হইতে নামিতেছে, আর চারিদিকে সুধা বর্ষণ করিতেছে। "সেবা নাম ধরি—পথে পথে ফিরি"—সেবানন্দ স্বামীজী? "মায়া—মায়া—মায়া" বলে আমায় ডাকিতেছেন কি? হাঁ নিশ্চিতই সেবানন্দ' আমারই খোঁজে আসিয়াছেন—যাদুর মা, যাদুর মা—"

যাদুর মা (অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে)—কেন মায়া দিদি?

মায়া। বাহিরে কে এসেছেন একবার দেখিবে কি?

যাদুর মা মায়াকে বড়ই ভাল বাসিত। সে বাহিরে দেখিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসেছেন। তোমার খোঁজে।”

মায়া। কি বলিতেছেন?

যাদুর মা। "এই বাড়ীতে কি মায়া নামে একটী মেয়ে আছে," আরও কত কথা।

মায়া। সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাম কি?

যাদুর মা। এক্ষণই সব শুন্‌তে পাবে। তোমাকে নিয়ে যাবেন। দিদি, তোমাকে ছেড়ে আমরা কেমন কোরে থাক্‌ব? এখনি যে সে কথা মনে কোরে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে।

যজ্ঞেশ্বর হালদার ব্রাহ্মণ। তাহার কিছু জমী আছে। তাহার অৰ্দ্ধেক প্রজা বিলি করিয়া দিয়াছেন। সিকি 'ভাগে জোত' আছে। আর সিকি খাস খামার আছে, কৃষাণ রাখিয়া চাষ করান। অন্তঃপুরের দিকে একটী পুকুর আছে। তাহার চারি ধারে সারি সারি তাল বৃক্ষ। তাহার পাশে আম্র, কাঁঠাল, জাম, আতা, আনারস, বিলাতি আমড়া, বিলাতি কুল, দাড়িম্ব, পেয়ারা, কদলী, তাল ইত্যাদি নানাবিধ বৃক্ষ আছে। রন্ধন গৃহের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে শাক সবজির বাগান আছে। বাহিরের উঠানে ধানের একটী গোলা আছে। গোলার অনতিদূরে চারিটা হৃষ্ট পুষ্ট গাভী রহিয়াছে, তাহাদিগের গা অতি পরিস্কার, যেন তেল চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। নিকটে একজন চাকর ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করিয়া বিচালী কাটিতেছে। তাহার পিছনে দুইটী সুন্দর গাভী বৎস দাঁড়াইয়া আছে। একজন চাকর পূজার দালানে একটী চাকরাণীকে কি বলিতেছে।

সেবানন্দ মধুর কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। চাকর, বিচালী কাটা রাখিয়া, চাকরাণী ও খানসামা, কথা বার্ত্তা বন্ধ করিয়া, গান শুনিতে লাগিল। হালদার মহাশয় বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

সন্ন্যাসী উপবেশন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন—"নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন"।

যজ্ঞেশ্বর। ঠাকুর আমার পরম ভাগ্য, এ অধমের গৃহে আপনার পদধূলি পড়িয়াছে। অদ্য এখানেই আপনার সেবা হউক।—ওরে, পা ধোবার জল দে—"

সন্ন্যাসী। বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একটী মেয়ে জলে ডুবিয়াছিল—বয়স আট নয় বৎসর, বাবা, তুমি তাহার কোন খবর বলিতে পার কি?"

যজ্ঞেশ্বর। তাহার নাম?

সন্ন্যাসী। মায়া।

যজ্ঞেশ্বর। পিতার নাম?

সন্ন্যাসী। হারাধন মণ্ডল।

যজ্ঞেশ্বর। বাড়ী কোথায়?

সন্ন্যাসী! সংগ্রামপুরে।

যজ্ঞেশ্বর "কিরূপে জলমগ্ন হইল" ইত্যাদি সমুদয় তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ঐ মেয়েটীর কে হন?"

সন্ন্যাসী। আমি সংসার ত্যাগী, দারপরিগ্রহ করি নাই। ঐ বালিকার ভ্রাতা আমার পরমাত্মীয়! মেয়েটীর ভ্রাতৃজায়া এবং তাহাদের বর্ত্তমান অভিভাবক, শোভন ও মহৎহাটা পরগণার জমীদার

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র মৈত্রেয়, তাঁহার নাম শুনিয়াছেন বোধ করি?

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ, তিনি মহাশয় ব্যক্তি।

সেবানন্দ। তিনি এই মেয়েটী অন্বেষণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার ভার আমাকে দিয়াছেন।

যজ্ঞেশ্বর। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যে সত্য তাহা কেমন করিয়া জানিব?

সন্ন্যাসী। মেয়েটী আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে।

যজ্ঞেশ্বর। আপনাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাতে এ অধমের কোন অপরাধ লইবেন না। এই মেয়েটী সম্বন্ধে একটী লোক আমার সঙ্গে ঘোর প্রবঞ্চনা করিয়াছিল।

সেবানন্দ। বাবা, তুমি এ মেয়েটীকে কিরূপে পাইলে?

যজ্ঞেশ্বর। সমুদয় কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। আমার একটী আঠার বৎসরের ছেলে আছে (বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ঐ বাহিরে রোয়াকের উপর দিয়া আসিতেছে। একটী সুন্দরী পাত্রীর জন্য কয়েকটী ঘটককে বলিয়াছিলাম। একটী ঘটক বলিল যে, এক ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অতি গরিব। পাঁচ শত টাকা চাহে। আমি পাত্রী দেখিলাম। তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। গৃহিনী তাহাকে দেখিয়া, বিবাহ দিবার জন্য যেন পাগল হইলেন। আমিও মনে করিলাম যে এই দেবকন্যা সদৃশী পাত্রীটা যদি আমার পুত্রবধূ হয়, তাহা হইলে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু অজ্ঞাত-কুলশীলা কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য, তাই বংশাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলাম। সন্দেহ হইল। পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণের বাসায় গিয়া বালিকাটীকে আর একবার দেখিতে চাহিলাম। বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ঐ ব্যক্তি তোমার

কে হন। তাঁহার বাটী কোথা?' বালিকা সজল চক্ষে বলিল, 'উহাকে আগে দেখি নাই। উহার বাড়ি কোথায় জানি না, উনি আমাকে কিছুকাল হইতে বলিতেছেন—আমি তোর বাবা এ বলিয়া পরিচয় দিস, নতুবা তোকে মারিয়া ফেলিব।' আমি উহাকে বলিয়াছি—'আমি মিথ্যা পরিচয় কখন দিব না।' তার পর মেয়েটী যে সকল কথা বলিল তাহা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার চাকরকে বলিলাম শীঘ্র চৌকীদার ডাকিয়া আনো। আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, লোকটাকে দুইটা পদাঘাত দিয়াছিলাম। সে পদাহত হইবামাত্র উধাও হইয়া পলাইল। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া বালিকাটীকে গৃহে আনিলাম। বালিকার কহতমত ঠিকানায় তাহার ভ্রাতার নামে, পত্র লিখিলাম। কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই।

সেবানন্দ। উত্তর না পাইবারই কথা। উহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া বা অন্য কোন আত্মীয় ব্যক্তি এক্ষণে গৃহে নাই। পত্র বোধ হয় নায়েবের হাতে পড়িয়াছে, সে গাপ করিয়াছে।

যজ্ঞেশ্বর। যাহা হউক মেয়েটীর অভিভাবকের নিকট আপনি লইয়া যাইবেন তাহা আমার আহ্লাদের বিষয়।

এই বলিয়া হালদার মহাশয় বাটীর ভিতর হইতে মায়াকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ সন্ন্যাসীকে চেনো।"

মায়া। (গদগদ কণ্ঠে বলিল) উনি সেবানন্দ স্বামীজী। উনিই আমাকে নৌকাতে লইয়া আসিতেছিলেন—

যজ্ঞেশ্বর মায়াকে সেবানন্দ স্বামীর নিকট লইয়া আসিলেন।—ভাবোচ্ছ্বাসে মায়ার হৃদয় তরঙ্গের ন্যায় উৎকম্পিত হইতে লাগিল, আর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

সেবানন্দ। মায়া কাঁদিও না। আর কোন চিন্তা নাই। নারায়ণ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

যজ্ঞেশ্বর। মা, তুমি এখন বাড়ীর ভিতর যাও। ঠাকুর আহারাদি করুন।

মায়া সেবানন্দের দিকে অশ্রুসিক্ত নয়ন ফিরাইল। সেবানন্দ বলিলেন "তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও।"

মায়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। সেবানন্দ বলিলেন "বাবা, তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না, আমি এখানে খাইতে পারিব না। এক্ষণ মায়াকে আমার সঙ্গে দিলে এই দণ্ডেই আমি যাত্রা করি।"

যজ্ঞেশ্বর। মায়াকে লইয়া এখন কোন গ্রামে যাইবেন?

সেবানন্দ। রামপুর গ্রামে—প্রবোধ বাবুর বাটীতে—

যজ্ঞেশ্বর। ওরে, পরাণে! ঘাট হইতে কেনারাম মাঝিকে ডেকে নিয়ে আয়, আর পাল্কীর চারিটা বেহারা—

পরাণে চাকর মাঝি ও বেহারার জন্য গেল। যজ্ঞেশ্বর অন্তঃপুরে মায়ার যাত্রার আয়োজন করিবার জন্য বলিয়া দিলেন। গৃহিণী মায়াকে আবার খাওয়াইলেন। একটী নূতন তুরঙ্গে মায়ার জন্য নূতন বস্ত্র দিলেন। মায়ার চুল ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, মুখখানি মুছাইয়া দিলেন, একখানি দিব্য সাড়ি পরাইয়া দিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে মায়াকে চুম্বন করিলেন—বলিলেন, মেয়ে ত নয় দেবকন্যা। মা, আমাকে ভুলো না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বরী হইও।

যজ্ঞেশ্বরের বিধবা ভগ্নী মায়ার অঞ্চলে কয়েকটী ভাল মিষ্টান্ন বাঁধিয়া, বলিলেন "মায়া এই সন্দেশ পথে খাইতে ভুলিও না। ঐ চাঁদমুখ এ জীবনে হয়ত আর দেখিতে পাইব না"—এই বলিয়া বিধবা অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। যাদুর মা একহাঁড়ি সন্দেশ, একটা

কেরো, একটা ঘটী, আর একটা গাঁঠরি, মায়ার নিকট আনিয়া রাখিল।

এদিকে পাল্কী লইয়া বাহক উপস্থিত হইল। মাঝি বলিল—"বাতাস উঠেছে, পা'ল পাবে, ঠাকুর, একটু শীঘ্র করে আসলে শীঘ্র যেতে পার্বেন।

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন—"মায়াকে সকলে এত ভালবাসে যে মায়া তাদের ছেড়ে যাবে বলে, সকলেই কান্‌ছে। এমন কি চাকরাণী যাদুর মাও কান্‌ছে। সে বলছে 'সঙ্গে যাব, তার মাসীমার বাড়ী রামপুরে'।

সেবানন্দ। বেশত, ভালই।

মায়া হালদার মহাশয়কে প্রণাম করিল। যজ্ঞেশ্বর আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর বলিলেন, "তোমার দাদা যদি তোমার বিয়ের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, আমি যাব, বলো।"

মায়া বিবাহের কথা ভাল বুঝিল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ কথাটা শুনিয়া কেমন একটু জড়সড় হইল, হয়তো লজ্জায়।

মায়া পাল্কীতে উঠিল। যাদুর মা বলিল "আমি পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি।"

মায়া। যাদুর মা, পাল্কীর ভিতর এসো। যাদুর মা পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাহকগণ শিবিকা লইয়া চলিল। মহানুভব হালদার মহাশয়কে সেবানন্দ পুনরপি আশীর্ব্বাদ করিয়া, শিবিকা সহ চলিলেন।

বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের বিষাদ ও অন্ধকার হালদার গৃহ আচ্ছন্ন করিল। মায়া সেই গৃহ আলো করিয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"মা হওয়া কি মুখের কথা"।

মায়া, সেবানন্দ, ও যাদুর মা—নৌকায় উঠিল। নৌকায় মায়া, "দাদা ও বৌ"র সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। আর কোন কথা কহিল না। সমুদয় রাস্তায় চুপ করিয়া থাকিল; কখন কখন চোখ দিয়া জল পড়ে, আর জল মুছে। সেবানন্দ ও যাদুর মা নানাপ্রকারে মায়াকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মায়া কখন কখন চক্ষু বুঁজিয়া "বাবা, বাবা, তুমি কোথায়?" এই বলে, আর চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়।

কোমলহৃদয়া বালিকার শোকে সেবানন্দের হৃদয় গলিতে লাগিল—সন্ন্যাসীর উদাসীন চিত্ত ক্রমে মমতা মায়াতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। যখন মায়ার অশ্রুসিক্ত বদন দেখিয়া সেবানন্দের চোখে জল আসিত, তখন তিনি গদগদ স্বরে ভজন গাহিতেন। মায়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা শুনিত—তখন এই বিভুগান মায়ার ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে শান্তির শীতল বারি সিঞ্চন করিত। এইরূপে, বালিকা আর সন্ন্যাসী, দুই জনে একটা নূতন স্নেহময় জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সেই স্নেহের দিব্য চক্ষুতে সন্ন্যাসী দেখিলেন যে, এই ক্ষুদ্র বালিকাতে একটা অলৌকিক ভাব নিহিত রহিয়াছে—এই নারীদেহে দৈবী শক্তি যেন জাগিয়া উঠিতেছে, ক্ষুদ্রকে মহৎ করিতেছে, শোকের সোপান দিয়া আনন্দময় ব্রহ্মলোকের পথ দেখাইয়া দিতেছে। বালিকা সেই শোকাশ্রু-ধৌত লোচনে দেখিল, সেবানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াও স্নেহের মূর্ত্তি, নিজের আত্মার একটী অংশ, জীবের সেবক। বালিকার বয়স এখন এত কম

যে উভয়ের মধ্যে আজিও প্রণয়পুষ্প ফুটিতে পারে না। তবে এ কি ভাব? জানি না।

সেবানন্দ ও মায়া, যাদুর মাকে সঙ্গে লইয়া, প্রবোধ বাবুর বাটীতে আসিলেন। কুমুদিনী মায়াকে দেখিবামাত্র মায়ার গলা জড়াইয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া—"মায়া, আমাদের মায়া, মায়া, মায়া" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মায়া চুপ করিয়া রহিল। কেবল তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিয়া কুমুদিনীর দেহকে সিক্ত করিতে লাগিল। এই সময় সেবানন্দ অতি করুণ স্বরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন।

গীত।

ডুবনা ডুবনা শোকে, এ মিছা সংসারে।
পিতা কন্যা দেখা হবে, সরগে ওপারে॥
এখানে নহে ভবন তব, এখানে আমরা যাত্রী সব।
কেহ বা আগে, কেহ বা পিছে, সবে যেতেছি সেই ধারে॥

গান শুনিয়া মায়া ও কুমুদিনী কতকটা শান্ত হইলেন। সেবানন্দ তখন বাহিরের দিকে একটী প্রকোষ্ঠে বসিলেন। এ দিকে লীলা মায়াকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র মায়াকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "কোলে এস মা, তুমি আমার মেয়ে।" এই বলিয়া মায়াকে যথার্থই কোলে তুলিয়া লইলেন। মায়া নিতান্ত শিশু নয়। তাহার শোকাচ্ছন্ন মুখে লজ্জার ঈষৎ হাসির ক্ষীণপ্রভা দেখা দিল। মায়া লজ্জাতে নামিল। তখন লীলা দৌড়িয়া এক ঘটী জল আনিয়া মায়ার পা ধুইয়া দিলেন। মায়া হাত দিয়া নিষেধ করিল। লীলা শুনিলেন না। কুমুদিনী লীলার হাত হইতে ঘটীটী কাড়িয়া লইলেন।

লীলা দৌড়িয়া গিয়া একখানি তোয়ালিয়া আনিয়া মায়ার পা মুছিয়া দিলেন। বলিলেন, "মায়া, একটু বস"। তারপর, স্বহস্তে মায়ার মাথায় ও গায়ে বেশ করিয়া তেল মাখাইয়া স্নানের ঘরে লইয়া গেলেন। কুমুদিনী বলিল,—"দিদি, আমি স্নান করাইয়া দেই"। লীলা বলিলেন, "না রে কুমুদ, আমি স্নান করাইয়া দেব। মায়া যে আমার মেয়ে হয়, আর জন্মে আমার মেয়ে ছিল—এ জন্মে আবার তাকে পেয়েছি – আর কি ছাড়ি।" এই বলিয়া তাহাকে স্নান করাইতে লাগিলেন। স্নান হইয়া গেলে মায়ার উপযোগী একখানি দিব্য শুভ্র বসন আনিয়া মায়াকে পরাইয়া দিলেন। কুমুদিনীকে বলিলেন, "দেখ, আমার মেয়েটী কেমন সুন্দর।"

এই বলিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন, "আমাদের তিনজনের জন্য ভাল করিয়া জলখাবার দেও। আমরা দুই জন শীঘ্র স্নান করিয়া লইতেছি।" "এস কুমুদ, আমরা শীঘ্র স্নান করি।" তৎপরে কুমুদিনীর চুল খুলিয়া তাহার মাথায় তৈল দিলেন। কুমুদিনী বলিল—"আমি কি কচি খুকী, তাই আমাকে তেল মাখাইয়া দিবে ?"

লীলা বলিলেন—"তুমি যে আমাদের বৌ।"

কুমুদ—"বেশ, বৌ। কিন্তু বৌটীত খুব বড় হইয়াছে। এত বড় যে সে শাশুড়ির সেবা করিতে চাহে।

লীলা। পরে তুমি যত পার, আমার সেবা করিও, আজগে যে আমাদের ভারি আনন্দের দিন—আমার মেয়ে হারিয়ে গিছিল, তাকে আবার পেয়েছি। তুমি কি আমাকে একটু আনন্দ কর্ত্তে দিবে না ?

কুমুদ। দেবি! ক্ষমা কর। আমি নিজে তেল মাখিব, নিজে স্নান করিব। বরঞ্চ যদি অনুমতি হয়, আমি তোমাকে তেল মাখিয়ে দেই।"

লীলা—(হাসিয়া) হুঁ, পরের বেলায় ফাটাফাটি, নিজের বেলায় আঁটাআঁটি। আচ্ছা, তুমি আমাকে তেল মাখাতে দিলে না। তোমার পানে আমার আড়ি থাকিল।" এই বলিয়া হাসিয়া কুমুদিনীর হাত ধরিয়া স্নানের ঘরে লইয়া গেলেন। বলিলেন "তুমি আগে স্নান কর। আমি একবার রান্নাঘরে যাব।"

লীলা রন্ধন ঘরে গিয়া পাচিকাকে বলিয়া আসিলেন—"আজ খুব ভাল করিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আমাদের দিবে, আর তোমরা খাইবে। আজ আমাদের বাটীতে একটা উৎসব জানিবে।" এই বলিয়া মায়াকে যে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন আবার সেই ঘরে গেলেন ; দেখিলেন যে, মায়ার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

লীলা—মায়ার মুখ নিজের অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া তাহার কুসুম-কোমল হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"মায়া, কেঁদো না, আমি তোমার মা। তোমার দাদাকে আমি শীঘ্র এনে দেব।" এই বলিয়া মায়ার গালে হাত দিয়া আদর করিলেন। কুমুদিনী ইত্যবসরে স্নানের ঘর হইতে আসিল।

লীলা। কুমুদ, তুমি মায়ার কাছে বসো। আমি স্নান করে আসি।

লীলা ত্বরায় স্নান করিয়া আসিলেন, এদিকে পরিচারিকা বলিল—"জলখাবার প্রস্তুত।"

লীলা শ্বেতাম্বর পরিধান করিয়া, শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা মুখ ও চুল মুছিতে মুছিতে জলখাবার দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, তিনখানি সুন্দর আসন, তিনখানি রজত পাত্রে নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও বিবিধ মিষ্টান্ন, এবং রজত ভৃঙ্গার। দেখিয়া বলিলেন "এ কি ! রূপার বাসন আমি ত্যাগ করিছি, তা আবার কেন ?"

পরিচারিকা। আপনি "উৎসব" বলেছেন তাই।

লীলা। না। কুমুদিনী রূপার বাসনে খাইতে ভালবাসে না। কাঁসার বা পাথরের বাসনে দেও।

পরিচারিকা অমল শ্বেত প্রস্তরের রেকাবে ফল ও মিষ্টান্ন সাজাইল, শ্বেত পাথরের গ্লাসে সুবাসিত জল দিল।

লীলা কুমুদিনীকে ডাকিয়া, মায়ার হাত ধরিয়া, মায়াকে আসনে বসাইলেন। তিন জনেই সুন্দরী, পরমা সুন্দরী—সদ্যঃ স্নাতা, শুক্ল-বসনা। যেন বর্ষাবিধৌত তিনটী ফুল্ল নলিনী সেই প্রকোষ্ঠ সরোবরে ফুটিয়াছে।

লীলা বলিলেন—"আমি খাওয়াইতে বড় ভালবাসি" এই বলিয়া ফল তুলিয়া মায়ার মুখে দিতে চাহিলেন।

কুমুদিনী। মায়া! তুমি নিজে খাও, নতুবা তোমার মার খাওয়া হইবে না। তোমাকে খাওয়াইতে নিজের খাওয়া ভুলিয়া যাইবেন।

মায়া লীলার মুখের পানে চাহিল; দেখিল, তাহাতে যেন লেখা রহিয়াছে "জননী দেবী"—স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"জননী দেবী"—ললাটে, লোচনে, কপোলে, অধরে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"জননী দেবী"। মায়া লীলার মুখের প্রতি ক্ষণকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিল। লীলা একটু হাসিয়া বলিলেন—"মায়া, আমার মুখে কি দেখিতেছ।"

মায়া বলিল—"মা"।

কুমুদিনী বলিল—"হাঁ, মা"।

লীলা বলিলেন, "হাঁ, তোমার মা, তবে তুমি খাও"।

তখন মায়া কিছু খাইল। বাহিরে দূরে কে গান করিতেছেন :—

গীত।

ওরে তুই কে কাঁদিস, এ বিজন প্রান্তরে।
চলে আয়, ওরে ত্বরা করি, চলে আয়রে॥
বিশ্বমাতা মহামায়া,
ব্রহ্মের মধুর কায়া,
ওই দেখ, দাঁড়িয়ে আছেন, ওরে অবোধ শিশু,
স্নেহ ভরে ডাকেন তোরে, কোলে নেবার তরে,
ওরে, কোলে নেবার তরে রে,
কোলে নেবার তরে॥

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভোজন।

লীলার পিতা জমীদার। লীলা সংস্কৃত ও ইংরাজীতে সুশিক্ষিত তিনি শাস্ত্রবিহিত ব্রত উপবাসাদি করিতেন। প্রতিদিন অন্ততঃ একটী গরিবের সেবা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না। তিনি মায়াকে ও কুমুদিনীকে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী—রাণীভবানী, অহল্যাবাই প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণের পবিত্র কাহিনী শুনাইতেন। প্রবোধ বাবুর অবসর কম হইলেও, এই দুঃখিনী অবলা-দ্বয়ের সান্ত্বনার জন্য তিনি ভজন গাহিতেন। মায়া ও কুমুদিনী তাহা পাশের ঘর হইতে শুনিত, ভগবদ্ভক্তিতে অশ্রুসিক্ত হইত।

প্রবোধ বাবুর গুণগ্রাম ও মহত্ত্ব দেখিয়া মায়া ও কুমুদিনীর বোধ হইল যে, জমিদার, ধরিত্রীকে শস্যশালিনী করিবার জন্য, কৃষীবলের পৃষ্ঠপোষক হইবার নিমিত্ত, দীন দুঃখীর দুঃখমোচনার্থ, ধরাধামে অবতীর্ণ।

একদিন প্রবোধ বাবুর জমিদারির ভিতর মুড়াগাছা গ্রামে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হইবে। ঐ গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের সমুদয় কৃষক ও কৃষকনারীদিগের ভোজন হইবে। তাই লীলা বলিলেন :—"মায়া, মুড়াগাছা গ্রাম অতি নিকট। সেখানে অন্য

একটী পুকুর প্রতিষ্ঠা হইবে ; সেই উপলক্ষে কতকগুলি গ্রামের স্ত্রী পুরুষকে খাওয়ান হইবে। তোমরা আমার সঙ্গে পুকুর প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইবে ?"

মায়া কুমুদিনীর দিকে তাকাইল। কুমুদিনী বলিল,—"মায়া, তুমি যদি যাও, আমি যাইব।"

তিন খানি শিবিকাতে লীলা, মায়া ও কুমুদিনী মুড়াগাছা গ্রামে গেলেন। প্রবোধ বাবু পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছেন।

সেই গ্রামে দীনতারিণী দেবীর মন্দির ছিল। প্রথমে, মন্দিরে দীন-তারিণী দেবীর পূজা হইল। মায়া, কুমুদিনী, ও লীলা তাহা দেখিলেন। সেই মন্দিরের অনতিদুরে তুইটী চন্দ্রাতপ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী কেণিকা বেষ্টিত। চতুর্দ্দিক হইতে কৃষকগণ ও কৃষক-রমণীগণ আসিতেছে। বালকগণ, কেহ দৌড়িতে দৌড়িতে, কেহ নাচিতে নাচিতে, কেহ ঝগড়া করিতে করিতে, কেহ গান করিতে করিতে, আসিতেছে। যুবকগণ, কেহ কাঁধে গামছা ফেলিয়া, কেহ মাথায় চাদর বাঁধিয়া, আসিতেছে। কোন বৃদ্ধ যষ্টিতে ভর দিয়া, মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে, আসিতেছে। বালিকারা হাত ধরাধরি করিয়া, যুবতীরা ঘোমটা দিয়া, প্রৌঢ়ারা কক্ষে শিশু-সন্তান লইয়া, বৃদ্ধারা নববধূদিগের হাত ধরিয়া আসিতেছে। ক্রমাগত কৃষক ও কৃষক-নারী দলে দলে আগমন করিতেছে—সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। প্রবোধবাবু নূতন বস্ত্র দিয়াছেন।

কামিনীগণ কেণিকা পরিবেষ্টিত চন্দ্রাতপ তলে নীত হইল। সেখানে লীলাদেবী মধুর সম্ভাষণে তাহাদিগকে বসাইতেছেন। সকলে বসিল। পাচিকারা ধামা ধামা লুচি ও সন্দেশ আনিতে লাগিল।

লীলা স্বহস্তে লুচি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পাচিকারাও

পরিবেশন করিতে লাগিল। মায়া ও কুমুদিনী কিছুক্ষণ দেখিলেন। পরে তাঁহারা, লীলার সঙ্গে সঙ্গে, মিষ্টান্ন-পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

কৃষক বালাগণ দেখিল, যেন তিনটী দেবী স্বর্গ হইতে নামিয়া তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইতেছেন।

লীলা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন "আরও খাইতে হইবে" "বাছা তুমি আরও না খাইলে আমার দুঃখ হইবে"—"তুমি আর খান কতক লুচি খাও।" "মায়া! উহাকে আরও কয়েকটা রসগোল্লা দেও।" "গোপালের বৌ! ঘোমটার মধ্যে থেকে ও রকম মাথা নাড়িলে শুনিব না। না পার, হাতে সন্দেশ লও। কাল প্রাতে ছেলেরা খাবে। কুমুদিনী, উহার কোলে সন্দেশ ঢালিয়া দেও।"

মায়া আর কুমুদিনীও দিতেছেন আর বলিতেছেন, "খাবে বৈকি," "আরও না খেলে হবে কেন"।

অপর চন্দ্রাতপ তলে, প্রবোধ বাবু স্বয়ং ও তাঁহার নায়েব ও গোমস্তারা পরিবেশন করিতেছেন—প্রবোধ বাবু অতি ক্ষিপ্রহস্ত, তিনি একাই দশজন। তিনি সকলকেই মধুর সম্ভাষণ করিতেছেন ও দিতেছেন। পাচকগণ নায়েব ও গোমাস্তাগণ ছুটাছুটী করিয়া খাদ্য সম্ভার আনিতেছে। প্রবোধ বাবুর গাত্রে কামিজ নাই একটা গঞ্জিও নাই—তাঁহার বরবপুর গৌরকান্তি ফুটিতেছে; গলদেশে শুভ্র উপবীত দুলিতেছে। শ্রমে মুখের গৌরবর্ণে আরও লাল আভা হইয়াছে।

কৃষকগণ ভরপুর খাইল, আর যত পারিল কাপড়ে লইল—আহরান্তে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, "জয় হউক মহারাজের"।

নারী মণ্ডপ হইতে আশীর্ব্বাদধ্বনি উত্থিত হইল—"ধনে পুত্রে লক্ষীশ্বর হোন।" "জয় হোক মাঠাকুরাণীদিগের।"

মায়া ও কুমুদিনী বলিলেন "জয় হোক, কৃষক মাতৃদেবীর, জয় হোক ধর্ম্মের"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

গ্রীষ্মকাল। অন্ধকার রজনী; আকাশ নির্ম্মল, তারকিত। মায়া একাকিনী আলুলায়িত-কেশা প্রবোধ বাবুর বাটীতে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চে নভোমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া আছে। দূরস্থিত নক্ষত্র-মালার সহিত মায়া সখী পাতাইয়াছিল। তাই তাহাদিগকে বলিতে-ছিল—"সখীগণ! এতদিন তোমাদের সঙ্গে আলাপ, তোমাদের এত ভালবাসি, তোমরা তবু কেন একদিনও আমার নিকট আসিলে না? ওখান থেকে, অতদূর থেকে আমার জন্য কি তোমরা কানছ? শুনেছি, ভাল লোক মরিয়া তোমাদের কাছে যায়। আমার বাবাও তোমাদের কাছে গিয়াছেন কি, তোমরা একবার স্পষ্ট করে বল না। আমার বাবা কি তোমাদের কাছে আছেন? আমাকে তবে তোমরা তুলে নেওনা কেন। তোমরা ঘাড় নাড়িতেছ, আমাকে তুলিয়া নিতে পারিবে না? আচ্ছা না পার—তোমরা বলিতে পার, আমার দাদা এক্ষণে কোথায়? কি করিতেছেন? আর সেবানন্দ ঠাকুর এখন কোথায়?

সেবানন্দ—সেবানন্দ—বলি নক্ষত্রগণ! তোমাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ—আছে কি? নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে একটী নক্ষত্র এখানে জন্মে সেবানন্দ ঠাকুর হয়েছেন।"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "কে সেবানন্দ ঠাকুর হয়েছেন?" মায়া চমকিয়া উঠিল—দেখিল পশ্চাতে লীলাদেবী। লীলা বলিলেন, মায়া! খাবার প্রস্তুত, তোমাকে আমি খুঁজিতেছিলাম।"

মায়া। বৌ কোথায়?

লীলা। বৌ তাহার শুইবার ঘরে। সে খাইবে না। শরীর একটু সামান্য অসুখ করিয়াছে।"

মায়া। আমি আগে বৌকে দেখে আসি।

লীলা। শীঘ্র এস।

যে ঘরে প্রবোধ বাবু বসিয়া লিখিতেছিলেন, লীলা সেই ঘরে আসিলেন।

লীলা। কি লিখ্‌ছ?

প্রবোধ। মোক্তার মহাশয় লিখিয়াছেন মহেশের বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ সাহেব অদ্যাপি রায় দেন নাই।

লীলা। সে কি রকম?

প্রবোধ। তাই লিখিতেছি, জজ সাহেব রায় দিলেই যেন তাহা টেলিগ্রাফ করেন।

লীলা। মহেশ খালাস হবে কি?

প্রবোধ। হাকিমদিগের মন কখন কোন দিকে যায় তা বলা যায় না। খালাস হওয়াই ত উচিত।

লীলা। সে দিন নরেশ বাবুর ওখানে যাওয়ায় কোন ফল হইল না। নরেশ কেবল তোমাকে অপমান করিল।

প্রবোধ। প্রিয়ে, অপমান কি? অন্যের উপকারের জন্য যা কিছু করা যায় তাহাতে অপমান নাই, তা'ত তুমি জান।

লীলা। তা জানি। তবু তোমাকে তিনি যে কঠিন অন্যায় কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমার বুকে লাগিয়াছে।

প্রবোধ। প্রিয়তমে, নরেশের এক্ষণে বুদ্ধিনাশ হইয়াছে; তাহার কোন কথা এক্ষণে ধরিতে নাই। নরেশ বিপদ সাগরে পড়িয়াছে, আমি ব্যতীত তাহার একজনও নিঃস্বার্থ বন্ধু নাই। আমার কথা শুনিলে সে বোধ হয় রক্ষা পাইত, কিন্তু সেদিন আমাকে যে সকল অপমানের কথা বলিতে সাহসী হইয়াছে, তাহাতে সে যে আমার কথা আর এক্ষণ শুনিবে তাহা আশা হয় না।

লীলা। তাহার কি বিপদ?

প্রবোধ। তাহার সমুদয় জমিদারি বাহির হইয়া যাইতে পারে। মস্ত একটা চক্রান্তে পড়িয়াছে। তাহার নামে শ্যামচাঁদ একটা মিছা মোকদ্দমা করিয়াছে।

লীলা। কি মোকদ্দমা?

প্রবোধ। মোকদ্দমার পাপ কথা স্ত্রীলোকের না শুনাই ভাল।

লীলা। যে নিজে আপনাকে নষ্ট করিবে, কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে?

এই কথা বলিয়া লীলা মায়ার নিকট আসিলেন। মায়া বলিল— "মা, আমার মনটা আজ কেমন করিতেছে, আমার আজ কিছু খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। কোনও "তার" আসিনি ত? দাদার কোন খবর পাও নি?"

লীলা। না। উনি মোক্তার মহাশয়কে "তার" দিবার জন্য এখনি লিখিলেন। তুমি ভেবো না। তোমার দাদা খালাস হবেন।

মায়া। ভগবানের কাছে ত কত মানিতেছি।

লীলা। আমিও মেনেছি, তোমার দাদা খালাস হলে, আমি কাত্যায়নী দেবীর মন্দিরে পূজা দেব।

এই সময়ে বাহিরে খানসামা উচ্চৈঃস্বরে বলিল—ঝি, একটা "তার" এসেছে, নিয়ে যাও। ঝি দৌড়িয়া গেল! মায়ার বুক দুপ দুপ করিয়া উঠিল। লীলা প্রবোধ বাবুর ঘরে গেলেন। মায়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইল। ঝি প্রবোধ বাবুকে "তার" দিল। প্রবোধ বাবু 'তার' খুলিয়া পড়িলেন। মুখ বিষাদের কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইল।

লীলা। কি খবর, মহেশের?

প্রবোধ। দ্বীপান্তর।

মায়া শুনিল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। লীলা ও প্রবোধবাবু দৌড়িয়া আসিলেন। লীলা মায়ার মস্তক নিজের কোলে রাখিলেন। প্রবোধ বাবু ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঝি শীঘ্র জল আর পাখা নিয়ে এস"। ঝী পাখা ও জল আনিল। লীলা মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঝী বাতাস করিতে লাগিল।

প্রবোধ বাবু জানালা সব খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "গার কাপড় একটু খুলিয়া দেও আগে, বাতাস কর, এখনি জ্ঞান হইবে"। এই বলিয়া তিনি ঐ ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী তখন অন্য ঘরে শয়ন করিয়া আছে। তাহার তন্দ্রা আসিয়াছে। সে স্বপ্ন দেখিতেছে—যেন মহেশ আসিয়াছে। সে মহেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে।—হায়! বিধির বিড়ম্বনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—— *——

এ কি!

প্রবোধ বাবু জনৈক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের দ্বারা হাইকোর্টে আপীল করাইলেন। মহেশ খালাস হইল না। তবে দ্বীপান্তরের আদেশ রহিত হইল, কঠিন পরিশ্রম সহ দুই বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল। সংসার-চক্রে সাধুও নিষ্পেশিত হইতেছে, পাষণ্ডও জয়োল্লাস করিতেছে। কে বুঝিবে, ভগবানের লীলা! দিন আসে যায়। কাহারও জন্য বসিয়া থাকেনা। চোখের জলে, দীর্ঘ নিশ্বাসে, শোকতাপে মায়া ও কুমুদিনীর দিন কাটিতে লাগিল।

পাঠক পাঠিকে—আসুন, আমরা অন্যের অদৃশ্যভাবে কারাগারে মহেশের অবস্থা দেখি। ঐ দেখুন সুন্দর বীরাকৃতি মহেশকে চোর-ডাকাত-কয়েদীর পরিধেয় বিশ্রী জাঙ্গি পরাইয়াছে, নেড়া করিয়া দিয়াছে। ঐ দেখুন, ঘানিতে জুড়িয়াছে। প্রজাদিগকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে,—তাহার বিষ্ণুভক্ত নিরপরাধী বৃদ্ধ পিতা, নিষ্ঠুর প্রহারের নিদারুণ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া, ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে—তাহার সাবিত্রী সদৃশী পত্নীকে নরপিশাচ নটবর-নায়েব, পাপশয্যায় শয়ন করাইবার জন্য, কাম-ক্রোধোন্মাদে কেশাকর্ষণ করিয়াছিল—তাহার ভগ্নী ও ভার্য্যা অদ্য অনাথিনী হইয়া দুঃখ সাগরে ভাসিতেছে -দেখুন সেই মহেশ—সেই পরহিত-ব্রত, কৃষক-কুলতিলক, নরপুঙ্গব ঘানি টানিতেছেন। শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে। ললাটে

গভীর রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। রং কালী হইয়া গিয়াছে। বদনে ঘোর ক্লিষ্ট ভাব। ঘানি ক্যাঁ কেঁা করিয়া ডাকিতেছে, শীর্ণ মহেশ যথাশক্তি টানিতেছেন। তবু "জেল ওয়ার্ডার"—"জোরে টান্ শালা" বলিয়া পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতেছে। মহেশ আর্ত্তনাদ করিতেছে না। নীরবে টানিতেছে। "ওয়ার্ডার" শালা! এক বাবু বড় মানুষ তোর মুরব্বি আছে, হামলোক জানি, যদি বাঁচ্‌তে চাস, তাকে বলে পাঠা—ঐ যে ঠাকুরটা তোর কাছে মাঝে মাঝে মোলাকত করে, তাকে দিয়ে বলে পাঠা—রূপেয়া না দিলে মার খেতে খেতে তোর জান যাবে। লেকেন, হামলোক কো তুই ইনাম দিলে তোকে আরামসে রাখবো।"

মহেশের কোন কথা নাই, ঘানি টানিতেছেন।

"ওয়ার্ডার"—"শালা হাম তোমকো দোরস্ত করনে সক্তে, হেঁ।—এই বলিয়া দুইজন খালাসিকে বলিল যে, শালার হাত বাঁধ্।" তাহারা তাহাই করিল। তখন বলিল "জাঙ্গি নামিয়ে দে" তাহারা সেইরূপ করিয়া মহেশের দেহের নিম্নভাগ নগ্ন করিল। তখন ওয়ার্ডার বলিল "দেখ্ বদ্‌মাস!" একজন সালাসি সপাসপ বেত মারিতে লাগিল। মহেশ নীরব—অবশেষে পড়িয়া গেল। আহত স্থানে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইল। রক্ত শুকাইয়া গেলে, আবার জাঙ্গি তুলিয়া আঁটিয়া দিয়া ঘানি টানাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

দৃঢ়তা।

সেবানন্দ মহেশকে কারাগারে দেখিতে আসিতেন! কিন্তু মহেশ এই যন্ত্রণার কথা সেবানন্দকে কখন বলেন নাই। একদিন এইরূপ কথা হইল!—

মহেশ। মায়া ও আমার স্ত্রী কেমন আছে?

সেবানন্দ। কেবলই তাঁরা কাঁদেন!

মহেশ। তাহাদের বলিবেন, "এ কাঁদিবার সময় নহে, আমাকে উৎসাহ ও বল দিবার সময়।"

সেবানন্দ। বলিব।

মহেশ। প্রজাদিগের উপর অত্যাচার কমিয়াছে কি?

সেবানন্দ। দিন কতক কমিয়াছিল আবার বাড়িয়াছে।

মহেশ। ষদু ও ষড়াননকে বলিবেন, তাহারা যেন সাধ্যমত প্রজাদের এখন রক্ষা করে। প্রজাদের বলিবেন, আমি খালাস হইলে, এবার প্রজাদের জন্য জীবন দিয়া দেখিব, যদি কিছু উপকার করিতে পারি।

সেবানন্দ। সে কথা তুমি খালাস হইলে হইবে।

মহেশ। মা কালী—এই কারাগারে আমাকে কল্য দেখা দিয়াছিলেন। স্বামীজী আপনি চিন্তিত হবেন না। আমরা মা কালীর সন্তান।

সেবানন্দ। হাঁ মা কালীই সব করিতেছেন,—এমন সময় "জেলর"

বলিলেন, "ঠাকুর, সময় হইয়া গিয়াছে—অধিক ক্ষণ কথা কহিবার নিয়ম নাই।"

সেবানন্দ চলিয়া গেলেন। পথে করুণস্বরে গান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মূর্চ্ছা, না দৈবী শক্তি, না Clairvoyance ?

মায়ার শরীর একটু অসুস্থ হইয়াছে। বেলা ১টা। মায়া একখানি বড় খাটের উপর শুইয়া আছে। লীলা ও কুমুদিনী সেই খাটে মায়ার কাছে শুইয়া গল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মায়া অন্যমনস্ক, শূন্যের দিকে তাকাইয়া আছে। ক্রমে মায়ার চক্ষু বিস্ফারিত হইল; শূন্যের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল;—"ঐ—ঐ—দাদাকে অতিশয় মারিতেছে—ওগো, মারিও না, মারিও না ঐ—দাদা পড়িয়া গেল দাদার মুখে জল দাও, জল দাও।"

কুমুদিনী ও লীলা—"মায়া—মায়া"—বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

মায়া মূর্চ্ছিতা।—

লীলা।—ঝী! ঝি! বাবুকে শীঘ্র ডাক্তার আনিতে বল। মায়ার মূর্চ্ছা হইয়াছে।"

চাকরাণী প্রবোধ বাবুর নিকট দৌড়িয়া গেল।

মায়া আবার বলিল—এবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া—"এ যে সংগ্রামপুর—আমাদের সেই বাড়ী—সব দরজা খুলিয়া নিয়া গিয়াছে—এরা কাহারা গা—ওরা আমাদের ঘর ভাঙ্গিতেছে কেন? ঐ ঘর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল"—মায়া আবার চুপ করিল। ক্ষণকাল পরে আবার বলিল—"বাজারের ভিতর, এ কে? গঙ্গাচরণ ঘোষের মা, বুক চাপড়াইতেছে, কাঁদিতেছে—আর কাছারির দিকে ছুটিতেছে, ওমা! এ কি! ভয়ানক! ভয়ানক!! এ কি সংগ্রামপুরের কাছারী?—ওমা!! গঙ্গাচরণ ঘোষের বুকে বাঁশ ডলিতেছে! ওরে, করিস্ কি! করিস কি! মরে যাবে!! উঃ, উঃ, ঐঃ, পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল!! আমার পাজরার হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে"—এই বলিয়া মায়া নিজের পাঁজরে হাত দিয়া "উঃ উঃ" করিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিলেন, বলিলেন—"নাড়ীতে জ্বরভাব, কোমল শরীর, আপাততঃ হিষ্টিরিয়া বোধ হইতেছে। প্রবোধ বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন Constitution—very delicate, very nervous; cerebral development, abnormal; requres careful nursing. যাহা হউক ঔষধ দিতেছি। কোন চিন্তা নাই।"

ঔষধ আসিবার পূর্ব্বে মায়ার চৈতন্য হইল। প্রবোধ বাবু বলিলেন—"মায়া অমন করিয়াছিলে কেন"?

মায়া যেন আবিষ্ট হইল। এবার মূর্চ্ছা হইল না। তাহার মুখ ও দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইল। মায়া বলিল "প্রবোধ বাবু, আজিই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যাও, আমার দাদাকে জেলে বড় যন্ত্রণা দিতেছে—আর নূতন নায়েব প্রজাদের উপর আরও অত্যাচার করিতেছে—দাদা যেমন আমার ভাই, প্রজারাও আমার ভাই হয়, তাদের মেয়েরা আমার বুন হয়—আমি তাদের কষ্ট আর দেখিতে পারিতেছি না"।

প্রবোধ বাবু বিস্মিত হইয়া মায়ার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন।

মায়া। আমি যা বলি, তাই কর, দ্বিধা করিও না। দ্বিধা করিবার সময় নহে। সদরে যাও, দেখগে সেখানে কি হইতেছে।"

প্রবোধ বাবু ভাবিলেন, মায়া সম্ভবত পীড়া নিবন্ধন এই সকল কথা বলিতেছে। এর কথা শুনে যাব কি? নায়েবকে পত্র লিখে দেখি প্রথমে।

কুমুদিনী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে কাতর স্বরে প্রবোধ বাবুকে বলিল "দেব! তিন বৎসর পূর্ব্বে মায়া বলেছিল, 'বাবা! এখানে থাক্‌লে তুমি বাঁচবে না।' আরও দু একটা কথা বলেছিল তা ঠিক খেটে গিয়েছে। দেব! আপনি একবার সাহেবের কাছে গিয়ে দেখুন।"

লীলা। সদরে সব খবর পাওয়া যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গেলে ভালই হবে।

প্রবোধ বাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার পরদিন প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

বাটীর বৃদ্ধা চাকরাণী, হরির মা, বলিল—"আহা মেয়েটীকে ভূতে পেয়েছে। ওঝা আন্‌তে হয়। ডাক্তারে ওর কি কর্ত্তে পার্ব্বে? মাঠাকুরুণ আপনি কারুর কথা শুনবেন না। ওঝা ডাকুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধ বাবু অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে গঙ্গাচরণ ঘোষের বুকে বাঁশডলা প্রকৃত ঘটনা। গঙ্গাচরণ ঘোষের মা বাজারের মধ্য দিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে গিয়াছিল তাহাও সত্য। মায়া যে দিন ঐ কথা বলিয়াছিল, সেই দিনই সংগ্রামপুরে ঐ ঘটনা হইয়াছিল। প্রবোধ বাবু ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য—।" যাহা হউক তিনি ম্যাজিষ্টেট সাহেবকে বলিলেন, "মহেশকে সম্ভবত জেলে অসঙ্গত যন্ত্রণা দেওয়া হইতেছে, আর প্রজাদের উপর আবার বড় অত্যাচার হইতেছে।"

"আমি অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয় যথা কর্ত্তব্য করিব" এই বলিয়া ম্যাজিষ্টেট সাহেব একটা কাগজে কি লিখিয়া রাখিলেন। তার পর বলিলেন—"আপনি এক সপ্তাহ পরে আবার আসিবেন কি?"

প্রবোধ বাবু বলিলেন, "আসিব।"

ম্যাজিষ্টেট সাহেব লোকটী খুব ভাল, মেধাবী, ন্যায়পরায়ণ, দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন পক্ষে অতিশয় যত্নবান্। প্রজারা তাঁহাকে ভক্তি করিত, দুষ্ট জমিদারগণ তাঁহাকে ভয় করিত, সৎজমিদার তাঁহাকে মিত্রজ্ঞান করিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মরুতে কুঞ্জ।

নরেশ বাবু উইলের মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার ভাগিনেয় শ্যামচাঁদ জমিদারিতে দখল পাইয়াছে। নরেশকে উইলে যে ২০০্ টাকা দিবার সর্ত্ত ছিল, তাহা তিনি ঘৃণায় লন নাই। মোকদ্দমাদি নানাবিধ খরচায় নরেশের হাতে এখন টাকা নাই। নরেশ কলিকাতায় একটী ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাসায় বসিয়া ভাবিতেছেন ঃ—"কি আশ্চর্য্য! এত লোক আমার কাছে আসিত, এখন আর কেহ আসে না। যেমন অর্থ গেল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু, আত্মীয় স্বজন সব, গেল। কেহ খবর নেয় না যে, আমার কেমন করিয়া এখন চলিতেছে। এত জাঁক জমক, এত ধুমধাম, এত ঐশ্বর্য্য ছিল; এত চাকর চাকরাণী, ঘোড়া, গাড়ি, সিপাহী, হাতি, আমলা আত্মীয় স্বজন ছিল, সে কি স্বপ্ন, না বাস্তবিকই? জীবনটা আজ স্বপ্ন বোধ হইতেছে। সংসার মিথ্যা, ভোজবাজী, ভেল্কীওয়ালার খেলা। গৃহ, পরিবার, ধন—সব ভোজবাজী। আগে ত বুঝি নাই—গৃহ, পরিবার, ধন, মান এত অসার। আগে বুঝি নাই যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহলোকেই তাহারা জলবুদ্বুদের ন্যায় অদৃশ্য হইতে পারে। বুঝি নাই বলিয়াই এত অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছিলাম। লোককে তৃণজ্ঞান করিতাম। এক্ষণে আমি যে তৃণাদপি লঘু, তৃণাদপি হেয়। আমার সেই স্ত্রী—যে রূপের মোহে আমাকে ডুবাইয়া, তাহার হাব ভাব বিলাসে আমাকে ভুলাইয়া, আমাকে পশুবৎ ঘৃণিত করিয়াছিল, সে এখন কোথায়? বাপের বাড়ী—তার কাছে যা কিছু গহনা

ছিল, হীরা, মুক্তা, সোনা, সব লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। পিশাচী! বাবা বলিয়াছিলেন "নরেশ, প্রবোধের কথা শুনিস"। ঐ সর্ব্বনাশী স্ত্রীর কথায় প্রবোধ বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিলাম। দেখিতেছি, সেই স্বপ্নটা ফলিতেছে। নৈশ আকাশ আলোকময় করিয়া, স্বর্ণ-চূর্ণ ছড়াইতে ছড়াইতে, সেই নক্ষত্র-কিরিটিনী, নক্ষত্রমালা-বিভুষিতা, নক্ষত্র-খচিত-বসনা বালিকা আকাশ হইতে নামিলেন, বদনে শত-চন্দ্র-প্রভা বিকীর্ণ করিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইলেন, আমাকে ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন তাহাইত ঘটিতেছে। অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে বলিলেন, 'আবার সাক্ষাৎ হইবে, এখন আমার কথা না শুন, তখন শুনিতে হইবে'। তখন তাহার কথা কেন শুনিলাম না। অদ্য চারিদিক অন্ধকার। অদ্যকার বাসাখরচ কিসে চলিবে, প্রবোধ বাবুকে অপমান করেছি, তার কাছে টাকা ধার চাব? না, মরে গেলে ও তা পারিব না। ভিক্ষা করিব তাও ভাল। জমিদার ভূপেনের পুত্র অর্থ ভিক্ষা করিবে? কখনই না কখনই না, তবে উপায়? উপায় অতি সহজ—আত্মহত্যা, হাঁ। আত্মহত্যা। কি প্রকারে আত্মহত্যা করিব, বিষ? আনিয়া রাখিয়াছি। (বাক্স খুলিয়া) হাঁ, বাক্সে বিষ রহিয়াছে। নরেশ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, ঘরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, আর নিজে নিজে অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"কিসের জন্য বাঁচিয়া থাকিব? এই বিপুল সংসারে আমার এখন কে আছে? ধন গিয়াছে, জমিদারি গিয়াছে, প্রভুত্ব গিয়াছে, মান গিয়াছে, স্ত্রী পিশাচী হইয়াছে, পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভালই, থাকিলে তাহারা অদ্য খাইত কি? আমার কেহ নাই, আমার কিছু নাই, আমি কিসের জন্য বাঁচিয়া থাকিব?—— এই বলিতে বলিতে নরেশের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল—নরেশ বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "হে জগদীশ, যখন আমার

সময় ভাল ছিল, তখন তোমাকে এক দিন ও ডাকিনাই। আজ বড় দুঃখে ডাকিতেছি। (চক্ষু মুদিয়া হাত যোড় করিয়া) অনেক পাপ করিয়াছি, হে জগদীশ দয়া করিয়া ক্ষমা কর। তোমার এই কুসন্তান তোমার চরণের আশ্রয় চাহে। প্রভো! তুমি কোথায়? আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না— দয়া কর"——
(চক্ষু খুলিয়া) "অন্য কোন উপায় নাই; আত্মহত্যাই ঠিক।" দ্বার বন্ধ করিয়া গ্লাসে——হতভাগ্য নরেশ গ্লাসে বিষ ঢালিল। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করযোড়ে বলিল——"হে দেবদেব, পতিত-পাবন অধমতারণ, আত্মহত্যার পাপ ক্ষমা করিও"; এই বলিয়া গ্লাস হস্তে লইয়াছেন, এমন সময় একতারার সঙ্গে গুণ গুণ স্বরে গান করিতে করিতে কে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল——

গান।

মিছা ধন জন মান, কি শোক তার কারণে।
কেন উচাটন মন, লওরে শরণ;
দয়াময়ী শ্রীদুর্গার চরণে।
গুরু উপদেশ ধর, কুচিন্তা কুকার্য্য ছাড়,
যাবে মোহ, পাবে শান্তি মনে।

নরেশ গানটী শুনিলেন; হস্ত হইতে গ্লাস রাখিলেন; দ্বার খুলিলেন, দেখিলেন—সেবানন্দ স্বামী। নরেশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। স্বামীজী বসিলেন এবং বলিলেন, "বৎস, তোমার জন্য প্রবোধ বাবু এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি তাহা দিতে আসিয়াছি।"

নরেশ। আমি রাজা ভূপেশের পুত্র আমি ভিক্ষা লইব?

সেবানন্দ। ভিক্ষা নহে, ঋণ। যখন সুবিধা হয়, তখন পরিশোধ করিও। আর, তোমার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, প্রবোধ তাহা জানিতে পারিলে, তোমাকে পাঠাইয়া দিবে।

নরেশ। আমি কি পাষণ্ড! এই প্রবোধ বাবুকে আমি আমার গৃহে অপমান করিয়াছি। কোন মুখে আমি তাহার টাকা লইব? আপনি টাকা ফেরত লইয়া যান। আমি লইব না।

সেবানন্দ। বৎস! অভিমান ত্যাগ কর। প্রবোধ তোমাকে পূর্ব্বেও যেমন ভাল বাসিত, এখনও তেমনি ভালবাসে। আর, হরিদ্বারে একজন সন্ন্যাসী আছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কিছু কাল পরে তোমার মঙ্গল হইবে।

নরেশ। তিনি আমাকে কিরূপে জানিলেন?

সেবানন্দ। জানি না। কিন্তু তোমার বিষয় তিনি অনেক কথা জানেন।

নরেশ। তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইবেন। সন্ন্যাসী নরেশের হাতে এক হাজার টাকার নোট দিয়া, গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে, চলিয়া গেলেন। নরেশ বাক্সের ভিতর টাকা রাখিলেন। এই সময় প্রবোধ বাবু আসিলেন। নরেশ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রবোধ বাবু নরেশকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

প্রবোধ। এই ছোট বাড়ীতে তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমার বাটীতে আইস। আমি তোমার বড় ভাই, মনে রাখিও।

নরেশের চক্ষু আর্দ্র হইল, বলিলেন "আমি নরাধম, আপনি নিজ-গুণে আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নূতন প্রতিজ্ঞা।

দুঃখের সীমা আছে। অমাবস্যা রজনীরও প্রভাত হয়। মহেশ কারামুক্ত হইল। মায়া ও কুমুদিনী যেন দীর্ঘ রজনীর পর, জগৎ প্রফুল্ল কর রবিচ্ছবি দেখিল। মহেশ দেখিল, দুই বৎসরের মধ্যে মায়ার আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বদনে কেমন একটা কোমল গাম্ভীর্য্য, কেমন এক প্রকার চিন্তাশীলতা, কেমন অনিশ্চনীয় অনির্দ্দেশ্য, আত্ম-হারা জগদ্ব্যাপ্ত ভাবুকতা প্রতিভাত হইতেছে। শ্যামবর্ণ ত্বক্ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হইয়া যেন সরোবর প্রতিফলিত চন্দ্রিকাবৎ মধুর হইয়াছে। তাহার রাজীব লোচন এখন অলৌকিক দীপ্তিশালী। কুমুদিনী আরও কৃশা হইয়াছে, কিন্তু সেইরূপই লাবণ্যময়ী রহিয়াছে।

মায়া তাঁহার দাদাকে দেখিবামাত্র "দাদা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। মহেশ মায়ার মাথায় হাত দিয়া নীরবে, আশীর্ব্বাদ করিল। কুমুদিনী স্পন্দনহীন হইয়া মহেশের মুখের দিকে নীরবে তাকাইয়া থাকিলেন, মহেশও ঐরূপ একদৃষ্টিতে কুমুদিনীকে দেখিতে লাগিলেন। দুইজনের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। নীরবে বৈদ্যুতিক দৃষ্টিতে, যেন এক মুহূর্ত্তে কত কথা হইয়া গেল—সেই এক মুহূর্ত্ত যেন অনন্তকাল। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাহাতে কেন্দ্রীভূত।

পরদিন প্রবোধ বাবু মহেশকে বলিলেন—"মহেশ! আমার জমিদারিতে তোমার ঘর করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। মামুদ পরগণায়

আর তোমার বাস করার প্রয়োজন নাই। আর যদি তুমি আমার সুন্দরবনের জমিদারির নায়েবি, বা ইজারা লইতে ইচ্ছা কর, তাহাও তোমাকে আমি দিতে পারি।"

মহেশ। আমার জীবন আমার নিজের নহে। মা কালীর যা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তবে যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, মহাশয়ের দয়া আমি জীবনে ভুলিব না।

প্রবোধ। যদি তুমি এক্ষণে মামুদ পরগণায় যাও, কেবল তোমার বিপদ হইবে এমন নহে, প্রজাদিগেরও বিপদ হইবে। সেখানে যাইও না। তোমাকে দেখিলে প্রজাগণ আবার ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট সেখানে ফৌজ রাখিয়াছেন ; প্রজারা যদি আবার বিদ্রোহী হয় কোন লাভ হইবে না, কেবল তাহারা সিপাহীর গুলিতে বৃথা মরিবে। সম্প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাই, তোমাকে মামুদ পরগণায় যাইতে নিষেধ করিতেছি।

মহেশ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) আমাকে আপনি আর কিছু বলিবেন না। আমাকে আপাততঃ বিদায় দিন। যদি মা কালী দয়া করেন, তবে আবার আপনার চরণ দেখিতে পাইব। অনাথিনীদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

কুমুদিনী ও মায়া অনেক কান্না কাটি করিল। মহেশ অটল। তবে প্রবোধ বাবু, মায়া, কুমুদিনী ও লীলার আগ্রহ নির্ব্বন্ধে মহেশ প্রবোধ বাবুর বাটীতে এক সপ্তাহ থাকিতে স্বীকার করিল। কিন্তু মহেশের মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, মন সতত হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যেই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ—কখন কখন গভীর চিন্তায় মগ্ন, যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য কখন বা অস্ফুটস্বরে বলিতেন—"হা গরিব প্রজাগণ! তোমাদের কোন উপকারই করিতে পারিলাম না। পিতৃদেবের

প্রাণ গেল, সহধর্ম্মিণীর অপমান হইল, বাড়ী ঘর গেল—তবুত তোমাদের দুঃখমোচন করিতে পারিলাম না। এক্ষণে একমাত্র উপায় দেখিতেছি যেখানে দেখিব জমিদার অত্যাচার করিতেছে সেখানে অত্যাচারী জমিদারকে প্রথমে উপদেশ দিব, তাহাকে অত্যাচার করিতে নিষেধ করিব। তাহাতে যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে আমি নিজে সেই জমিদারকে শাসন করিব। ইহাতে প্রজাবিদ্রোহ ঘটিবে না, প্রজারা, জমিদারের লাঠিয়ালের লাঠিতে, বা সরকারি সিপাহীর গুলিতে, মরিবে না। যাহা কিছু বিপদ আমার! যদি মা কালীর কৃপা থাকে, তাহা হইলে কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। আর যদি এই ধর্ম্ম কার্য্যে আমার প্রাণ যায় তাহা হইলে আমার সৌভাগ্য।"

নবম পরিচ্ছেদ।

তুমি আমার গুরু।

মায়া ও মহেশ প্রবোধ বাবুর উদ্যানে একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছেন! পূর্ণিমার পূর্ণশশী আকাশে হাসিতেছে; চতুর্দ্দিকে ফুল সুগন্ধ ছড়াইতেছে! মৃদুমন্দ সমীরণ সেই সুগন্ধ বহন করিয়া উদ্যান আমোদিত করিয়াছে; কৌমুদী পল্লবরাজিতে ও সরোবর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে! কিন্তু মায়া ও মহেশের হৃদয়ে আনন্দ নাই, মহেশ আকাশের দিকে তাকাইয়া নীরব আছেন! মায়া বলিলেন"

"দাদা কল্য তুমি নিশ্চয়ই যাইবে?"

মহেশ। হাঁ।

মায়া। কেন যাইবে?

মহেশ। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য!

মায়া। কোথা যাইবে?

মহেশ। মা কালী যেখানে লইয়া যান!

মায়া। মা কালী কি বলেন স্ত্রী পরিবার প্রতিপালন করিওনা?

মহেশ মায়ার মুখেরদিকে তাকাইলেন। মায়া বলিলেন! "মা কালী কি স্ত্রী ও পিতৃমাতৃহীন ভগ্নীকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া ভাসাইয়া দিতে বলেন?"

মহেশ। আবার মায়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মায়া, প্রজাদের দুঃখেত তুমি শৈশব হইতে কাঁদিতে!"

মায়া। কাঁদিতাম, এখনও কাঁদি!

মহেশ। তোমার কি মনে হয়, পাঁচ বৎসর বয়সে তুমি কি বলিয়াছিলে?

মায়া। কি বলিয়াছিলাম?

মহেশ। এক দিন বৈকালে, রামধন কৈবর্ত্তকে মারিতে মারিতে জমিদারের লাঠিয়াল কাছারী লইয়া যাইতেছিল! প্রজাটী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল! তুমি তাহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলে! আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলে—"দাদা, উহাকে বাঁচাও!"

মায়া। হাঁ দাদা মনে হইতেছে তুমি তখনই ছুটিয়া গিয়া লাঠিয়াল-টাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলে। রামধনকে ছাড়াইয়া কোথায় পাঠাইয়া দিলে।

মহেশ। তোমার নিকটে সেইদিন প্রজা-সেবাতে আমার হাতে খড়ি হইল। সেই দিন আমি প্রজা-হিত-ব্রত গ্রহণ করিলাম, তোমার কথায়।

মায়া। না, দাদা পরের উপকার করা তোমার স্বভাব

মহেশ। তুমি আমার ছোট বোন, তুমি এখন বালিকা। তবু মায়া, ঠিক বলিতেছি, তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য।

মায়া। (মহেশের পা ধরিয়া) দাদা ও কথা বলিও না, ও কথা বলিতে নাই। তুমি আমার বড় ভাই, পিতৃতুল্য, পরমপূজ্য, আমি তোমার পদাশ্রিতা সেবিকা, অজ্ঞান ভগ্নী, আমার মস্তকে তোমার পার ধূলা দেও।

মহেশ। কেবল আমি তোমার শিষ্য তাহা নহে। ঠাকুর সেবানন্দ স্বামীও তোমার শিষ্য. তিনি নিজে বলিয়াছেন।

লজ্জায় মায়া মস্তক নমিত করিল। পরে অস্ফুটস্বরে মায়া বলিল "দাদা, আজ তুমি কি বলিতেছ?"

মহেশ। আজ এসব কথা বলিতেছ কেন, তাহা বলি। আমি কল্য এবাটী হইতে বিদায় লইলে, জানি কি, তোমার সহিত যদি আর কখন দেখা না হয়, তাই এই সব কথা বলিতেছি।

মায়া। আর কখনও দেখা হইবে না কেন? আমাকে কেন এমন নিদারুণ কথা বলিতেছ? তুমি কাছে না থাকিলে আমি যে চারিদিক আঁধার দেখি। দুবৎসর বয়সে মা চলে গেলেন, তার পর বাবা গেলেন। এখন তুমিও আমাদের ছেড়ে যাবে?

মহেশ। মা কালী তোমাদের দেখবেন। আমি যে ব্রত পালন করিবার জন্য তোমাকে আর আমার স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতেছি, সেত তোমারই ব্রত। যখন তোমার সাত বৎসর বয়স তখন তুমি সেবানন্দ স্বামীকে কি বলেছিলে? "ঠাকুর এই গ্রামের লোকের এত কষ্ট, তুমি আর দাদা কি নিবারণ কর্ত্তে পার না? কেবল গান করলে কি লোকের কষ্ট যায়?"

মায়া আবার লজ্জিত হইল। মায়া বলিল "ঠাকুরকে এরূপ কথা বলা আমার অন্যায় হইয়াছিল"

মহেশ। অন্যায় হয় নাই। সেবানন্দ তখন দেশে দেশে কেবল হরিনাম গান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি বলেন যে "মায়ার কথাতে আমার চৈতন্য হইল, আমার চোখের আবরণ খুলিয়া গেল। সেই দিন আমি বুঝিলাম যে, গাছ যেমন জল না পাইলে শুকাইয়া যায়, তেমনি সৎকার্য্য ভিন্ন ভক্তি শুকাইয়া যায়। সেই দিন হইতে মামুদ পরগণার গ্রামে গ্রামে ফিরিতে লাগিলাম। সেই দিন হইতে আমি প্রজাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম যে, 'সংসারে নিজের সাহায্য নিজে না করিলে, অপরে সাহায্য করিতে পারে না।" সেবানন্দের সেই শিক্ষাতে প্রজারা বিদ্রোহী হয়। সুতরাং এই প্রজাবিদ্রোহের মূল তুমি—তুমি যখন পাঁচ বৎসরের বালিকা—তুমি যখন সাত বৎসরের বালিকা—তখন হইতেই তুমি এই প্রজাবিদ্রোহের মূল। তোমারই কাছে মন্ত্র নিয়ে, এই সাত আট বৎসর যে পথে চলিতেছি, আজ, মায়া, তুমি কি সেই পথ হইতে আমাকে ফিরাইতে চাহ? একদিকে আমার ও তোমার ও আমার স্ত্রীর তুচ্ছ সাংসারিক সুখ, আর এক দিকে হাজার হাজার প্রজার অজস্র দুঃখ। এই অপরিমেয় দুঃখের তুলনায় আমাদের তিন জনের সুখ দুঃখ নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য নহে কি, মায়া?

মায়া। হাঁ, নিতান্ত তুচ্ছ।

মহেশ। তবে এই নিতান্ত তুচ্ছ, ক্ষণিক, নগণ্য মিথ্যা সুখের জন্য তুমি কি মা কালীর কাজে বাধা দিবে, মায়া?

মায়া। কখনই না।

মহেশ। এই সঙ্কট পূর্ণ বিপদময় কাযে তুমি আমার ভগ্নী ও গুরু,

কুমুদিনী আমার সহধর্ম্মিণী ও সহায়—তোমরা দুই জনে আমাকে কি উৎসাহ ও বল দিবে না? তোমাদের উৎসাহে আমার হৃদয়ের বল শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। এই বিপদ সময় তুমি আমার স্ত্রীকে কি সাহস ও শক্তি দিবে না? আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছ, আমার স্ত্রীকেও কি সেই মন্ত্র দিবে না?

মায়া। আমি নিজের সুখের জন্য তোমাকে গৃহে থাকিতে বলিতেছি না। দাদা যদি আমাকে বলিদান দিলে, প্রজাদের দুঃখ নিবারণ হইতে পারে, দাদা, তুমি স্বচ্ছন্দে আমাকে মা কালীর নিকট বলিদান দিতে পার। ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে? সহস্র লোকের হিতের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটী, জবাকুসুমের ন্যায় মা কালীর চরণে হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি দিব, এর অপেক্ষা মর্ত্ত্যলোকে আমার আর কি সুখ হইতে পারে?

মহেশ। মায়ার প্রতি ক্ষণকাল তাকাইয়া "মায়া, তবে কেন আমাকে গৃহে থাকিতে বলিতেছ—আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

মায়া। দাদা, তুমি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য যে পথে যাইতে চাহিতেছ, আমার যেন বোধ হয়, সে ঠিক পথ নহে।

মহেশ। ঠিক পথ কি?

মায়া। কল্য বলিব।

———

দশম পরিচ্ছেদ।

"কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া"

আমার তুল্য আর কে আছে ?

এক্ষণে শ্যামচাঁদ মামুদ পরগণার জমিদার, নরেশের প্রাসাদ, ধন-সম্পদ এখন শ্যামচাঁদ ভোগ করিতেছে। তাহার সদর নায়েব যাদব মিত্র ও জালিয়ত পেশকার একদিন তাঁহাকে বলিল—"হুজুর! সাবধান। ললিতা স্ত্রীলোকটী সহজ নহে। শুনিতে পাইতেছি যে, উইল সম্পর্কে সে যাহা জানে, তাহা নরেশ বাবুর কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে।".

শ্যামচাঁদ। কেমন করিয়া জানিলে ?

যাদব। আমার খানসামার সহিত রসময়ী ঝির ভাব আছে। রসময়ী আমার খানসামাকে বলিয়াছে, খানসামা আমাকে বলিয়াছে।

শ্যামচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন; ললিতার মুখ বন্ধ করা আবশ্যক। একটা পাপ করিলে, নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, পাপ পরম্পরা করিতে লোকে বাধ্য হয়। উইল জাল করাইয়া শ্যামচাঁদ বিষয় পাইয়াছিল। এক্ষণে যাহাতে জাল না ধরা পড়ে, তজ্জন্য ললিতাকে খুন করা আবশ্যক শ্যামচাঁদ এইরূপ মনে করিয়াছিল। কিন্তু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কেননা খুনের দণ্ড ভয়ানক। যাহা হউক, যাদব মিত্রকে বলিল, "তুমি সে বিষয় নিশ্চিন্ত হও"।

জালিয়ত পেশকার হাত যোড় করিয়া বলিল, হুজুর আমাদিগের পুরস্কার সম্বন্ধে কি হুকুম হয় ?"

শ্যামচাঁদ। হবে, হবে। এত ব্যস্ত হইতেছ কেন বাপু ? দেখিতে

পাইতেছ না, নৌকা এখনও ডেঙ্গায় ভিড়ে নাই। আমি একটু স্থির হই, তোমাদের আমি খুব খুসী করিব। নায়েব মহাশয়! মফঃস্বলের খবর কি ?

নায়েব (যাদবমিত্র)। মহেশ খালাস হইয়া প্রবোধ বাবুর সাহায্যে আবার নাকি প্রজা বিদ্রোহ ঘটাইবে।

শ্যামচাঁদ। ইঃ! ভারি ক্ষমতা! এ ভেড়াকান্ত নরেশ নহে। একশটা মহেশ, আর একশটা প্রবোধ বাবু আমি ট্যাঁকে রাখিতে পারি। পেশকার তুমি এখন বাসায় যেতে পার।

পেশকার পুরস্কারের ক্ষীণা আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামচাঁদ। নায়েব মহাশয়! মোকামি নায়েবকে পত্র লিখুন যে, একজন বিশ্বস্ত আমলা যেন মহেশ যেখানে যায় সেখানেই তাহাকে অনুসরণ করে। আর প্রবোধ বাবু কখন কোথায় থাকে তাহার সন্ধান লইয়া আমাকে যেন প্রতিদিন সংবাদ দেয়। আর আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে মফঃস্বলে গিয়া মহেশের ও প্রবোধ বাবুর নামে গোটা কতক সঙ্গীন মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিবার বন্দবস্ত করিবেন।

নায়েব। যে আজ্ঞা, এমন মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিব যাহাতে মহেশের এবার দ্বীপান্তর নিশ্চয়ই হইবে। আর প্রবোধ বাবুরও একটু চৈতন্য হইবে। হুজুরের কিরূপ অসাধারণ বুদ্ধি তাহাও তিনি শীঘ্র বুঝিবেন।

শ্যামচাঁদ দৃপ্তভাবে মস্তক উন্নত করিয়া একবার দুলিল। শাস্ত্রে মোহজাল সমাবৃত ব্যক্তিগণের যে অবস্থা বর্ণিত আছে। শ্যামচাঁদের বর্ত্তমান মনের ভাব তাহাই; এই জমিদারি লাভ হইয়াছে আরও ধন লাভ করিব। নরেশ শত্রুকে আমি জয় করিয়াছি, প্রজাদি অপর শত্রুগণকে আমি মারিব। আমি ক্ষমতাবান্, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান্ ও

সুখী—আমার সমান আর কে আছে? এইরূপ লোক "আত্মসম্ভাবিত" আপনাআপনি বড়; ইহাদিগকে কোন সাধু ব্যক্তি সমাদর না করিলেও গর্ব্বভরে আপনাকে ধন্য ও পূজ্য বলিয়া মনে করে। ইহারা কামভোগে আসক্ত হইয়া মহাক্লেশময় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে "এই সকল দ্বেষ পরায়ণ ক্রূরকর্ম্মা পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে সংসারে আসুরী যোনিতেই, অতিক্রূর-প্রকৃতি ব্যাঘ্র-সর্পাদি যোনিতে নিরন্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকি"। যাদৃশ কর্ম্ম তাদৃশ ফল, অবশ্যই হইবে,—ইহলোকে বা পরলোকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুভদ্রা-হরণ প্রস্তাব।

শ্যামচাঁদ যখন এইরূপ গর্ব্বে অতিস্ফীত, তখন নসু ও আর তিন জন মোসায়েফ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। নসু জালিয়ত পেশকারের ভ্রাতষ্পুত্র।

শ্যামচাঁদ বলিল "নায়েব মহাশয়, আপনি এখন যাইতে পারেন। কল্য উকীল বাবুকে লইয়া আমার সহিত বেলা ৪টার সময় সাক্ষাৎ করিবেন।"

নায়েব চলিয়া গেল।

নসু। হুজুর! এক দেবকন্যার খোঁজ পাইয়াছি। চমৎকার! এক-বার দেখিলে চক্ষু সার্থক হয়।

২য় পারিষদ । যে তাহাকে দেখে নাই, তাহার জীবন বৃথা।

৩য় পারিষদ। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, কোন দেবী স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছেন।

শ্যামচাঁদ। এই দেব কন্যাটী কে হে? তাহার নাম ধামটা চট করে বলো দেখি, সখা।

নসু। এ পরিটী প্রজাবিদ্রোহীদিগের সর্দ্দার মহেশের বুন। তার নাম মায়া। বয়স চৌদ্দ। বিবাহ আজিও হয় না। এই রত্ন দেবলোকেও দুর্লভ। হুজুরেরই যোগ্য। অন্য পারিষদগণ (একস্বরে) ঠিক! ঠিক!

শ্যামচাঁদ। আপাততঃ আছে কোথায়?

নসু। প্রবোধ বাবুর বাটীতে।

শ্যামচাঁদ। তাহা হইলে সুভদ্রা-হরণ হইবে।

২য়। পারিষদ। হুজুরের পক্ষে এ তুচ্ছ ব্যাপার।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

রঙ্গরস ভঙ্গ।

নসু প্রভৃতি বয়স্যগণ, অশ্লীল রহস্যে, প্রাথমিক রসের তরঙ্গ তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় সেই কক্ষে বীরাকৃতি রুদ্রমূর্ত্তি এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কটিদেশে অসি লম্বমান। চক্ষুতে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে।

তাঁহাকে সহসা দেখিয়া শ্যামচাঁদ ও পারিষদবর্গের ভয় হইয়াছিল। শ্যামচাঁদ হৃদয়স্থিত ভীতি গোপন করিয়া চেষ্টা-লব্ধ-দৃঢ়স্বরে বলিল—"তুমি কে হে? বলা নাই, কহা নাই, ধাঁ করে ঘরে ঢুকিলে?"

আগন্তুক। আমি আপনাকে একটা উপদেশ দিতে আসিয়াছি। আপনি যদি আপনার ভাল চাহেন, ইহকালে ও পরকালে আপনার মঙ্গল চাহেন, আপনি অত্যাচার ও লাম্পট্য ত্যাগ করুন।

শ্যামচাঁদ। আপনাকে আমি গুরুগিরি দেই নাই। আমার গুরু আছেন।

আগন্তুক। আমার কথা শুনুন। পাপ অন্যের নিকট গোপন থাকিলেও, ভগবানের নিকট গোপন থাকে না। ভগবান্ পাপীকে ভীষণ দণ্ড দেন। দণ্ড যত বিলম্বে আইসে, ততই গুরুতর হয়। সৎপথে থাকুন, প্রজা পালন করুন, আপনার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। অসৎ পথে চলিলে নিশ্চিতই আপনার মুণ্ডপাত হইবে।

শ্যামচাঁদ। (পারিষদদিগের প্রতি) পাগল না কি, হে?

১ম পারিষদ। হুজুর, নিশ্চয়ই পাগল।

২য় পারিষদ। বিষম পাগল।

আগন্তুক। খোসামুদেরা! চুপ কর্, নহিলে এখনি লাথি মারিয়া তোদের চুপ করাইব।

পারিষদগণ (ভয়ে) রাগ করেন কেন? উপদেশ দেওয়াতে দোষ কি?

শ্যামচাঁদ। দ্বারবান! দ্বারবান!

নেপথ্যে। হুজুর।

আগন্তুক। শোন্, শ্যামচাঁদ! অত্যাচার করিস না। (দুই তিন জন দ্বারবান ছুটিয়া আসিল)।

শ্যামচাঁদ। পাক্‌ড়ো উসকো—পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো—

আগন্তুক। খবরদার, (কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া) মৎ আও।

তথাপি একজন দ্বারবান আগন্তুককে ধরিতে আসিল। আগন্তুক তাহার বুকে এমন জোরে পদাঘাত করিলেন যে, সে চীৎ হইয়া পড়িয়া গেল। আর দুই জন দ্বারবান, উলঙ্গ তরবারির সান্নিধ্য ত্বরায় পরিত্যাগ করাইয়া যুক্তিসঙ্গত স্থির করিয়া, সরিয়া পড়িল। নম্র হর্ম্ম্যতল চুম্বন করিল। আর তিন জন সখা কেহ আলমারির অন্তরালে, কেহ বৃহদ্দর্পণের পশ্চাতে আশ্রয় লইল।

শ্যামচাঁদ বসিয়া—"জমাদার, পাকড়ো পাকড়ো" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্যামচাঁদের অনেকগুলি সিপাহী আগন্তুককে ধরিতে ধাবমান হইল, ঘিরিল। কিন্তু আগন্তুক অপূর্ব্ব কৌশল ও সাহসের সহিত তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বীরদর্পে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

কন্দর্প ও নাসিকা।

রজনী দ্বিপ্রহর। শ্যামচাঁদ শয়নকক্ষে এক্ষণ নিদ্রিত হয় নাই, গভীর চিন্তায় মগ্ন। চিন্তা করিতেছে যে, "যে লোকটী তরবারি হস্তে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল সে কে? নরেশ কি আমাকে খুন করিবার জন্য গুণ্ডা পাঠাইয়াছিল। ও লোকটী নরেশ নহেত?

শুনিয়াছিলাম মহেশ কোন কোন জমিদারের গৃহে একাকী অসিহস্তে প্রবেশ করিয়া জমিদারকে তিরস্কার করিতেছে ও শাসন-বাক্য বলিতেছে। যাহা হউক, এক্ষণ দেখিতেছি, জীবন নিরাপদ নহে। পাহারার বন্দবস্ত আরও ভাল করিতে হইবে। আমার এত লোকজন, নরেশ ও মহেশ আমার কি করিতে পারে? তা ভয় করি না। এক্ষণ ললিতার কি করি? দেখি, আজ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি। সে যে কান্নাকাটি করে, বড়ই ধেক বোধ হয়, আর মানুষকে বিশ্বাস নাই।" এমন সময় সেই ঘরের দরজায় মৃদুভাবে ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। শ্যামচাঁদ বলিল, "এস।"

ললিতা ঘরে প্রবেশ করিল। ললিতা এক্ষণও পূর্ব্বের মত সুন্দরী, অঙ্গের লালিত্য, বদনের শোভা, নয়নের কটাক্ষ পূর্ব্ববৎ মনোহর, কেবল সেই পূর্ব্ব যৌবনের পূর্ণতা পূর্ণতর হইয়াছে। কিন্তু যদিও রূপ টল টল করিতেছে, তথাপি তাহার উপর একটা কিসের ছায়া পড়িয়াছে—চিন্তার বা উদ্বেগের বা ব্যাকুলতার?

ললিতা এবং শ্যামচাঁদের মধ্যে এখন যে জঘন্য সম্পর্ক, তাহাতে যেরূপ বাক্যালাপ হওয়া সম্ভব, তাহা পরিষ্কার করিয়া লেখা যায় না। তবে ললিতা তাহার ভাবের আবর্ত্তে, পুনঃ পুনঃ এক কথা বলিতেছিল—"তুমি আমাকে অবিলম্বে বিবাহ কর, না হয় আমাকে মারিয়া ফেল, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব। তোমাকে ত সে পোড়া কপালের কথা বলিয়াছি"।

শ্যামচাঁদ মনে করিতেছে, "আত্মহত্যা যদি যথার্থই করে, সমুদায় বালাই চুকিয়া যায়। যাহাতে আত্মহত্যা করে, তাহারই চেষ্টা প্রথমে দেখা যাউক, আত্মহত্যা করিলেই কিস্তি মাৎ।"

প্রকাশ্যে ললিতাকে প্রগাঢ় প্রেমের ভাষা বলিতে লাগিল। কিন্তু

বিবাহ করিতে স্বীকার হইল না। শেষে স্থির হইল যে, ললিতা কাশীবাসিনী হইবে, শ্যামচাঁদ তাহাকে মাসে ২০০৲ দুই শত টাকা করিয়া দিবে।

শ্যামচাঁদ ভাবিল, ললিতা ইহাতে যথার্থই স্বীকার হইয়াছে। কিন্তু ললিতা সেই রাত্রি একটা সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল। ললিতা আসিবার পূর্ব্বেই শ্যামচাঁদ সুরাপান করিয়াছিল। সুরা তাহাকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছিল। অবশেষে শ্যামচাঁদ আসবের আবেশে নিদ্রিত হইল। তখন ললিতা মনে মনে বলিল—"এই ত সময়। প্রতিহিংসা! আমার হৃদয়ে বল দেও। এক্ষণে প্রতিহিংসাই আমার জীবন। ঘোর প্রতিহিংসা! শ্যামচাঁদ! আমি বুঝিতেছি, তুমি সুবিধা পাইলেই এখন আমাকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টক হইতে চাহ। কিন্তু আমি তোমাকে মারিব না। তোমার সুন্দর মুখ আমার পক্ষে কাল হইয়াছিল। ঐ সুন্দর মুখ চিরকালের জন্য আমি বিষম বিকৃত করিয়া দিব।"

তখন ললিতার চক্ষুতে প্রতিহিংসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ললিতা তাহার কটিদেশ হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাহির করিল, শ্যামচাঁদের সুন্দর মুখখানি ক্ষণকাল দেখিল, বলিল "না, এমন নিষ্ঠুর কাজ আমি পারিব না।" এই বলিয়া শ্যামচাঁদের সুন্দর বদন মোহে চুম্বন করিল। শ্যামচাঁদ নিদ্রার ঘোরে, ললিতার কোমল মরাল-গ্রীবা বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। ললিতা আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া দাঁড়াইল। এবার প্রতিহিংসার এমন এক বিশাল তরঙ্গ তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল যে, হৃদয় হইতে মায়া মমতা সমুদয় কোমল ভাব ভাসিয়া গেল।

ললিতা তখন প্রতিহিংসায় উন্মাদিনী। সে বলিল "আর বিলম্ব

নহে"। এই বলিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষুর দিয়া শ্যামচাঁদের সুন্দর নাসিকা আমূল ছেদন করিয়া, ক্ষুর ফেলিয়া দিয়া, লাফাইয়া পলাইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তামসী বুদ্ধি।

হতভাগিনী শিক্ষাভিমানিনী ললিতা পুস্তকে যাহা পড়িত, অনেক সময়ে নিজ জীবনে তাহা প্রয়োগ করিতে চাহিত। তরুণ বয়সে অনেক পুরুষেরও এইরূপ প্রকৃতি থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ললিতা যাহা পড়িত, তাহার বুদ্ধির দোষে, তাহা কুভাবে প্রয়োগ করিত। "দুর্গেশনন্দিনী" পড়িয়া সে আয়েষা হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আয়েষা ললিতার ন্যায় গোপনে অন্ধকারে তস্করের ন্যায় প্রণয়াস্পদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। ললিতা তাহা ভাবে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবাবিবাহ" শাস্ত্রীয় হউক বা অশাস্ত্রীয় হউক, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার পূর্ব্বে বিধবা পরপুরুষের সহিত রাত্রিতে নির্জ্জন স্থানে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে দোষ নাই, একথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" পুস্তকে কোন স্থানে নাই। তথাপি ললিতা ঐ পুস্তকের দোহাই দিয়া ঐরূপ মিশিত। ললিতা রামায়ণে সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন বৃত্তান্তটা পড়িয়া আমোদিত হইয়াছিল। হতভাগিনী সূর্পনখার শোচনীয় মুখ-বিকৃতির জন্য নারীসুলভ করুণা ললিতার হৃদয়কে আর্দ্র করে নাই। বরঞ্চ, সে তাহা পাঠ করিয়া "বেশ! বেশ!" বলিয়া অট্টহাস্য করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, "লক্ষ্মণ যেমন মদনোন্মা-

দিনী রাক্ষসীর নাসিকা কর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি কোন কন্দর্পক্ষিপ্ত পুরুষের নাক কাটিয়া দিতে ইচ্ছা করি। পুরুষ কবিগণ পুরুষের পক্ষপাতী। নতুবা কেন কোন কবি কামোন্মত্ত পুরুষের নাসিকা কর্ত্তন লেখে নাই।"

নরেশ বাবুর সদর নায়েবের মুখে পাঠক শুনিয়াছেন ললিতা "কথন কথন নাকি ছড়া লেখে।" হাঁ, ললিতা কবিতা লিখিত। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি "ললিতার দুই একটী কবিতা নাকি একখানি মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত ললিতা আপনাকে কবি ভাবিত। "কন্দর্প ও নাসিকা" নাম দিয়া একটী কবিতা লিখিয়া সে পুরুষ-সুর্পনখা রচনা করিয়াছিল। বস্তুতঃ কোন অসংযত পুরুষের নাক কাটিয়া দিবার ললিতার একটা বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল।

একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, বাহ্য জগতে কোন দৃশ্য একবারে বিলুপ্ত হয় না, প্রত্যেক দৃশ্যের চিত্র, অসীম "ঈথর" পটে চিরকাল চিত্রিত থাকে। তেমনি অন্তর্জগতে কোন ইচ্ছাই একেবারে বিলুপ্ত হয় না, হৃদয়ে তাহার চিত্র চিরকাল অঙ্কিত থাকে, সুযোগ পাইলেই দেখা দেয়। তাই বাল্যকালের সূর্পনখা-স্মৃতি, ললিতার যৌবনে, প্রতিহিংসার সময়, এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল। শ্যামচাঁদ যদি তাহাকে বিবাহ না করে, তাহা হইলে ললিতা তাহাকে "পুরুষ-সূর্পনখা" করিয়া দিবে। গ্রন্থের দৃষ্টান্ত নিজ জীবনে পরিণত করিতে গিয়া ললিতা পদে পদে বিষম ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইত। যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে, গুরুর বা শাস্ত্রের বা অন্য সদ্গ্রন্থের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে, সেই বিপরীত গ্রাহিনী বুদ্ধিকে তামসী বুদ্ধি বলে। ললিতার বুদ্ধি তামসী, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ নন্দিনীর"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহের" এবং বাল্মীকির রামায়ণের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই বিপরীত অর্থ অনুসারে কার্য্য করিয়া ইহার মধ্যেই অধঃপাতে গিয়াছিল। এবং আরও অধঃপাতে যাইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মায়ার বর দেখুন।

মায়া, কুমুদিনী ও লীলাদেবী বৈকালে ছাদের উপর বসিয় আছেন। লীলাদেবীর দক্ষিণ হস্ত মায়ার ক্ষীণ কটিদেশ বেষ্টন করিয় রহিয়াছে। মায়া লীলাদেবীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া আকাশের দিবে তাকাইয়া আছেন। একটী কুকুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহি য়াছে। একটী বিড়াল কোলে শুইয়া আছে। মায়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লীলাদেবীকে বলিলেন, "মা! দাদা আমাকে ন বলিয়া কেন চলিয়া গেলেন?"

লীলা। বিদায়ের সময় তোমাকে দেখিলে পাছে তাঁহার প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হয়, বোধ হয় এই আশঙ্কায় বিদায়ের সময় সাক্ষাৎ করেন নাই।

মায়া। আমার মনে এক ভয় হয়। পাছে তিনি ক্রোধে নটব নায়েবকে বধ করেন।

কুমুদিনী। বধই কি সেই পাষণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি নহে?

মায়া। বৌ, তুমি আমি শাস্তি দিবার কে? শাস্তি দিবার জন নারায়ণ আছেন, তাঁহার গদা আছে, তাহার সুদর্শন চক্র আছে।

কুমুদিনী। আর অন্য কেহ কি দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারীকে দমন করিবে না? তবে কি নির্ভয়ে নরপিশাচগণ পরম সাধু বৃদ্ধকে হত্যা করিবে, কুলবধূদিগকে ধর্ষণ করিবে!

লীলা। দুষ্টের দমন আবশ্যক।

মায়া। দুষ্টের উদ্ধার করিলেই দুষ্টের প্রকৃত দমন হয়।

কুমুদিনী। তবে কি যখন কোন নরপশু কোন নারীর উপর পাশব বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করা অনুচিত?

লীলা। ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহাকে বধ করা আবশ্যক হইলে, নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করা কর্ত্তব্য। তাহা প্রতিহিংসার জন্য নহে, প্রতিকারের জন্য।

মায়া। মা, প্রতিহিংসার জন্য, ক্রোধের পড়িয়া যদি দাদা নটবরকে খুন করেন! তা হলে যে তাঁর পাপ হবে।

লীলা। তুমি সেবানন্দ স্বামীজীকে সে দিন কি বলিয়া দিলে?

মায়া। আমি বলিলাম, ঠাকুর আপনি দিন কতক দাদার অগোচরে পিছনে পিছনে ঘুরিবেন। দেখিবেন যেন তিনি ক্রোধে পড়িয়া কোন অকার্য্য করেন না।

কুমুদিনী। মায়া, তোমাকে বলিতে কি—নটবরকে তোমার দাদা খুন না করুন, কিন্তু যদি আচ্ছা করিয়া জুতা দিয়া মারিতে মারিতে তাহার পিঠের ছাল তুলিয়া দেন, তাহা হইলে আমি খুব খুসী হই। আমি আজিও তোমার মত দেবতা হইতে পারি নাই।

মায়া। মা! সমুদয় জীবই নারায়ণের অংশ নয় কি? তুমি, আমি, বৌ, প্রবোধ বাবু নটবর, এই বিড়াল, ঐ কুকুর সবই নারায়ণের অংশ নহে?

লীলা। মায়া! তুই কি মানুষী?

মায়া। আমি অবোধ বালিকা। তবে যাহা চোখে দেখিতে পাই তাই বলি। বাবা বিষ্ণুকে ভক্তি করিতেন। যে বিষ্ণুকে ভক্তি করিতে তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন, সেই বিষ্ণু সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, আমি দেখিতে পাই। সবই যে বিষ্ণু। ঐ সূর্য্য হাসিতে হাসিতে অস্ত যাইতেছেন উহার ভিতর বিষ্ণুকে কি দেখিতে পাইতেছ না? ঐ যে মেঘমালা, সিন্দুরের মত লাল হইয়া, সূর্য্যের হাস্য দেখিয়া হাসিতেছে, উহার মধ্যে বিষ্ণুর হাস্য কি দেখিতে পাইতেছ না? এই যে মৃদু বাতাস বহিতেছে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, ইহা কি বিষ্ণুর নিশ্বাস নহে। বৌ! ঐ যে তোমার সুন্দর দেহ, উহা কি বিষ্ণুর মন্দির নহে, উহাতে কি সততই নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন না?

লীলা। মায়া! তুমি বালিকা প্রহ্লাদ, না বালিকা শুকদেব?

মায়া। মা! অমন কথা বলিবেন না। আমি কৃষকের কন্যা, জ্ঞানহীনা। বৌ। বাবা একটা কথা বলিয়াছিলেন, মনে পড়ে না?

কুমুদিনী। কি কথা?

মায়া। গণেশ ও মা দুর্গার কথা।

কুমুদিনী। বল, মনে আসিতেছে না।

মায়া। একদিন একটা কুকুর দাদার ভাত খাইয়া ফেলিয়াছিল। আমার সম্মুখে একটা নোড়া পড়িয়াছিল, আমি সেই নোড়া নিয়া "দুষ্ট কুকুর, তুই কেন দাদার ভাত খাইয়া ফেলিলি? তোকে মারিব" এই বলিয়া তাহাকে মারিতে যাইতেছিলাম। বাবা তাহা দেখিয়া বলিলেন "মায়া নোড়া ফেলিয়া দেও, আমার কাছে এস, তোমাকে ভগবতীর একটা কথা বলি"। আমি দৌড়িয়া বাবার কাছে গেলাম। বাবা বলিলেন—"একদিন গণেশ দেখিলেন যে, তাহার মা দুর্গার

কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। গণেশ বড়ই দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা তোমার কপাল ফাটিয়া গেল কেমন করিয়া? ইঃ বড় রক্ত পড়িতেছে।" মা দুর্গা বলিলেন, "বাবা গণেশ। একটী বালক একটী বিড়ালকে মারিয়া তাহার কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে, তাই আমার কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।" গণেশ বলিলেন—'মা বিড়ালের কপাল ফাটিল, তাহাতে তোমার কপাল ফাটিল কেন?" মা দুর্গা উত্তর করিলেন, "বাবা, আমিই সমুদয় জীব। যে ব্যক্তি কোন জীবকে আঘাত করে বা হিংসা করে, সে আমাকে আঘাত করে, আমাকে হিংসা করে।" বৌ! সেই দিন সেই গল্পটা শুনিয়া যেন আমি একটা মন্ত্র পাইলাম! সেই মন্ত্রটা জপ করিতে করিতে ক্রমে দেখিতে পাই-তেছি, সবই মা দুর্গা—সমুদয় জগৎ মা দুর্গা।

লীলা। তুমি যাহা বলিতেছ শাস্ত্রের সার কথা তাহাই।

মায়া কুকুরটীকে বলিল—"ওরে, বিশ্বাসী" যা পুকুরে, হাসগুলি জল হইতে উঠিয়া আসিবে। তুই তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আয়। কুকুরটী উঠিয়া লেজ নাড়িয়া মায়ার দিকে চাহিল। মায়া বলিল "হা, এখন যা, ঐ কাজ ক'রে আবার এখনি আমার কছে আসিস।" এই বলিয়া কুকুরের মস্তকটী নিজের মস্তকের নিকট লইয়া কুকুরকে সোহাগ করিয়া ছাড়িয়া দিল। কুকুর পুষ্করিণীতে হংস আনিতে গেল।

লীলা। তুমি কেমন করিয়া বিড়াল কুকুরকে তোমার কথা বুঝিতে শিখাইলে।

মায়া। আমি ত শিখাই নাই। আমি পশুপক্ষীকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। ওরা আপনিই আমার কথা বুঝে।

কুমুদিনী। দেবি! তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে, ভালবাসার ভাষা সর্ব্বহৃদয়গামিনী। তাহা বুঝিতে অভিধান বা শিক্ষক লাগে না।

লীলা। এখন দেখিতেছি, আমি যাহা মানুষ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বজীব সম্বন্ধেই সত্য। তাই মায়ার ভাষা পশু পক্ষীতেও বুঝিতে পারে।

কুমুদিনী। মায়ার এত স্নেহ। তাহার স্থান সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। বিবাহের মন্দিরে কি তাহার স্থান হইবে না। মায়ার দাদা উদাসীন, কৃষকদিগের মঙ্গলের জন্য দিন রাত্রি মগ্ন। আমার ঠাকুর স্বর্গে, তিনি জীবিত থাকিলে এতদিন মায়ার বিবাহ দিতেন।

লীলা। বটেই তো।

কুমুদিনী। এখন মায়ার বিবাহের ভার আপনার।

লীলা। আমরা উভয়েই একটী সুপাত্র খুঁজিতেছি।

কুমুদিনী। একজন মায়ার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার কথা ভাবিতে সাহস হয় না। কেন না তিনি সংসার ত্যাগী।

মায়া। (লজ্জিত হইয়া) বৌ! ও সব কি কথা বলিতেছ?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

——o——

"আমি কৃষ্ণদাস বাবাজী"।

মহেশ কলিকাতা হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। নিজের গ্রামে গিয়া ভদ্রাসন বাটী খুঁজিল। তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। জমিদারের লোক মহেশের ভিটা চষিয়া এক্ষণে ধান বুনিয়াছে মহেশ—নটবর কোথায় সন্ধান করিতে লাগিল। খোঁজ পাইল

একদিনের-পথ-দুরে বাদকুল্লা নামক পল্লীগ্রামে সে বাস করিতেছে। সে এক্ষণে ফোঁটা কাটে, নামাবলী গায় দেয়, এবং শিষ্যদিগকে মন্ত্রও দেয়। কিন্তু স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল ভোল ফিরাইয়াছে মাত্র। একদিন রাত্রে নটবর মাঠ দিয়া গ্রামে আসিতেছে, এমন সময়ে দেখে, তাহার সম্মুখে একজন বীরপুরুষ। বীরপুরুষ বলিল, "চিনিতে পার, নায়েব?" মহেশের চেহারা কয়েদ থাকার সময় হইতে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে নটবর প্রথমে যথার্থই তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

নটবর চমকাইয়া বলিল, "কেগা তুমি—হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।"

মহেশ। আমি তোমার যম।

নটবর। খুন রিবি নাকি?

মহেশ। যা করিব দেখ্। এই এক গাছা লাঠি ধর্—পাষণ্ড! তুই জানিস না—যখন মহেশের পরিবারের হাত ধরেছিলি, তখনই তুই যমের বাড়ী গিছিস্।—নে, লাঠি ধর্—পারিস্‌ত জীবন রক্ষা কর।

নটবর। তুই আমার বাবা, আমি নিরীহ বৈষ্ণব, চৌদ্দপুরুষে আমি কখন নায়েবী করিনি। আমি নটবর নহি—আমি কৃষ্ণদাস বাবাজী—

মহেশ। কৃষ্ণদাস! তুই মহেশের বাপ হারাধনকে খুন করিছিলি—কাছারিতে—হুকুম দিয়ে। মনে নাই? মহেশ জীবিত থাকিতে মহেশের সতী সাধ্বী স্ত্রীকে ছুঁইছিস্—তাহার পিতাকে খুন করেছিস্—আর তোর এক্ষণও জীবনের আশা আছে?

নটবর। তুমি আমার বাবা, আমাকে খুন করো না। আমি বৈষ্ণব, আমি নটবর নহি।

মহেশ। আবার মিছে কথা বলছিস্? মরদের মত লাঠি ধর না।

হয় ত এইরূপ লাথির ঘাতে তোকে কীচক বধ ক'র্ব্বো। (মহেশ তাহাকে তাহার নাগরা জুতার এক লাথি মারিল)।

নটবর। বাবা মহেশ! তোর—পায়—ধরি, আর মারিস না। আমি নটবর—আমাকে ক্ষমা কর—চিরকাল তোর গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব।

মহেশ। লাঠি নে, তা নৈলে আবার এক লাথি খাবি।

নটবর অগত্যা লাঠি নিল। মহেশকে মারিতে লাগিল। মহেশ প্রথমে কেবল ঠেকাইতে লাগিল। নটবরের কান্নাতে তার কেমন যেন একটা দয়া হইতেছিল, তাই মনে করিতেছিল যে, একটা জীব-হত্যা করিব কি? হিন্দুর প্রাণ—যদি স্মরণাগতের হাজার অপরাধ থাকে, তবু তার ক্রন্দন শুনিলে মনটা কেমন নরম হইয়া যায়। কিন্তু হারাধনের যন্ত্রণা আর কুমুদিনীর কেশাকর্ষণ যখন আবার মনে হইল, তখন মহেশ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "না, না, এ পাপের ক্ষমা নাই—পাষণ্ড পারিস্ ত প্রাণ রক্ষা কর—"মহেশ প্রচণ্ডবেগে দুইবার যষ্টি প্রহার করিল। নটবর ধরাশায়ী, মহেশের চক্ষু কপালে "ওরে নরাধম—যা যমালয়ে" বলিয়া—যেমন যষ্টি উত্তোলন করিয়াছে, অমনি একজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার লাঠি ধরিল।

মহেশ দেখিল, সেবানন্দ স্বামী। বলিল—"ঠাকুর তুমি কেন লাঠি ধরিলে। ছাড়—"

সেবানন্দ স্বামী। না ছাড়িব না, ক্রোধবশতঃ নরহত্যা করা মহা-পাপ। তোমাকে সেই পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি আসিয়াছি।

মহেশ। স্বামীজী কি ক'র্‌লে?

আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মহেশকে কোথায় লইয়া চলিল।

সেবানন্দ স্বামী নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনয়ন করিয়া নটবরের মুখে দিলেন, রক্ত ধৌত করিয়া দিলেন এবং, আর একজন সন্ন্যাসীর সাহায্যে, নিকটবর্ত্তী একটী কুটীরে তাহাকে লইয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

মহেশ মন্দিরে।

মহেশ অমাবস্যা রাত্রিতে তটিনী তটে, সেই শ্মশান-কালীর মাঠে আসিল। রাত্রি চম্ চম্ করিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র বাতাস সোঁ সোঁ করিতেছে—আর, দূরে শিবারব শ্রুত হইতেছে। যে রাত্রিতে মহেশ সেই বিশাল প্রান্তরে বিরাট কৃষক-সভায় বক্তৃতা করিয়া এক অপূর্ব্ব উত্তেজনার তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল, সেই রাত্রির কথা তাহার মনে পড়িল। সেই লোকারণ্য, সেই হাজার হাজার মশাল, কৃষকদিগের স্ফূর্ত্তি—আর গগনভেদী "জয়, মহেশজী কি জয়" ইত্যাদি হুঙ্কার; আর বক্তৃতার সময় নিজের পবিত্র আবিষ্ট ভাব—সব যেন কল্পনা চক্ষে দেখিতে পাইল। এই সময়ে নিকটে কে যেন "বম্ ভোলানাথ" বলিল। তাহাতে মহেশের চমক ভাঙ্গিল।

কিন্তু দেখিল, আজ সেই মাঠে জন প্রাণী নাই, সব নিস্তব্ধ - মহেশ চারিদিক আবার দেখিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহারা পর জঙ্গলের সেই মন্দিরে গেল। সেখানে একটি দীপ জ্বলিতেছে। করালবদনা ভীমা চণ্ডী রণবেশে দাঁড়াইয়া যেন হাসিতেছেন। মহেশ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—

"মা! আমি আবার তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি এক্ষণে কি করিব? আবার কি গাঁয় গাঁয় গরিব প্রজাদিগের ঘরে ঘরে ফিরিব? আবার কি বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিব? যদি আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে, তাহাতে অত্যাচার পুড়িবে, না প্রজারা পুড়িবে? আগে যে অত্যাচার ছিল তার চেয়ে যে অত্যাচার বেড়েছে! যদি বিদ্রোহে প্রজাদিগের কোন উপকার হবে না, তবে কেন আমাকে এ মতি দিয়াছিলে? এই বিদ্রোহের জন্য আমার নিরপরাধী পিতার প্রাণ গেল, আমাদের পরিবারের ইজ্জত গেল, আর আমার স্ত্রী, আমার ভগ্নী এক্ষণে পথের কাঙ্গাল। মা! তুমি নরবলি চাহিয়াছিলে, তাই কি আমার পিতার বলি হইল? আমাকে বলি দিলে না কেন? আমাকে বলি দিয়ে প্রজাদের কেন বাঁচাইলে না, তাহাদের দুঃখ কেন ঘুচাইলে না। আমি যে দুঃখী-প্রজাদের কিছুই করিতে পারিলাম না; কেবল তাহাদের মজাইলাম, তাহাদের দুঃখ বাড়াইলাম। মা, তুমি ত জান, তোমার সন্তান বিপদে ভীত নহে। মা আমাকে ব'লে দেও এক্ষণে কি করিব। বিদ্রোহ না শান্তি?"

মা ত কিছুই বলিলেন না। মহেশ চক্ষু নিমীলিত করিয়া মা কালীকে ধ্যান করিতে লাগিল। ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইল—গাঢ় অন্ধকার হইতে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,—তাহা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, তাহার ভিতরে অসুরমর্দ্দিনী মুর্ত্তি দেখিতে পাইল—

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবঃ ॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।

"ভীষণবদনা কৃষ্ণবর্ণা দেবী অসি এবং পাশ ধারণ করিয়া বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন। তিনি বিচিত্র লৌহময় যষ্টিধারিণী এবং নরশিরমালায় বিভূষিতা, তাঁহার পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি ক্ষীণাঙ্গী হওয়ায় অতি ভীষণাকৃতি দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই দেবীর বদনমণ্ডল অতি বিস্তৃত, এবং লোলজিহ্বা"।

মহেশ দেখিল এই মূর্ত্তি আকাশে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর হাজার হাজার ভীম দৈত্যদল কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশিবৎ দেবীকে আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু বায়ু যেমন মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, রণরঙ্গিণী দেবী তেমনি অসুরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন—অসুরগণ রক্ত বমন করিতে করিতে ছুটীতেছে, পড়িতেছে, মরিতেছে। ভৈরবনাদিনী আলুলায়িত কেশে অট্টহাস্য করতঃ ছিন্নমুণ্ডরাশির উপর নৃত্য করিতেছেন। মহেশ দেখিল চণ্ডীর জয় হইল। অখিলজগৎ প্রসন্ন ও বিপ্লব-রহিত হইল, আকাশ নির্ম্মল হইল, সরিৎ সকল স্ব স্ব মার্গে চলিতে লাগিল। দেবগণ হর্ষভরে পরিপূর্ণ হইলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ মধুর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিলেন। মহেশ তাহার পর দেখিল, চণ্ডী ভুবনেশ্বরী হইয়া হাসিতেছেন। মহেশ উচ্চৈঃস্বরে মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিল। তখন ভুবনেশ্বরী মহেশকে বলিলেন—

"বৎস! অত্যাচার স্বরূপ দৈত্যকে মঙ্গলরূপিণী শক্তি মর্দ্দন ও নাশ করিতেছে—। অত্যাচার যাহাদের প্রাণ তাহারা মরিতেছে বা

মরিবে—আপাততঃ শোণিতপাত, পরে সাধুগণ স্বরূপ দেবতাগণের আনন্দ। এই জগতে নিত্য সুরাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। কেহ বা দেব, কেহ বা দৈত্য। পরের সুখের জন্য যাহাদের জীবন, তাহারা দেবতা; অন্যের দুঃখের জন্য যাহাদের জীবন, তাহারা দানব। জগতের কোন ভাল কাজই নিষ্ফল হয় না। তোমার কর্ম্মবীজের ফল কয়েক বৎসর পরে দেখিতে পাইবে। প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য শাসনকর্ত্তারা একটা বিধি * প্রচার করিবেন।"

এই কথা বলিয়া মাতা অন্তর্হিতা হইলেন। যে স্বর্গীয় আলোক ফুটিয়াছিল তাহা অন্ধকারে লুপ্ত হইল। মহেশ তার পর দেখিতে পাইল, আকাশে ঘন কৃষ্ণমেঘ-স্তূপের পিছনে মেঘস্তূপ ছুটিতেছে। সেই মেঘস্তূপ আরোহণ করিয়া দৈত্যগণ রণে ধাবিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে মার মার শব্দ মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে—মেঘ কড় কড় করিয়া ডাকিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া মহেশ চমকিয়া উঠিল। মহেশের আবেশ ভাঙ্গিল, দেখিল মন্দির অন্ধকার। বাহিরে ঝড় হইতেছে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, মুহুর্মুহুঃ মেঘ ডাকিতেছে। মহেশ ভাবিল, এই দুর্যোগে যদু ভীম ও ষড়ানন আসিবে? এমন সময় মন্দিরে আর কয়েক জনের কথা শুনা গেল।

মহেশ বলিল, "তোমরা কারা"? উত্তর হইল, "আমি যদু,—আর ভীম, আর ষড়ানন, ঝড় বৃষ্টিতে বড়কষ্ট পাইয়াছি। আলো জ্বালিবার উপায় নাই"?

মহেশ দীপ জ্বালিল। এক সন্ন্যাসী তাহার ঝুলি হইতে তিন খণ্ড কাপড় দিলেন। যদু ভীম ও ষড়ানন আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিল। তাহা

---

* The Tenancy Act of Bengal

পরিধান করিল। তাহার পর, যদু ভীম ষড়ানন ও মহেশ এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিল।

এ দিকে বৃষ্টি থামিল। মেঘ কাটিল। মহেশ অনুচরগণকে বিদায় দিলেন। ভাবিলেন মায়ার নিকট যাইব। কিন্তু আগে একবার নদীয়া জেলা যাইব।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

Opelia. (*Singing*)

And will he not come again ?
And will he not come again !
No, no, he is dead,
Go to tby death-bed,
He never will come again.

Shakspeare.

উন্মাদিনী।

কত দিন গেল মহেশের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবু কুমুদিনী ও মায়া প্রতিদিনই পথ চাহিয়া থাকে। দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাস যায়,—বৎসর ঘুরিয়া গেল, তথাপি মহেশের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না—রজনীতে কুমুদিনী ও মায়া দুইজনে কখন বা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, কখন বা নীরবে বসিয়া থাকে—কখন বা দুই জনে শয়ন করিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ

করিতে করিতে নিদ্রিত হয়। মায়া কখন কখন নিদ্রিত হইয়া দাদাকে স্বপ্নে দেখিয়া "দাদা-দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠে। কুমুদিনী তাহা শুনিয়া কখন "কে রে, মায়া"? বলিয়া উঠে। কখন বা বলে "আর তিনি ফিরিয়া আসিবেন—আমাদের এমন, কপাল হবে?" মায়া বলিত "বৌ আমার মন বলে, দাদা আমার আসিবেন—তাঁকে আবার পাব"। তখন কুমুদিনী সেই বালিকাকে টানিয়া লইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত বদন অশ্রুপূর্ণ-লোচনে চুম্বন করিত, কখন কখন বলিত, "মায়া আমাদের বাড়ীতে সকলে বলিত, 'তুই মানবী নহিস, তুই কোন দেবকন্যা, কাঙ্গালের দুঃখে দুঃখী হইয়া, কৃপা করিয়া কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়াছিস'। আমরও বোধ হয় তুই দেবী, তোর কথা অবশ্য সত্য হইবে।" তখন মায়া বলিত "আমি দেবকন্যাও নহি, দেবীও নহি, আমি তোমার মায়া"। কুমুদিনী এই কথা যতবার শুনিত ততবারই কাঁদিয়া ফেলিত, আর মায়াকে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিত।

কুমিদিনী বাঙ্গালা সংবাদপত্রে মহেশের সংবাদ খুঁজিত। একদিন একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পাঠ করিল, "জমিদারের লাঠিয়ালগণের সহিত প্রজাগণের মস্ত একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক লোক আহত হইয়াছে। জমিদারের পক্ষে দুইজন লোক খুন হইয়াছে, আর প্রজাদিগের মধ্যে মহেশ নামক একজন ব্যক্তি হত হইয়াছে।" সম্পাদক টীকা করিয়াছেন "যতদুর জানাযায় এই সেই প্রসিদ্ধ বিদ্রোহী প্রজাদলপতি মহেশ।" কুমুদিনী এই টুকু যেমন পড়িল, অমনি তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, খবরের কাগজ খানি হাত হইতে পড়িয়া গেল। কুমুদিনী মায়াকে ডাকিল। প্রবোধ বাবুর একটী বৃদ্ধা চাকরাণীর জ্বর ও ক্ষয়কাসী হইয়াছিল। ক্ষয়কাস সংক্রামক বলিয়া অন্য চাকরও চাকরাণী

তাহার নিকট বড় যাইত না। প্রবোধ বাবুর স্ত্রী তাহার সেবা করিতেন, আর মায়া। যখন কুমুদিনী ডাকিল, মায়া তখন সেই বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিতেছিল। ডাক শুনিয়া মায়া দৌড়িয়া অসিল, বলিল "বৌ, দাদার কোন খবর পেয়েছ কি?"

কুমুদিনী। খবর পেয়েছি। কপাল ভেঙ্গেছে। ওরে মায়া, শেষে এই হইল!

মায়া। দাদা কি নাই?

কুমুদিনী উত্তর করিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল বলিতে লাগিল "কি হলো আমার, কি হলো আমার?"

মায়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "দাদা কি স্বর্গে গিয়াছেন?" মায়া তাহার পিতার মৃত্যুতে জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, দাদার মৃত্যুর সংবাদে আবার কি করে, সেই ভয়ে কুমুদিনী নিজের শোক দুঃখ চাপিলেন, অতি কষ্টে বলিলেন,

"নিশ্চিত খবর পাওয়া যায় নাই, আমার ভয় হইতেছে—"

মায়া। "ভয় কি বৌ! দাদা স্বর্গে গেলেও সেখানে আবার আমাদের সঙ্গে দেখা হবে। তবে যা দুঃখ বিলম্বের জন্য। কিন্তু, বৌ, দাদা বেঁচে আছেন, দাদাকে আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করছে"। মায়া চক্ষু বুজিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "দাদা! তুমি যদি জীবিত থাক, আমাদিগের শীঘ্র দেখা দেও—আমরা যে তোমাকে না দেখে কত কষ্ট পাছি, তাতে কি তোমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না?—বৌ, আমি দাদাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি—দাদা মর্ত্তেই আছে,—বৌ, ভয় নাই।

কুমুদিনী (হাস্য করিয়া) "হো হো—দাদা আস্‌ছে, তোকে দেখাব, দেখাব, কি দিবি?" বলিয়া গান করিতে লাগিল,—

(গান)।

সে রতন করিয়া যতন, এনেছি তোরই তরে।
সে নিধি অঞ্চলে বেঁধে, এনেছি তোরই তরে॥
তোরই তরে তোরই তরে—

গান করিতে করিতে কুমুদিনী মায়ার মুখের গোড়ায় হাত নাড়িতে লাগিল, আবার হাত নাড়িয়া গাহিতে লাগিল।

"কি দিবি, কি দিবি, ওরে যাদুমণি, পাইয়া তারে।
সে রতন, করিয়া যতন, এনেছি ওরে তোরই তরে॥"

কুমুদিনী হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে গান করিতে লাগিল। মায়ার মুখের কাছে নিজের মুখ লইয়া গিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া বলিল "তুই কে ? তুই কে —তুই মায়া—মায়া—না, সে যে জলে ডুবে মরেছে,—

গান।

জলেতে ডুবেছিলাম, কেন তুলিলে মোরে স্বজনি।
তারে নাহি হেরে, সখিরে, সইরে, এক্ষণ যে প্রমাদ গণি" ॥

মায়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল "ও কি বৌ, ও বৌ, কি হলো—বৌ কি পাগল হল, মা, মা"—

লীলা দ্রুতবেগে সেই ঘরে আসিলেন। কুমুদিনী মাথা দেলাইয়া বলিল "ঠিক. ঠিক—হয়েছে"—

লীলা বলিলেন "বৌ শান্ত হও থাম"। কুমুদিনী লীলাকে দেখিয়া কাঁদিয়া করতালি দিয়া আবার গান গাহিতে লাগিল—

(গান)

সে কেন এলো না, সে কেন এলো না।
প্রাণ কেন গেল না, প্রাণ কেন গেল না॥

আঁখি ভরে তারে হেরে, কেন রে এলাম ঘরে,
দগ্ধে মরিবার তরে—কেমনে সহি এ দারুণ যন্ত্রণা ॥
সইরে সে কেন এল না, সে কেন এল না ॥

লীলা। সে আসিবে, শান্ত হও।

কুমুদিনী। তুমি কে গা?—লীলামণি না হীরামণি?—জমীদারের বৌ? রাক্ষসী দূর হ, দূর হ, আবার হাততালি দিয়া গান—

"প্রাণ কেন গেল না" ইত্যাদি।

মায়া কুমুদিনীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুমুদিনী। দূর হ, দূর হ। উনি কাঁদিতে পারেন, আমি কি কাঁদিতে পারি না।

কাঁদিতে কাঁদিতে গান।

"সে কেন এলো না কেন এলো না? ইত্যাদি।

লীলা ও মায়া এই পতি-প্রেমে-পাগলিনীকে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী অনেক সময় চুপ করিয়া থাকে, কখন কখন মাথা নাড়ে, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন গান করে।

মায়া কখন বৌকে বাতাস করে, কখন স্নান করায়, কখন বা খাওয়ায়, কখন বা মস্তকে শীতল তৈল মর্দ্দন করে। প্রবোধ বাবু ভাল চিকিৎসক আনাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। চিকিৎসক বলিয়াছিলেন যে ইহা শোক জনিত রোগ, শোকের বেগ থাকিতে আরোগ্য লাভের আশা কম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

---*---

অনুতাপ।

কুমিদিনী ও মায়ার অবস্থা যখন এইরূপ তখন নরেশকে বুঝাইয়া প্রবোধ বাবু তাহার ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে নরেশ বাবু ও প্রবোধ বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

প্রবোধ। সুন্দরবনে আমার যে লাট আছে, তাহার পাশের লাট গবর্ণমেণ্ট বিলি করিবেন। সুন্দরবন-কমিসনর সাহেবের সহিত আমার আলাপ আছে। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, লাটটীতে খুব ভাল, খাল অতি অল্প আছে। জমি উচ্চ, সামান্য ভেড়ী বাঁধ দিলে লোনা জল উঠিবে না। জমিও খুব উর্ব্বরা। ৮০০০ বিঘা আন্দাজ হইবে। তুমি তাহা বন্দবস্ত করিয়া লও। বন্দবস্ত করিয়া লইতে অতি সামান্য টাকা লাগিবে।—আমি এই পুস্তকখানি তোমার জন্য আনিয়াছি, তাহাতে সমুদয় জানিতে পারিবে।

নরেশ। জঙ্গল লইব, হাসিল করিব কেমন করিয়া? হাসিল করিতে ত টাকা চাহি।—

প্রবোধ। টাকা চাহি অল্প। বিঘা প্রতি দুই টাকা লাগিবে।

নরেশ। অর্থাৎ ১৬০০০ টাকা। আমার এক পয়সা নাই।

প্রবোধ। আমার নিকট হাওলাত লও।

নরেশ। দান? শোধ দিব কি করিয়া?

প্রবোধ। শীঘ্র বিলি হইবে। এক টাকা নিরিখে। প্রথম ১০ বৎসর গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইবে না। প্রজারাও তোমাকে ৩

বৎসর কর দিবে না, তাহার পর আর তিন বৎসর "রসদ" তার পর পুরাদস্তর প্রতি বিঘা ১ টাকা খাজনা পাইবে। ৪র্থ বর্ষে চারি আনা নিরিখে ২০০০্—৫ম বর্ষে আট আনা নিরিখে ৪০০০্—৬ষ্ঠ বর্ষে বার আনা হিসাবে ৬০০০্—৭ম বর্ষে পুরা দস্তর এক টাকা নিরিখে ৮০০০্ পাইবে ধর। এই চারি বৎসরে মোট ২০,০০০্ টাকা হয়। তাহা হইতে ১ হাজার টাকা অনাদায় ছাড়িয়া দেও। এবং সাত বৎসর তোমার নিজ খরচ ৭০০০্ টাকা ধরিয়া লও। এই ৮ আট হাজার গেল, আর ১০০০্ সরঞ্জমি খরচ ধর। মোট ৯০০০্ হইল। বাকী টাকা হইতে আমার ৮০০০্ হাওলাত শোধ দিবে। ৩০০০্ মজুত তহবিল থাকিবে। তাহাতে লাটের কাজ চালাইবে। আমার টাকার তাড়াতাড়ি নাই, তুমি ইচ্ছা করিলে দশ বা বিশ বৎসরে আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।"—

এমন সময়ে ক্ষিপ্তা কুমুদিনী অন্দরমহল হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। নরেশ বাবুকে বলিল, "তুমি নরেশ, তুমি আমার স্বামীকে খুন করেছ—তুমি আমার শ্বশুরকে খুন করেছ—ধিক্ নরেশ,—ধিক্ নরেশ, নরেশ—আচ্ছা, মেরে ফেল্লি কেন?—আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস, নরকে যাবার জন্য তোদের কেন এত ইচ্ছা হয়?—তুই সয়তান, না সয়তানের বাচ্চা—না সয়তানের পোষ্যপুত্র (কাঁদিয়া গীত)—

"সই, প্রাণ কেন গেল না।
আঁখি ভোরে তারে হেরে—কেন এলাম ফিরে ঘরে,
কেন তারে দিলাম ছেড়ে—যন্ত্রণা আর সহে না"

(ক্রন্দন) "সইরে—সইরে—সইরে—ছি! ছি! ছি! যমদূত, একে নিয়ে যাও। নিয়ে যা নরেশকে। ঐ নরককুণ্ড। ঐ জলছে—দাউদাউ

করে। ঐ কড়াতে তেল টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌ছে। ঐ তেলে তোকে ভাজিবে।—ঐ দেখ্‌ তোর মতন পাপীরা ঐ খানে কান্‌ছে। ওকে কড়াতে ফেলেদে—ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌, ফেলেদে ফেলেদে, ফেলেদে—হি! হি! আমার শ্বশুরকে খুন করা, আমার স্বামীকে খুন করার সাজা কেন পাবি না—হো হো (গীত) "প্রাণ কেন গেল না" ইত্যাদি।—প্রবোধ বাবু "ঝি ঝি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঝি আসিল, মায়া আসিল। ঝি কুমুদিনীকে ভুলাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু মায়া নরেশ বাবুকে বলিল, "হায়! জমিদার দেখ দেখ, কি করিয়াছ— তুমিও জমিদার, প্রবোধ বাবুও জমিদার। প্রবোধ বাবু ত কাহাকেও খুন করেন না। তার অত্যাচারে কারও বৌ ঝি পাগল হয়নি? ওগো, তোমার কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল? ওমা তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—তুমিও কি আমাদের মত দুঃখী, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়িছি?—ক্ষমা কর". এই বলিয়া মায়া নিজের চক্ষুর জল মুছিয়া—অন্দর মহলে গেল।

নরেশ। আমি কি নরাধম! এই সতী পতির জন্য পাগল, ইহাকে কুলটা ঘোষণা করিছি, এই দেবকন্যার মত কচি মেয়েকে পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন অভিভাবকহীন করেছি। আর আপনি শিবতুল্য লোক তথাপি আপনাকে কি অকথ্য কথা বলেছি। -প্রবোধ বাবু! আমি বিদায় লইলাম। বনে গিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, তার পর যদি বেঁচে থাকি, আপনার কাছে মুখ দেখাবো"—এই বলিয়া নরেশ দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর প্রণয়।

মায়া এখন নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কোন যাদুকর যেন চন্দ্রকিরণঃঘনীভূত করিয়া মায়ার দেহ রচনা করিয়াছে। সে মূর্ত্তি নবদুর্গার প্রতিমা। যেন স্বর্গীয়া দীপ্তি, মানবদেহরূপ স্বচ্ছ আবরণের ভিতর হইতে, বিভাসিত হইতেছে।

আকৃতি এমন মধুর হইতে পারে! আকৃতি বস্তুটী কি? আকৃতি সান্ত বা পরিচ্ছিন্ন আকাশ। অনন্ত বা পরিচ্ছেদশূন্য আকাশ যেই সীমাবদ্ধ হইয়া যায় সেই আকৃতি হইয়া যায়। চিত্রকর যেমন পটের উপর রেখাকে টানিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছবি অঙ্কিত করে, তেমনি বিশ্বশিল্পী আকাশে সরল, বঙ্কিম, সুগোল রেখা টানিয়া আকৃতির সৃষ্টি করেন। আকাশের গর্ভে অনন্ত আকৃতি অব্যক্তভাবে রহিয়াছে; অনন্তের ভিতর অনন্ত সান্ত রহিয়াছে। অনন্তকে সীমাবদ্ধ না করিলে "নামরূপ" হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। আকাশ যখন অনন্ত, তখন তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; আকাশ যখন সীমাবদ্ধ হয়, যখন তাহার

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সে "ঘন" হয়, তখন আকাশ আকৃতি হইয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়; তখন সুন্দর ও কুৎসিতের সৃষ্টি হয়। আকৃতি রেখা-পরম্পরার সন্নিবেশ মাত্র। কিন্তু এই রেখা-মালায় কি রমণীয় রূপের সৃষ্টি হয়! আবার আকৃতির উপর বর্ণ—উষার লোহিত অরুণছটা, চন্দ্রিকার শুভ্রকুহক, চম্পকের চমৎকারিণী কনক-পীত আভা, গোলাপের রক্তশ্বেত ঢলঢল হাসি, নবদূর্ব্বাদলের শ্যাম-শোভা—মরি! কি মাধুরীই বিধাতা বর্ণে ঢালিয়াছেন। রূপ, রেখা ও বর্ণের সমষ্টি। বর্ণ "ঈথরের" তরঙ্গ। "ঈথর" ব্যোম। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যোম একটী ভূত বা বস্তু, অতি সূক্ষ্ম বস্তু, বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ব্যোম অর্থে আকাশ। সুতরাং বর্ণ আকাশের তরঙ্গ। রূপ—(১) আকৃতি (অর্থাৎ রেখাকর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ আকাশ) আর (২) রং (অর্থাৎ আকাশের তরঙ্গ)। অতএব রূপে দুইটী বস্তু দেখিতে পাইতেছি—স্থির আকাশ এবং চঞ্চল আকাশ। স্থির আকাশ, আকৃতি; চঞ্চল আকাশ, বর্ণ। অতএব রূপ, আকাশদ্বয়। রূপে, স্থিতি ও গতি। অকৃতিতে, স্থিতি; বর্ণে, তরঙ্গিত ঈথরে, গতি। আকাশ যখন অসীম, তাহাতে আকৃতি বা রূপ ব্যক্ত নাই। তাই, ভগবান "ভেদবিবর্জ্জিত আকাশতুল্য।" অসীম আকাশ সীমাবদ্ধ হইলে, রূপ হয়। অসীম নিরাকার ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হইলে, তাহার আকার রূপ ও নাম হয়; তখন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি অর্থে নাম রূপের আবির্ভাব; যাহা ভেদবর্জ্জিত ছিল, তাহাতে ভেদের আবির্ভাব হইল। তাই সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন নামরূপের কোন বিভাগ হয় নাই, তখন আর কিছু ছিল না, কেবল এই জগৎ একভাবাপন্ন সত্তামাত্র ছিল। পাঠক ক্ষমা করিবেন। মায়া বালিকার রূপের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, অবিদ্যারূপিণী মায়ার লীলাতে যে সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হইলে নাম

রূপ ভেদ হয়—ইত্যাদি গভীর, অতি গভীর তত্ত্বসাগরের তটে আমরা উপনীত হইয়াছিলাম, এবং মায়া সাগরের উর্ম্মিলীলা বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দেখিতেছিলাম। এই তত্ত্বটী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও নহে। কেননা সংসারে জীবের সুখ দুঃখ লইয়াই উপন্যাস ও ইতিহাস। দুঃখের মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান, জ্ঞানের অভাব বা মিথ্যাজ্ঞান। অবিদ্যা-রূপিণী মায়ার লীলাই এই জগৎ ও জীব। এই মায়ার লীলা প্রত্যেক উপন্যাস ও ইতিহাসের বাচ্য বিষয়। এক্ষণে সে কথা থাকুক।

মায়ার সৌন্দর্য্য, মাধুরীর অবিরাম নির্ঝর বলিয়া প্রতীত হইত। সেবানন্দ সন্ন্যাসী, সাধু, সংযত। তথাপি মায়ার সৌন্দর্য্যের আভায় তাঁহার চোখ ঝলসিয়া গেল। সেবানন্দ আত্মদমন করিবার চেষ্টা করিলেন, মায়ার সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন, এবং অধিকতর মনঃ-সংযোগে সেবাব্রতের কার্য্য করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু অশান্ত মন শান্ত হইতেছে না, আবার মায়াকে দেখিতে চাহে। সৎ ব্যক্তিরও যখন কোন ইচ্ছা বলবতী হয়, তখন স্মৃতি, ইচ্ছার স্তাবক হইয়া, ইচ্ছার অনুকূল যুক্তি আনিয়া দেয়। সেবানন্দের মনে হইল, মায়া একাকিনী। তাঁহার ভ্রাতার ও ভ্রাতৃজায়ার অদ্যাপি উদ্দেশ নাই। সেবানন্দের এত অনুসন্ধানেও তাঁহাদের কোন সন্ধান হয় নাই। মায়া মাতৃহীনা, পিতৃ-শোকে ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদে মর্ম্মপীড়িতা; এ অবস্থায় মায়াকে একবারে দর্শন না দেওয়া, সান্ত্বনা না করা, নির্দ্দয় ব্যক্তির কার্য্য। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেবানন্দের হৃদয় চঞ্চল হইল। সেবানন্দ মায়াকে দর্শন করিতে গেলেন। পথে আত্মমগ্ন হইয়া একটী গান করিতে করিতে চলিলেন। তাহাতে ভগবতীর ধ্যান করিবার চেষ্টায়, মায়ার ধ্যান করিয়া ফেলিলেন।

গীত।

উপনীত মন্দাকিনী তীরে।
নিরখি তাঁহার মুখ, মরমে পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেমনীরে।
ধ্যান করি সেই মুখ, হৃদয়ে উছলে সুখ,
ভেসে যাই আনন্দের পারাবারে।
একি? মায়া!—মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী,
হাসি হাসি মধুরাশি ক্ষরে।
নবীন বয়সে কিবা, ভাতিছে সরগ শোভা,—
এ অধম উদাসীন কেন তাতে মরে।

সেবানন্দ ও মায়ার সাক্ষাৎ হইল। মায়া সেবানন্দকে বলিলেন, "আপনি এতদিন আসেন নাই কেন?

সেবানন্দ বলিলেন, "মায়া তোমার বয়স হইতেছে আমি সন্ন্যাসী। আমার ও তোমার এখন যত কম সাক্ষাৎ হয়, ততই ভাল"।

মায়া। আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনি সন্ন্যাসী, সাধু। তাহাতে সাক্ষাতে দোষ কি? সাধুর সহিতই সাক্ষাৎ করা উচিত।

সেবানন্দ। তুমি আমার কথা বুঝিবে না। আমি মানুষ। তুমি দেবী। মানুষের চিন্তা, দুর্ব্বলতা, তুমি কিরূপে জানিবে? মায়া, তুমি এ সংসারের নহে। এ সংসার অতি বিপদময়। অতি সাবধানে

চলিতে হয়; সংসারের পথ অতি পিচ্ছিল। মায়া! আমি আর আসিব না। আমাকে বিদায় দেও।

মায়া। বলেন কি? আপনি আর আসিবেন না?

সেবানন্দ। আমি আর আসিব কি না বলিতে পারি না।

মায়া। আজই যাইবেন? আজ থাকুন।

সেবানন্দ। ভাল, কল্যই যাইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হিমাচল শৃঙ্গে।

সেবানন্দ স্বামী মায়ার নিকট বিদায় লইয়া হিমাচলশিখরে তাঁহার গুরুদেবের নিভৃত কুটীরে আগত। তাঁহার গুরুদেব মহাপুরুষ। সেবানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "গুরুদেব! আমি বড়ই বিপন্ন, আমাকে উদ্ধার করুন। সংসার ত্যাগ করিয়া, আবার সংসারের মায়াজালে জড়িত হইতেছি। এতদিনের সাধনা বুঝিবা সব নিষ্ফল হইয়া গেল!

মহাপুরুষ স্মিত বদনে বলিলেন, "কি হইয়াছে, সেবানন্দ?

সেবানন্দ। এক বালিকার সৌন্দর্য্য আমার দুর্ব্বল চিত্তকে অধিকার করিতেছে। আমি গুরুদেবের নিকট এই নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া যোগ অভ্যাস করিব; আর সংসারে যাইতে চাহি না।

মহাপুরুষ। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে যোগ সাধন হয় না। জ্ঞানযোগের পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ আবশ্যক।

সেবানন্দ। সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিতেছি না, প্রভো!

মহাপুরুষ। তুমি আবার বঙ্গদেশে যাও। মায়া, লীলা, প্রবোধ ও নরেশকে সঙ্গে করিয়া হরিদ্বারে লইয়া আইস। তাহারা এখানে আসিলে, আর কথা বলিব।

সেবানন্দ সুন্দরবনের লাটে তাহাদিগকে আনিতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসক বলিলেন, স্থান পরিবর্ত্তন করিলে কুমুদিনীর উন্মাদ রোগ সারিতে পারে। প্রবোধবাবু ও লীলা কুমুদিনীকে লইয়া তাহাদিগের সুন্দরবনের জমিদারীতে যাইলেন। সেখানে নিবিড় শ্যামল বৃক্ষরাজি, মন্থরা নদী, বিস্তৃত ক্ষেত্র, নিস্তব্ধতা। প্রথমে কুমুদিনীর মনটা কতক শান্ত হইয়াছিল। কখন কখন বোধ হইত সে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে। সে আর গান করিত না, চুপ করিয়া মায়ার নিকট থাকিত, নিজেই স্নান আহার করিত। মায়ার মনে কুমুদিনীর আরোগ্য লাভের আশার সঞ্চার হইতেছে, এমন সময় কুমুদিনী এক রাত্রিতে অদৃশ্যা হইল। তাহার জন্য বিস্তর অনুসন্ধান হইল, তাহাকে আর পাওয়া

গেল না। মায়া এক্ষণ একাকিনী; মায়ার বিপদ ও শোক যতই অধিক হইতেছে, ততই তাহার মন ভগবানে অর্পিত হইতেছে, তাহার শরীরে যেন রক্ত মাংস অস্থি নাই, কেবল যেন স্নেহে গঠিত। কোথায় কোন রোগী আছে, অমায়া তাহার সেবা করিতেছেন; কোথায় কোন পিতৃমাতৃহীন শিশু আছে,মায়া তাহার লালনপালন করেন; কোথায় কে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে, মায়া তাহার খাদ্য আনিয়া দেন; কোথায় কে শোক পাইয়া কাতরাইয়া কাঁদিতেছে, মায়া নিজের চোখের জল তাহাদের চোখের জলে মিশাইয়া তাহার দুঃখে দ্রবীভূত হন, তাহাকে সান্ত্বনা করেন। মায়ার বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, এক্ষণ কেবল খাটেন অন্যের সুখের জন্য। রাত্রিতে মায়া মন্দিরে পূজা করেন।

রাত্রি ১১টা। মায়া নিকটবর্ত্তী বাপীতে স্নান করিয়া, মন্দিরে পূজা সমাপন পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন "হে ঠাকুর! আমি ত তোমাকেই ভাবি, তোমারই আশ্রয় লয়েছি, তোমারই কাজে এ দেহ উৎসর্গ করেছি। তবু কেন মন অশান্ত হয়? দাদার কথা পলে পলে মনে হয়, মন অস্থির হয়। কোথায় তিনি? কোথায় বৌ? কোথায় সেবানন্দ স্বামীজী?—এমন সময় সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কলস্বরে গীতি আকাশে উত্থিত হইল।

দূরে গীতিধ্বনি—

বিপদ সম্পদ আসে যায়, আসে যায়,
আসে যায় থাকে না কেহ॥
মানুষও আসে যায়, আসে যায়,
থাকে মাত্র আত্মা, থাকে না দেহ॥
কেন ভয়, কেন শোক, জীবনে যাহাই হোক,
ত্যজ মোহ, রচ ইহ সরগ গেহ॥

গীত আকাশে মিশাইয়া গেল। আবার তেমনি নিস্তব্ধ। দীপ স্তিমিত।

মায়া ভাবিলেন "একি সেবানন্দ স্বামীর কণ্ঠ? কি মধুর স্বর! কি প্রশান্তমূর্ত্তি! তিনি কি সুন্দর বনের ঘাটে আসিয়াছেন? এখানে তাঁকে কি কাল দেখা পাব? তিনি কি দাদার কোন খবর এনেছেন?" সেবানন্দ স্বামীজীকে দেখিবার জন্য আমার মন বড় অস্থির হচ্ছে"—পরে মায়া আবার দাদার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের সেই পল্লিগ্রামের বাটীর বিষয়, সেই গাভীগণ, গাভীবৎস, সেই পালিত কপোত দল, সেই কামিনী বকুল গাছ, সেই নদী তট,—আর তাহার পিতার সস্নেহ আলিঙ্গন, আর সেবানন্দ স্বামীর গম্ভীর অথচ মধুর মাঙ্গল্য বাক্য—কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিছু পরে যেন শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন একটী দীর্ঘাকৃতি ছায়া; ছায়া নিকটে আসিল। আকৃতি বলিল "মায়া মায়া"। মায়া শিহরিয়া বলিলেন—"দাদা দাদা!" মায়া তাহার গলা ধরিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে মহেশ কুমুদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়া কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে "কুমুদিনী উন্মাদিনী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন" বলিলেন। মহেশ বলিলেন "পাষণ্ড নরেশ কোথায়"? মায়া,—"নিরুদ্দেশ"।

মন্দিরের এক কোণ হইতে এক জন বলিল "নিরুদ্দেশ নহি, এই আমি নরেশ। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসীর বেশে আমার পৈতৃক জমিদারিতে ভ্রমণ করিয়াছি। তাহাদের দুঃখ কাহিনী স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়াছি। আমার হুকুমে যষ্টি প্রহারে কত প্রজার হাড়গুঁড়া হইয়াছে। কত প্রজা প্রহারের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াছে।

আমি বনে, প্রান্তরে, গিরি-গুহায়, যেখানে যাই, তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনি যেন শুনিতে পাই। অত্যাচারী জমিদার কি নরাধম! আমি কি নরাধম! আমার হুকুমে তোমার পিতা যে পথে গিয়াছে, আমাকে তুমি যদি অদ্য সেই পথে পাঠাও আমি তাহাতে দুঃখিত বা ভীত নহি।"

মহেশ। একি অনুতাপ, না ভণ্ডামি?

নরেশ। মহেশ, সাবধান। ভূপেশের পুত্র, ধন সহায় সম্পদ বৈভবে পূর্ব্বেও যেমন তোমাকে তৃণ জ্ঞান করিত, অদ্যও তোমারই ন্যায় নিঃস্ব অবস্থায় তোমাকে তেমনি তৃণ জ্ঞান করে। প্রাণ দিতে শিখিয়াছি, গালি সহ্য করিতে শিখি নাই। ভূপেশ চন্দ্রের পুত্র কাপুরুষ নহে। পূর্ব্বে আমার লাঠিয়ালদিগের সহিত লড়িয়াছিলে, এক্ষণে সখ হয় আমার সহিত লড়!

মহেশ। বেশ। আর কথায় কাজ নাই। শীঘ্র বাহিরে এস। আমার হাতে সাজা লও।

নরেশ। আমি তরবারি লইয়া আসিতেছি।

তখন প্রভাত হইয়াছে। মায়া স্তম্ভিত। মহেশ দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে। চোখ কপালে উঠিয়াছে। নরেশ দৌড়িয়া গিয়া, বোধ হয় দ্বারবানদিগের নিকট হইতে, দুই খানি তরবারি লইয়া আসিলেন। দুই খানি তরবারি মহেশের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "যে খানি ইচ্ছা হয় নে, অন্যখানি আমাকে দে"। মহেশ একখানি তরবারি লইয়া আর একখানি নরেশকে দিলেন। মহেশের যষ্টি চালনায় যেমন অসাধারণ নিপুণতা ছিল, অসি চালনাতেও সেইরূপ ছিল। এদিকে নরেশ বাবু এককালে সখ করিয়া একজন হিন্দুস্থানী জমিদারের নিকট অসি চালনা বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। দুইজনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই জনেই নিপুণ। মহেশের আঘাত অতি প্রচণ্ড,

নরেশের আঘাত অতি ক্ষিপ্র। দুই জনেই লম্ফ, ঘুর্ণন, প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। দুইজনেই আঘাত, প্রতিঘাত প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। অবশেষে নরেশের বাহুতে একটী তরবারির চোট লাগিল। রক্ত পড়িতে লাগিল। নরেশ তীব্র বেগে মহেশের মস্তকের উপর তরবারি প্রহার করিলেন। মহেশ তাহা ঠেকাইলেও তাহার স্কন্ধে একটী স্থান কিঞ্চিৎ আহত হইল! এইবার মহেশের অসির আঘাত—নরেশ যেমন ঠেকাইবেন তাহার পা একটা শিকড়ে জড়াইয়া যাওয়ায় তিনি পড়িয়া গেলেন। মহেশ বলিল "পাষণ্ড! তুই প্রাণভিক্ষা করিস্ত কর, তোকে বধ করিব না।"

নরেশ। ভূপেশের পুত্র প্রাণভিক্ষা চাহে না! বধ করিতে চাহিস্ বধ কর্। এই বলিয়া নরেশ দণ্ডায়মান হইলেন, তরবারি দ্বারা বেগে মহেশকে আঘাত করিলেন। মহেশ আপনাকে রক্ষা করিল। দুই-জনেই অসি চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেশের বাহু হইতে বেগে শোণিত ধারা পতিত হওয়ায় নরেশের দেহ অবসন্ন হইল। নরেশ ধরাতলে পতিত হইলেন। মহেশের অসি উত্তোলিত, এমন সময় মায়া ছুটিয়া তাহার দাদা ও নরেশের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া মহেশের হাত জড়াইয়া ধরিল।

মায়া। "দাদা শীঘ্র জল আন।" মহেশ জল আনিল। মায়া ক্ষত স্থান ধুইয়া নিজের অঞ্চল ছিঁড়িয়া তাহার ক্ষত স্থানে বাঁধিল। মহেশ বলিল, "নরেশ বাবু, আপনি সাহসে উদারতায় জমিদার হইবার যোগ্য ব্যক্তি বটে"। মহেশ তাহাকে উত্তোলন করিয়া প্রবোধ বাবুর বাস ভবনে লইয়া গেলেন। সেখানে মায়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। নরেশ আরোগ্যলাভ করিলেন,দিন দিন মায়াতে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। নরেশ ভাবিলেন "হীরামণি ও মায়া—দেবকন্যা ও রাক্ষসী

আকাশ ও পাতাল—স্বর্গ ও নরক। ইচ্ছা হয় এই দেবকন্যাকে আমার হৃদয় সিংহাসনেতে বসাইয়া ইহার পূজা করি। ইহাকে দেখিয়া জগৎ সুখময় বোধ হইতেছে।”

মহেশ তাহার উন্মাদিনী পত্নীর অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরেশ সুস্থ হইয়াছেন. তিনি ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী একটী উচ্চ স্থানে বসিয়া প্রভাত সমীরণ সেবন করিতেছেন। দূরে পয়স্বিনী গাভীগণ তৃণ ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। কোথাও বৎস-বন্ধন-রজ্জু-সংযুক্ত-স্তম্ভ,—চতুর্দ্দিকে গোবৎস সকল হাম্বারব করিতেছে। কোন স্থানে মন্থন-কলস হইতে ঘর্ঘর শব্দ সমুদ্গত হইতেছে, এবং কৃষক-কামিনীগণের মন্থন-চঞ্চল-বলয় মুখরিত হইতেছে। তন্নিকটে ঘৃতপাক অনুষ্ঠিত হওয়ায়, নব-ঘৃত-গন্ধ গন্ধ-বহ আনন্দে বহন করিতেছে। দূরে পুষ্ট হলধরগণ হৃষ্টচিত্তে হল চালনা করিতেছে। আরও দূরে, ক্ষেত্র-প্রান্তে, পূর্ণ-যৌবনা, পুষ্পাভরণা, অঙ্গনা-গণ অমল বসন পরিধান পূর্ব্বক কলস-কক্ষে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মস্তকোপরি নির্ম্মল নীলাম্বর—কোমল প্রশান্ত—অনন্ত আশাপ্রদ। প্রভাত সমীরণে বিহঙ্গ গগণে উল্লাসে ছুটিতেছে, কচিৎ নিনাদিত করিতেছে। বস্তুতঃ চতুর্দ্দিকই রমণীয়—পবিত্র। নরেশ সেই রম্য দৃশ্য দেখিতেছেন না। তাঁহার মনে এক দেব-কন্যার চিন্তা বিরাজ করিতেছে—“আমি পাপ, তিনি পূণ্য—আমি

অধম তিনি উত্তম, আমি নিতান্ত অধম। সেই পুণ্যরূপিণী বালিকা এই পাপীকে কি ভাল বাসিতে পারে? আমি সাধু হইলাম না কেন?" নরেশ এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়, দেখিলেন যে এক কৃষক ও কৃষক-পত্নী তাঁহার দিকে আসিতেছে, তাহারা একটী কৃষক বালাকে ডাকিয়া সঙ্গে লইল। তাহারা তিনজন নিকটে আসিলে নরেশ দেখিলেন, প্রবোধ বাবু ও লীলা—কৃষক ও কৃষকপত্নী বেশে—আর মায়া। মায়াকে দেখিয়া নরেশ বাবু চমকিয়া উঠিলেন। লীলা অবগুণ্ঠনবতী। প্রবোধ বাবু বলিলেন "নরেশ! তোমাকে এই সুন্দরবন লাটের ব্যবস্থা বন্দবস্ত দেখাবার অবসর পাই নাই। এই লাট সেবাক্ষেত্র। সেবানন্দ স্বামীর উপদেশ মত আমি ইহার কার্য্য করিতেছি মাত্র, সেবানন্দের নাম শুনিয়া মায়ার মুখে কেমন একটা আনন্দের আভা দেখা দিল। নরেশ মায়ার দিকে তাকাইলেন ও ভাবিলেন, মায়া কি আমাকে দেখিয়া এমন প্রফুল্ল? প্রবোধ বাবু বলিতে লাগিলেন "আমি এখানে একজন কৃষক মাত্র, আমার পত্নী কৃষক-পত্নী মাত্র। কৃষকের পরিবারের লোক যেমন শ্রম করে, আমরাও তেমনি শ্রম করি। আমি যথাশক্তি লাঙ্গল চষি, আমার স্ত্রী কৃষকপত্নীদিগের সহিত গো সেবা করেন। তুমি আমাদের সঙ্গে এস। নরেশ বাবু, এই আমাদের ধানের "ধর্ম্ম-গোলা।" প্রত্যেক কৃষক, যে ধান হয়, তাহার সিকি এই সাধারণ গোলাতে রাখে; আর সিকি নিজের গোলায় সঞ্চয়ের জন্য রাখে, বাকি অর্দ্ধেক ব্যয় করে। "ধর্ম্মগোলা" হইতে অনাথ ও আতুর-দিগকে পালন করা হয়, এবং সাধারণের মঙ্গল জনক কার্য্য করা হয়। এই দিকে এস। এই আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়, এখানে কৃষকের পুত্র কন্যাগণ শৈশবে প্রাতে, বাল্যে রাত্রিতে বিদ্যাশিক্ষা

করে, এবং দিবসে ক্ষেত্রে কার্য্য করে। এখানে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইনি কৃষি শিক্ষক, জর্ম্মানি ও আমেরিকাতে গিয়া কৃষি বিদ্যা ও কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই বিদ্যা-লয়ের পাশে দেখ, আমাদের কারখানা। ওখানে তন্তুবায়ের, কর্ম্ম-কারের, স্থপতির কার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। চল। তোমার বামে আমাদিগের চিকিৎসালয়। ইহা এক্ষণে এই অসাধারণ বালিকা মায়ার তত্ত্বাবধানে আছে।” নরেশ মায়ার মুখের দিকে তাকাইলেন। মায়ার মুখ আবার লাল। “কেহ উৎকট রোগে পীড়িত হইলে সপরিবারে এখানে বাস করিতে পারে। চিকিৎ-সক আয়ুর্ব্বেদ, এলোপাথি, হোমিওপাথিতে পণ্ডিত। এই হাঁস-পাতালের সহিত একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় সংযুক্ত আছে। তাহাতে কয়েকটী ছাত্র ও কয়েকটী ছাত্রী পৃথক্ পৃথক্ ঘরে চিকিৎসা শাস্ত্র অনুশীলন করে। আমাদের এই গ্রামে সকলেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান আলোচনা করে। সকলেই কিছু কিছু চিকিৎসা বিদ্যা জানে, স্ত্রীলোকেরা সকলেই সামান্য রোগের চিকিৎসা জানে, বিশেষতঃ শিশুদিগের চিকিৎসা। গোসেবা ও গোচিকিৎসাও তাহাদিগকে শিখান হয়। বালিকাগণকে পাকপ্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং নিত্য খাদ্য মধ্যে কোনটী কোন রোগে নিষিদ্ধ এবং কোন রোগের পক্ষে প্রশস্ত তাহা আয়ুর্ব্বেদ মতে শিখান হয়। তদ্ব্যতীত কোন্ ধাতুর ব্যক্তির পক্ষে কোন দ্রব্য বিশেষ উপকারী তাহার শিক্ষা দেওয়া হয়। নরেশ! আমরা এখন চাষা, পাচক ব্রাহ্মণ রাখি না, আমার সহধর্ম্মিণী রন্ধন করেন।”

নরেশ। আপনাদের মত চাষা যদি হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার পরম সৌভাগ্য মনে করিতাম।

প্রবোধ। নরেশ! তুমি বস্তুতঃ আমাকে ও আমার স্ত্রীকে সামান্য কৃষক ও কৃষক-পত্নী বলিয়া জানিবে। কিন্তু বলিতে কি, নরেশ! জগতে কৃষক ও কৃষকপত্নী হওয়া রাজা হওয়া অপেক্ষা কম গৌরবের পদ নহে।

নরেশ। আপনি দার্শনিক কৃষক Philosopher Peasant, আপনি জমীদার ও প্রজা Land-Lord and Tenant, আপনি আমার জ্ঞান চক্ষু একটু একটু করিয়া খুলিয়া দিতেছেন। কি মোহে এতদিন ছিলাম! আপনিই ধন্য।

প্রবোধ। আমাকে ধন্যবাদ দিও না। ধন্যবাদ দেও গুরু শ্রীমৎ সেবানন্দ স্বামীকে যিনি আমাদিগকে মন্ত্র দিয়াছেন। যাঁহার উপদেশে মিছা গর্ব্ব ছাড়িয়া সেবাতে একটু প্রবৃত্তি হইয়াছে। আর ধন্যবাদ দেও এই লক্ষ্মীটীকে যিনি মস্ত জমিদারের কন্যা হইয়াও, জমিদারের পত্নী হইয়াও, চারিদিকে ইংরাজী কুদৃষ্টান্ত দেখিয়াও, এই মহৎ সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাহার উৎসাহে আমি নিত্য উৎসাহিত হই এবং যথাসাধ্য ধর্ম্মাচরণের চেষ্টা করিতেছি, ধর্ম্মে উৎসর্গীকৃত দাম্পত্য প্রেমের সোপানে আরোহণ করিতে পারিয়াছি। আর ধন্যবাদ দেও এই কৃষক কন্যাকে, এই কৃষক কন্যা যাঁহাকে আমার গুরু "সেবা-রূপিণী দেবকন্যা" বলিয়া থাকেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়।

হরিদ্বারের গঙ্গাতটে এক অমল শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত মন্দির শোভা পাইতেছে। জ্যোৎস্না বিধৌত হওয়ায়, তাহার শুভ্রকান্তি আরও মনোহর হইয়াছে। মৃদু কলকল স্বরে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছে। রজনী অতি প্রশান্ত। মন্দিরের ভিতর একটী সন্ন্যাসী আসীন। তিনি গৌরাঙ্গ, তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ; জবাসঙ্কাশকরতল, রক্তচন্দন-চর্চ্চিত বিশাল ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু; মস্তকে জটাজূট; গলে রুদ্রাক্ষ-মালা, পরিধান গৈরিকবসন। ইনি মহাপুরুষ। ইঁহার নাম শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী।

সেবানন্দ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করপুটে নিবেদন করি-লেন—"প্রভো, কি আজ্ঞা হয়?"।

মহাপুরুষ বলিলেন, "নরেশকে এখানে আনয়ন কর।" নরেশ সেখানে আসিলেন। মহাপুরুষের বামে একজন পরিণত বয়স্ক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দ! তোমার যাহা বক্তব্য তাহা নরেশকে বল"।

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "নরেশ—"

এই শব্দটি শুনিয়া নরেশের হৃদয় কাঁপিল কেন? ভয়ে না আনন্দে? নরেশের বুক ধড়াশ ধড়াশ করিয়া উঠিল কেন? নরেশের মনে হইল, "ইনি কি তিনি? সেই সুন্দর, সেই উন্নত নাসিকা. সেই আয়ত চক্ষু, সেই প্রশস্ত ললাট, সেই দীর্ঘ বাহু—ইনি কি তিনি?—তাহা কেমন করিয়া হইবে? মৃত লোক কি আবার বাঁচিতে পারে?"

নরেশের বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ আবার বলিলেন—"বৎস নর"! এবার নরেশ ধরাতলে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পদযুগল মস্তকে লইলেন! ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "বৎস নরেশ উঠ, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক"।

নরেশ উঠিলেন। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "পিতঃ, পিতঃ, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, না এ সব সত্য?"

ব্রহ্মানন্দ। সত্য। আমি তোমার পিতা। তোমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছে আমি সমুদয় অবগত আছি। দুঃখ পাইয়া, এবং সেবানন্দের উপদেশে, ও প্রবোধের দৃষ্টান্তে তুমি এক্ষণে জমিদারী চালাইবার উপযুক্ত হইয়াছ। আমি একবার কলিকাতায় গিয়া শ্যামচাঁদের হস্ত হইতে জমিদারী লইয়া তোমাকে দিব।

নরেশ। না, পিতঃ, আমার আর জমিদারিগিরিতে কাজ নাই। আমি এখানে থাকিয়া আপনার চরণসেবা করিয়া দিনপাত করিব।

ব্রহ্মানন্দ। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেবমন্দিরে ধর্ম্মাচরণ করিবার সময় তোমার এখনও আসে নাই।

নরেশ। এখানে আপনার সন্নিধানে থাকিবার অনুমতি করুন।

ব্রহ্মানন্দ। দেখ, ভক্ত-প্রধান প্রহ্লাদকে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছিলেন "যদিও তোমার ন্যায় একান্ত ভক্তগণ ঐহিক বা পারত্রিক সুখে অভিলাষী হয় না, তথাপি আমার আজ্ঞানুসারে ইহলোকে থাকিয়া এই মন্বন্তরের শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ কর।" নরেশ! তুমি তোমার প্রজাদিগকে সুখী কর। তোমার জমিদারী তোমার কর্ম্মক্ষেত্র ও ধর্ম্মক্ষেত্র। সেখানে মহৎ কার্য্য তোমাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। হাজার হাজার কুটীরবাসী নরনারী, যাহারা জগতের অন্নদাতা—সেই কৃষককুলের হাজার হাজার লোকের সুখ দুঃখ তোমার বিবেচনা,

তোমার পাপ বা পুণ্যাচরণের উপর নির্ভর করিতেছে। দেখ, তোমার জমিদারী, তোমার দেশ, উৎসন্ন যাইতেছে। স্বার্থপরতা, বঞ্চনা, বিলাস সমাজকে নষ্ট করিতেছে। সেখানে যাহারা শিক্ষিত হইতেছে, তাহারা অশিক্ষিতকে শিক্ষা দান করে না; ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের অর্থ শোষণ করে। সেখানে ধনী দরিদ্রকে সাহায্য করে না। সেখানে বলবান দুর্ব্বলকে রক্ষা করে না। সেখানে ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রাসাদে সুললিত শব্দে বক্তৃতা করিবার জন্য ব্যস্ত, কুটীরবাসী দীন দরিদ্র মূর্খ লোকের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে। সেখানে সাধারণ হিতের জন্য যাহারা ব্যগ্র হইয়া, উগ্র বক্তৃতা ও উগ্র প্রবন্ধ বাহির করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্ম ও সত্যের অনুরোধেও, প্রয়োজন হইলে, প্রজার অনুকূলে, ও জমিদারের প্রতিকূলে কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। দেখ, নরেশ, আমি যখন ধনমদে মত্ত ছিলাম, আমার প্রজার উপর কত অত্যাচার হইয়াছিল। নায়েবগণ কত বিদ্রোহী প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল। কত প্রজার অস্থি চূর্ণ করিয়াছিল। কত প্রজা খুন করিয়াছিল। কোন্ সংবাদপত্র তাহা প্রকাশ করিয়াছিল? কোন্ স্বদেশহিতৈষী বাগ্মী আমার বিরুদ্ধে সভায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রজার রক্ষার্থ বক্তৃতা করিয়াছিল? কোন্ স্বাধীনচেতা উকীল মোকদ্দমাতে প্রজাদিগের জন্য তখন খাটিয়াছিল? অধিকাংশ "স্বদেশ হিতৈষী," ধনের ও স্বার্থের ক্রীতদাস। ভণ্ডামি, ভণ্ডামি—না, না, নরেশ তোমার দেশের দুরবস্থার কথা আর বলিব না। নরেশ, যাও তোমার জমিদারীতে যাও, ভগবান তোমার দেশে, তোমার জমিদারীতে, তোমার জন্য বিপুল কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি তোমার প্রজাদিগের শিক্ষক, রক্ষক, গুরু ও পিতা স্বরূপ হইবে। তোমার হৃদয়নির্ঝর হইতে চতুর্দ্দিকে দয়ার স্রোত প্রবাহিত হইবে।

কর্ম্মাশ্রিত প্রেমবন্যায় তোমার জমিদারী প্লাবিত করিবে। সোণার ফসল ফলিবে। প্রজাপীড়ন ও দারিদ্র্য তোমার জমিদারী হইতে একেবারে দূরীভূত হইবে। নব প্রীতি-রাগ-রঞ্জিত বদনে. ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে, তোমার প্রজাগণ, আনন্দে দ্রবীভূত হইয়া, "সাধু, সাধু" উচ্চারণ করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তোমার পুণ্যপূত ক্রোড়ে গড়াইয়া পড়িবে। ভগবান্ দুঃখাগ্নি দ্বারা তোমার পাপ সকল দগ্ধ করিয়া তোমার চিত্ত নির্ম্মল করিয়াছেন; এই তোমার কাজের সময়।

নরেশ বলিলেন "বাবা"।

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "বৎস। আমি সন্ন্যাসী, আমার সহিত রক্তের সম্বন্ধ ভুলিয়া যাও। আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন কর"।

এমন সময় মায়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "দেব! দাদা কোথায়?"

মহাপুরুষ। সেবানন্দ! মহেশকে আনয়ন কর।

সেবানন্দ মহেশকে আনয়ন করিলেন। মায়া মহেশের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। মহেশেরও চোখে জল আসিল।

মহেশ চক্ষু মুছিয়া মহাপুরুষের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ অধম পুনর্ব্বার তাহার পত্নীকে লাভ করিবে কি?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "সেবানন্দ, কুমুদ কোথায়?" সেবানন্দ চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে ভস্মাবৃতা, আলুলায়িতকেশা, যোগিনী-বেশধারিণী, ক্ষীণাঙ্গী তরুণী আসিয়া গলদেশে বস্ত্র দিয়া করযোড়ে মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মহাপুরুষ। এ গৃহের চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখ।

ললনা। "প্রভো, এই ঘরে প্রবেশ করিবার অগ্রেই চির পরিচিত

কোন একটা শব্দ শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে ; আমি এই ঘরে কিছু দেখিতে পাইতেছি না"। এই বলিয়া সেই ললনা কাঁপিতে লাগিল।

মায়া ছুটিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, "—বৌ, বৌ. এই দাদা"।

ললনা "কৈ ! কৈ !" বলিয়া মুর্চ্ছিতা। মায়া আর মহেশ দুই জনে তাহাকে ধরিল।

মহাপুরুষ। মহেশ তোমার স্ত্রীকে মন্দিরের পাশের ঘরে লইয়া যাও, সেখানে পরিচারিকা আছে। সে আর তুমি তাহার শুশ্রূষা কর। শীঘ্র কুমুদিনী চৈতন্য লাভ করিবে।

মহেশের সহিত মায়াও যাইবার উপক্রম করিল।

মহাপুরুষ। মায়া, তোমার দাদা যাইতেছেন, তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই।

মায়া দাড়াইয়া থাকিল। এই সময়ে প্রবোধ বাবু ও লীলা সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মহাপুরুষ। মায়া, বিধাতা অনুকূল হইলে তোমাকে আমি একটী সুপাত্রে অর্পণ করিব। পরে, এক্ষণে নহে"। এই কথা শুনিয়া, নরেশের বুক দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। মায়া লজ্জায় মুখ নামাইল।

মহাপুরুষ। নরেশ! তোমার হৃদয় যে এই দেবকন্যাসদৃশী বালিকাতে মুগ্ধ হইয়াছে তাহা আমি জানি। কিন্তু বৎস, তুমি এরূপ কন্যারত্ন লাভ কর এত পুণ্য কর নাই, তাহার পিতার মৃত্যুর জন্য তুমিই পরোক্ষে দায়ী। তজ্জন্য মায়া তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারিবে না। ইহার উপর আর একটী অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে। মায়া তোমার পিতার সহোদরের কন্যা।

এই কথা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

নরেশ। প্রভো, বুঝাইয়া দিবেন কি ?

মহাপুরুষ। তোমার পিতা একটু পরেই সমুদয় কথা বলিবেন।

মহেশ। মায়ার বিবাহের কি হইবে ?

মহাপুরুষ। মায়া ও সেবানন্দ উভয়ের ইচ্ছা থাকিলে, তাহাদের বিবাহ হইতে পারে।

এই কথা শুনিবামাত্র মায়া ও সেবানন্দের হৃদয়ে যুগপৎ যেন তাড়িত স্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহাদের মনে হইল, অসম্ভবও কি সম্ভব হইতে পারে ? মহাপুরুষের কথা ত মিথ্যা হইবার নহে। রক্তের উচ্ছ্বাসে মায়ার মুখ লাল হইয়া গেল, মায়ার মধুর বদনমণ্ডল ব্রীড়া-নমিত হইল। সেবানন্দ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—"প্রভো, সন্ন্যাসীর বিবাহ কিরূপে হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

মহাপুরুষ। তোমাকে আমি চিরকৌমার্য্যের সন্ন্যাসমন্ত্র দেই নাই। তোমাকে কেবল কর্ম্মফল ত্যাগাত্মক সন্ন্যাসমন্ত্র দিয়াছি। তাহাতে বিবাহের বাধা নাই।

সেবানন্দ। আমি সন্ন্যাসী। সংসার ধর্ম্ম করিতে হইলে, অর্থের আবশ্যক। আমার অর্থ নাই। আমি কেমন করিয়া বিবাহ করিব ?

মহাপুরুষ। সেবানন্দ, তোমার পিতার 'কুসুমপুর' নামে একটী ক্ষুদ্র জমিদারি ছিল, তাহা তুমি এখন পাইবে। আর এক কথা শুনিয়া তুমি আরও বিস্মিত হইবে। অদ্য রজনীতে সমুদয় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ব্রহ্মানন্দের নিকট শুনিতে পাইবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত।

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"আমি একদিন পদ্মানদীবক্ষে শত্রু নিয়োজিত দস্যুহস্তে নিপতিত হই। তাহারা আমাকে নিদারুণ প্রহার করে। পীড়নের জ্বালায় নদীতে ঝাঁপ দিলাম। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখি যে একটী বনে একজন সন্ন্যাসী আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। সন্ন্যাসীর সংসর্গে থাকিয়া, সংসারে যে সকল পাপ করিয়াছিলাম তজ্জন্য বড়ই অনুতাপ লাগিল; বৈরাগ্য হইল। ভাগ্যক্রমে মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দয়া পূর্ব্বক আমাকে দীক্ষিত করিয়া, আমার নাম 'ব্রহ্মানন্দ' রাখিলেন। সেই অবধি আমি নির্জ্জনে যোগ সাধন করিতেছি। সুতরাং আমার আত্মীয় স্বজন, আমি মৃত হইয়াছি মনে করিয়াছিল।

"আমার অগ্রজের নাম, রমেশ। দুইবৎসর বয়সে তাহাকে তস্করে চুরি করে। আমার পিতা, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে আর পাইলেন না। পরে, আমি সন্ন্যাসী হইলে, মহাপুরুষের নিকট জানিলাম, দিনাজপুরবাসী, হরিদাস ঘোষ নামক, এক কায়স্থের বাটীর নিকট, রজনীতে সেই তস্করকে সর্পে দংশন করায় সে মরিয়া যায়। হরিদাস শিশুটীকে তস্করের বাসায় পাইয়াছিল। হরিদাসের ছয়টী পুত্র। তথাপি হরিদাস অপহৃত শিশুটীকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপালন করে। সংগ্রামপুরের মহাদেব মণ্ডল তাঁহার ভগ্নীপতি। মহাদেব হরিদাসের বাটীতে আসিয়া, পাঁচবৎসর বয়সের সময়, ঐ বালককে চাহিয়া লইয়া

পালন করে। সেই বালকের নাম হারাধন মণ্ডল রাখিয়াছিল। সেই হারাধনের সন্তান, এই মহেশ ও মায়া। আমার সহিত কুসুমপুর গ্রামের জমিদার রামচরণ বটব্যালের আলাপ ছিল। তিনি মোকদ্দমায় অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হন। তন্নিমিত্ত আমার নিকট কুসুমপুর গ্রাম বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ লন। রামচরণ, ঋণের প্রায় সমুদয় টাকা শোধ করিয়া সামান্য টাকা বাকী থাকিতে স্ত্রী, এবং এক শিশুপুত্র, ও কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সুযোগ পাইয়া বিধবাকে বঞ্চনা করিয়া, কৌশল-পূর্ব্বক কুসুমপুর গ্রাম আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আত্মসাৎ করি। বিধবা, পুত্র ও কন্যা লইয়া, কাশীতে গেলেন। পুত্রের নাম হরিচরণ, কন্যার নাম লক্ষ্মী। কাশীধামে এক বৎসর পরে দুঃখভাগিনী বিধবার মৃত্যু হইল। একটী অধ্যাপক হরিচরণকে গৃহে রাখিলেন। বালক গৃহকার্য্যে সাহায্য করিত, আর চতুষ্পাঠীতে পড়িত। বয়োবৃদ্ধিসহ হরিচরণের বৈরাগ্য হইল। সে দেশ বিদেশে সন্ন্যাসীদিগের সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে সে মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিল। হরিচরণ দীক্ষিত হইয়া সেবানন্দ নাম পাইল। হরিচরণের ভগ্নী, লক্ষ্মী, অতি রূপবতী। সৌদামিনী নাম্নী একটী ব্রাহ্মণী তাহাকে পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর মৃত্যুর পর, তাহার কায়স্থ পরিচারিকা লক্ষ্মীকে পালন করিয়াছিল, এবং সে লক্ষ্মীর নাম কুমুদিনী রাখিয়াছিল। সে দেশে আসিলে হারাধন কুমুদিনীর সহিত মহেশের বিবাহ দিয়াছিলেন।

"সেবানন্দস্বামীই এক্ষণে কুসুমপুর গ্রামের ন্যায্য স্বত্বাধিকারী। তাহা অবশ্য আমি এখন সেবানন্দ স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিব। সেবানন্দস্বামী ও কুমুদিনী আমাকে ক্ষমা করিবেন।

"আর মহেশ আমার অগ্রজের পুত্র বিধায়, আমার জমিদারির অর্দ্ধেক তাহার প্রাপ্য।"

মহেশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"কাকা! ভাই নরেশ আমার অংশ আমাকে প্রত্যর্পণ করার প্রস্তাব মহানুভব, উদার ব্যক্তির যোগ্য। কিন্তু আমি কৃষক হইয়া জন্মিয়াছি কৃষকই থাকিতে ইচ্ছা করি।"

ভূপেশ। ধন্য মহেশ!

নরেশ। মহেশ দাদা! তুমিই মহৎ! তবে, তুমি তোমার হিস্যা না নিলে, আমরা ছাড়িব না। তুমি না লও, আমার বৌদিদির হস্তে তোমার বিষয় দিব।" এই বলিয়া কুমুদিনীর দিকে দৃষ্টি করিলেন। কুমুদিনী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"পত্নী, দারিদ্র্যে বা ঐশ্বর্য্যে, পতির নিত্য অনুগামিনী, বিপদ সম্পদে সম-ভাগিনী।"

নরেশ। বৌদিদি! আপনি মহেশ দাদার যোগ্যা পত্নী!

প্রবোধ ও লীলাদেবী এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। এক্ষণে বলিলেন—"এ বিষয় মহাপুরুষ যাহা আদেশ করিবেন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না, বোধ করি।"

মহেশ ও কুমুদিনী ও মায়া ও সেবানন্দ সকলেই বলিলেন "তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।
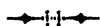
অবিদ্যা।

শ্যামচাঁদ তাঁহার কাছারিতে গদির উপর বসিয়া আছেন। তাহার ছিন্ন নাসিকা সম্বন্ধে কেহ বলিত, টাকার জোরে নাক গজাইয়া উঠিয়াছে,—কেহ বলিত, বর্ত্তমান নাকটি কৃত্রিম। কিন্তু শ্যামচাঁদের একটা নূতন নাম হইয়াছিল—"নাককাটা জমিদার"। শ্যামচাঁদের উপরে টানাপাখা চলিতেছে, পশ্চাতে ভৃত্য বড় হাতপাখা দোলাইতেছে। দুই পাশে দুইজন আর্দালি কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান আছে। বারাণ্ডায় একজন বরকন্দাজ সঙ্গীন-চড়ান বন্দুক স্কন্ধে লইয়া গম্ভীরভাবে পাদচারণ করিতেছে। কয়েকটী মহাল ডাকনিলামে ইজারা বন্দবস্ত হইতেছে। কক্ষটি ইজারা বন্দবস্ত প্রার্থীগণে, মফঃস্বলের নায়েব গোমাস্তায়, ও দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইয়াছে। চাপরাসি "এক, দো" ইত্যাদি হাঁকিতেছে। শ্যামচাঁদ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি এইরূপ দৃপ্তভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

এই সময় "একজন বরকন্দাজ ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, নরেশবাবু বাহিরে দাড়াইয়া আছেন, হুজুরের একবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।"

শ্যামচাঁদ বলিল, "বোলো আভি হামারা ফুরসত নহি হৈ, সামকো বক্ত আনে বোলো"

আর্দালি। তাঁহার সঙ্গে প্রবোধবাবু আর দুইজন সন্ন্যাসী আছেন।

শ্যামচাঁদ। (কুপিতস্বরে) অরে গদ্ধা, দেখতে নহি, কাছারি

হইল। মহেশ বলিলেন "মায়া! ভয় কি? যাহা হইয়াছে, আর পুনর্ব্বার তাহা হইবে না। মন দৃঢ় কর। সেই কাল রজনীর ভীষণ দৃশ্য যেন আমরা কখন ভুলি না। সমুদয় বঙ্গদেশে কতস্থানে এখনও গরিব প্রজার উপর ঐরূপ অত্যাচার হইতেছে। আমরা ধন-সম্পদ পাইয়া তাহা ভুলিয়া গেলে, আমরা নরকে যাইব।"

মায়া। নিশ্চয়ই!

মহেশ। হাঁ। আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসন যেমন ছিল, তেমনি করিয়া আবার প্রস্তুত করিব। আমি সেখানে পূর্ব্বে যেমন ছিলাম, তেমনি থাকিব। পূর্ব্বে যেমন লাঙ্গল চষিতাম, তেমনি চষিব। তোমরা এখানে থাক।

কুমুদিনী। প্রাণনাথ, তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গও চাহি না। তুমি যেখানে, দাসীও সেখানে।

মায়া। দাদা! ৫০ বা ১০০ বিঘা জমী চষা অপেক্ষাও তোমার কি গুরুতর কৃষিকার্য্য নাই। সমুদয় দেশের কৃষকের হৃদয় তুমি ভিন্ন আর কে চষিবে? তাহাদের হৃদয় কর্ষণ করিয়া, কে তাহাদের মনে সদুপদেশের বীজ বপন করিবে?

মহেশ। সেবানন্দ।

মায়া। তিনি আর তুমি, এ কাজে দুজনেরই আবশ্যক। আর তোমার জমিদারি কে চালাইবে?

মহেশ। তুমি আর কুমুদিনী।

মায়া। সে কি?

মহেশ। আমার বিশ্বাস, কৃষকদিগের উপার্জ্জিত ধন জমিদারের কোন স্বত্ব নাই।—কৃষকদিগের নিকট খাজনা লইয়া, তাহা ভোগ করিবার আমার কোন মতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার ইচ্ছা,

আমার জমিদারির জমি জমা সব নিষ্কর করিয়া দেই। কেবল রাজস্ব যাহা দিতে হইবে তাহা, এবং রাজস্ব আদায় করায় যাহা ব্যয় হয়, তাহা, প্রজাদিগের নিকট আদায় করিব। এবং ঐ রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে দিব মাত্র। আমি নিজে পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

কুমুদিনী। দাসীর নিবেদন,—ভগবান্ নিজে নষ্টধন উদ্ধার করিয়া তোমার হাতে দিলেন, তাহা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রবোধ বাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে হয় না ?

মায়া। আর উহা ত্যাগ করিলে মহাপুরুষের বাক্য লঙ্ঘন করা হয়।

মহেশ। মায়া! তোমার বিষয়ে আসক্তি নাই! সর্ব্বজীবে তোমার দয়া। তুমি প্রজাদের জমি নিষ্কর করিয়া দেওয়া অনুমোদন করিতেছ না, তবে কি আমার ভুল হইতেছে ?

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

দেবভাবের আবেশ।

এই মুহূর্ত্তে প্রবোধবাবু আসিলেন। কুমুদিনী সরিয়া গেলেন। প্রবোধবাবু সেই বিস্তৃত কক্ষটি দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং মায়ার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মায়াদেবীর যোগ্য মন্দির—আর মহেশ আর বৌমার যোগ্য আবাস।—মহেশ তুমি নাকি সব প্রজাদের জমি নিষ্কর করিয়া দিতে চাহ ?"

মহেশ। আপনার পরামর্শ চাহি।

প্রবোধ। দুর্ভিক্ষের পরে, অনাহারিগণ হঠাৎ পুরো খোরাক পাইলে মরিয়া যায়, শুনিয়াছ?—প্রপীড়িত প্রজাদের জমি একবারে নিষ্কর করিয়া দিলে তাহারাও মরিবে।

মহেশ। বুঝিতে পারিলাম না।

প্রবোধ। তাহাদের মধ্যে অনেকেই খরচ বাড়াইবে, ঋণগ্রস্ত হইবে। মহাজনে তাহাদের জমি জমা কিনিয়া লইবে। তখন তাহাদের অবস্থা আর ও মন্দ হইবে।

মহেশ। আচ্ছা। অত্যাচার করিয়া যে খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহা ত কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

প্রবোধ। তাহাও এখনি আবশ্যক নাই।

মহেশ। তবে আমার হাতে জমিদারি আসায় প্রজাদের কি মঙ্গল হইল?

প্রবোধ। দেখিবে, অনেক মঙ্গল হইবে। আপাততঃ প্রজাদের খাজনা কমাইতে গেলে, নূতন করিয়া পাট্টা কবুলিয়ত লিখিতে হইবে। সুতরাং পুরাতন পাট্টা নষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে নির্ব্বোধ প্রজারা সন্দেহ করিবে যে কোন মন্দ মতলব আছে। এখন যেমন পাট্টা কবুলিয়ত আছে, তেমনি থাক্। খাজনা আদায়ের জন্য কোন জুলুম না হয়, এবং বাকী খাজনার জন্য কখন নালিশ না হয়, তাহা হইলে প্রজারা যে যাহা বিনা কষ্টে দিতে পারে কেবল তাহাই আদায় হইবে। আদায়ী খাজনাতে তোমার এবং পরিবারের বিলাস বর্জ্জিত যে সামান্য খরচ লাগিবে তাহা বাদে সমুদয় টাকা প্রজাদেরমঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে।

এমন সময় নরেশ বাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবোধ। এই যে, নরেশ।

নরেশ। মহাশয়! এখনি আসিয়াছেন বুঝি। মায়া, তোমাদের কোন অসুবিধা হইতেছে না ত?

মায়া। না, দাদা! বেশ আছি। নরেশ বলিলেন, "মায়া। তুমি স্বপ্নে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলে। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তখন তাহা শুনি নাই। এখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে চাহি। তুমি যাহাতে আনন্দিত হও, তাহাতেই আমার আনন্দ। তোমাকে কেবল মাত্র দেখাতেও পুণ্যকার্য্যে আমার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হয়। আমাকে বল, আমি কি করিব।"

মায়া। আমি কি বলিব! তুমি দাদা, "তিনি" (সেবানন্দ) আর প্রবোধ বাবু চেষ্টা করিলে, বঙ্গীয় কৃষক, বঙ্গীয় কৃষক কেন, বঙ্গীয় জাতি নূতন করিয়া গড়িতে পার।"

এই কথা বলিতে বলিতে মায়ার চক্ষু অলৌকিক জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইল। তাহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল।

মায়ার এক্ষণ বুঝি আবিষ্টভাব হইল। মায়া বলিতে লাগিলেন, "বঙ্গীয় জাতিকে, জগৎকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। যাও, তোমরা দরিদ্রের কৃষক কুটীরে যাও। সেখানে ঘোর অন্ধকার, ভীষণ আর্ত্তনাদ ঐ—ঐ অন্ধকারের ও আর্ত্তনাদের মধ্যে, কাহাকে দেখিতেছ? ঐ আলুলায়িতাকেশা, উন্মত্তা উলঙ্গী, করাল বদনা, বিকটদশনা নরমাংস লোলুপা অবিদ্যা নৃত্য করিতেছে, পতিত কৃষক হৃদয়ের উপর চড়িয়া ধেই ধেই করিয়া লম্ফ ঝম্ফ দিতেছে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ঐ অবিদ্যাকে দগ্ধ কর। অবিদ্যা দগ্ধ হইলে, কৃষক, জ্ঞানী হইলে, বলী হইবে, সুস্থ হইবে, ধনশালী হইবে, সন্তুষ্ট হইবে।

"এখন যে অন্ধ আছে, সে দেখিবে, যে বধির আছে সে শুনিবে, যে

বোবা আছে সে বলিবে, যে পঙ্গু আছে সে চলিবে। তখন কৃষকেরা নিজের পথ নিজে দেখিয়া লইবে। প্রবোধ! তখন তাহাদের জন্য জমিদারের দয়া দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন হইবে না। মহেশ! তখন কোন স্বদেশপ্রেমিকের করুণাও তাহাদের আবশ্যক হইবে না। নরেশ! তখন প্রজার রক্ষার জন্য নূতন নূতন আইনের দরকার হইবেনা।"

সকলে নিস্তব্ধ।

"সেই সাহায্যই সাহায্য. যাহাতে সাহায্যের আবশ্যক হয় না। সেই সাহায্যই প্রকৃত সাহায্য. যাহাতে পরে লোকে বিনা সাহায্যে চলিতে পারে, স্বাবলম্বনে সুখে জীবন অতিবাহিত করে। তুমি দার্শনিক প্রবোধ, তুমি কর্ম্মবীর মহেশ, তুমি নবীভূত মনুষ্য নরেশ, আর তুমি পরহিতব্রত সন্ন্যাসী যেখানেই থাক, নিশ্চিত জানিও. জগতে আত্মচেষ্টা ব্যতীত কেহই উঠিতে পারে না। অজ্ঞান কৃষক ও দরিদ্রগণকে আত্মচেষ্টা শিক্ষা করানই আমাদিগের মুখ্য কার্য্য. আর সমুদয় কার্য্য আনুষঙ্গিক মাত্র। ভগবান তোমাদিগের হস্তে অতি গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন—বঙ্গীয় কৃষকদিগকে, বঙ্গের আপামর সাধারণকে, নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। তাহার উপযোগী শিক্ষা দেও এবং তাহার উপযোগী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করো, ভগবান তোমাদিগের প্রতি এই আদেশ দিতেছেন।"

এতদুর বলিয়া মায়া চুপ করিলেন। মায়ার নীলোৎপল লোচন কোকনদচ্ছবি প্রতীয়মান হইতেছে, ললাটে স্বেদবিন্দু নির্গত হইয়াছে। প্রবোধ, নরেশ, মহেশ, তিনজনেই নীরব, গম্ভীর। মায়ার আবিষ্টভাব কি তাঁহাদের মনে সংক্রমিত হইয়াছিল?

যাহা হউক, মহেশের পরবর্ত্তী জীবনে দেখা যায় যে মায়ার মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইয়াছিল, মহেশ তাহাই কার্য্যে প্রাণপণে

পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহেশের কার্য্যে দেখা যাইবে যে, শিক্ষা অর্থে তিনি কেবল লেখাপড়া বা অধ্যাপন বা ধর্ম্মোপদেশ বুঝেন নাই। জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎকার্য্যে লোককে প্রবৃত্ত করান শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ, তাহাও তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

"হারাধন ধাম"।

মহেশ, মায়া ও কুমুদিনী সংগ্রামপুরে আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভদ্রাসনটী যেমন ছিল, ঠিক তেমনি করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার নাম "হারাধন ধাম" দিয়াছেন। তাহার নিকট মা কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মন্দিরের এক পার্শ্বে ধর্ম্মশালা। তাহাতে অতিথি ও অনাথগণ আহার পায়। আর এক পাশে পাঠশালা। সম্মুখে চাঁদনীচৌক। তাহাতে প্রজাদের বসিবার স্থান আছে। কৃষকদিগের পড়িবার জন্য টেবিলের উপর সহজ সহজ সংবাদপত্র ও সদ্‌গ্রন্থ আছে। রাত্রিতে সেই স্থান উজ্জ্বল আলোকে দিবালোকের ন্যায় হয়। সেখানে তামাক ও পান খাইবার বন্দবস্ত আছে। বিশ্রামার্থে শয়ন করিবারও স্থান আছে। আগন্তুকলোকদিগের সেবা করিবার জন্য একটী ভৃত্য আছে। সেখানে সপ্তাহে একদিন সঙ্গীত হয়। এবং কখনও কখনও ধর্ম্ম উপদেশ পূর্ণ নাটক অভিনীত হয়; যাত্রা ও কথকতাও মধ্যে মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। অদ্য বৈকালে বংশী ঘোষ ও কেদার কৈবর্ত্ত সেখানে বসিয়া "সংগ্রামপুর সমাচার" নামক একখানি সংবাদপত্র পড়িতেছে।

সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। বাটীর খিড়কিতে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। তাহাতে এক্ষণে বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। তাহা শ্যামবর্ণ হইয়াছে। মৃদুপবনে ক্ষুদ্রবীচিমালা দুলিতেছে। মায়া পুষ্করিণী তটে পা ডুবাইয়া বসিয়া মৎস্যদিগকে খই ময়দার টোপ ফেলিয়া দিতেছেন। মৎস্যগুলি জলে ভাসিয়া তাহা আনন্দে লুপিতেছে, পুচ্ছ ও পক্ষ নাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। মায়া অনেকগুলি বিবিধবর্ণের মৎস্য ক্রয় করিয়া তাহাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে গুলিও খাইতেছে, কখন ডুবিতেছে কখন ভাসিয়া উঠিতেছে। মায়া জলের ভিতর হাতের উপর ময়দার টোপ রাখিতেছেন। কোন কোন সাহসী মৎস্য বা মৎস্যশিশু হাতের উপর আসিয়া খাইতেছে, গাত্রে হস্তস্পর্শ হইলে কখন বা ভয়ে চকিতের ন্যায় পলাইতেছে, আবার আসিতেছে ও খাইতেছে।

এমন সময় কুমুদিনী একটি ঘড়া লইয়া ঘাটে আসিলেন। মায়া বলিলেন, "বৌ, দেখ, দেখ, কেমন সুন্দর মৎস্যগুলি, কেমন খেলা করিতেছে। উহাদের দেখিতে দেখিতে আমার এক একবার বোধ হইতেছে, আমিও যেন জলের ভিতর মৎস্য হইয়া উহাদের সঙ্গে খেলা করিতেছি—ঐ দেখ, ঐ মৎস্যটী আমি।"

কুমুদিনী। "তবে কিনারায় মাটির উপর বসিয়া এটি কে?" এই বলিয়া কুমুদিনী মায়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস, গা ধুইগে"।

মায়া কুমুদিনীর ঘড়া দেখিয়া বলিলেন—"আমি ত ঘড়া আনিনি' এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাটির ভিতর গিয়া একটি ঘড়া আনিলেন। তখন বৌ, ননদ,—দুইজন আকণ্ঠ জলে নামিয়া গা ধুইতে লাগিলেন। কুমুদিনী বলিলেন "তুমি জলে নামিলে উঠিতে চাও না—গ্রামে বড় ম্যালেরিয়ার জ্বর হইতেছে। তোমার দাদার কি রকম ম্যালেরিয়ার জ্বর হইছিল জানত? শীঘ্র গা ধুইয়া উঠ"।

মায়া। আমার জ্বর হইবে না।

কুমুদিনী। তোমার দেবতা বলেছেন বুঝি।

মায়া। হ্যাঁ, বৌ, দেবতারা আমায় বলেছেন, তুমি যতদিন বাঁচিবে তোমার কোন পীড়া হবে না; কিন্তু অধিকদিন বাঁচিবে না।

কুমুদিনী। ও আবার কি কথা! উঠ, এখন চল।

জমিদারপত্নী ও জমিদার-ভগ্নী, দুইজনে, গাত্র ধৌত করিয়া, কলস কক্ষে বাটীতে গেলেন, যেমন কৃষকবালারা যায়।

কুমুদিনী ও মায়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহাদের ঘরের সুমার্জ্জিত পরিষ্কৃত উঠানে বসিলেন। তাহাদের গৃহকার্য্য সমুদয় সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে।

(জমিদার) মহেশ একটু দূরে দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন। তাহা হইয়া গেলে তিনি মায়া ও কুমুদিনীর নিকট দুগ্ধভাণ্ড রাখিয়া বসিলেন। ক্ষণকাল পরে বলেন—"মায়া" শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিব মনে করিতেছি।"

মায়া। লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া অতি মৃদুস্বরে কুমুদিনীকে বলিলেন "এত তাড়াতাড়ি কেন?"

মহেশ। "হিন্দুর ঘরে, এ বয়সে কি মেয়ে অবিবাহিত থাকে? বিবাহের পরেও ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে। আমি, প্রবোধবাবু ও তোমার "মা" (লীলাদেবী) আগামী ২৪ ফাল্গুন তোমার বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি।"

মায়া একটু চমকিয়া অতি মৃদুস্বরে কুমুদিনীকে বলিলেন "আগামী ২৪ ফাল্গুন?"

মহেশ। "আপত্তি কি?"

মায়া। আমার যাহা কিছু কার্য্য তাহা বিবাহের পূর্ব্বেই সমাপ্ত

করিতে হইবে—কয়েক দিন হইতে আমার কেমন বোধ হইতেছে, বিবাহের পর এ জগতে আমার আর কোন কাজ হইবে না।

মহেশ। কেন?

মায়া। কি জানি, আমার কেমন মনে হয়, সংসার আশ্রম আমার জন্য নহে।

মহেশ। (স্নেহের স্বরে) ও কথা বলিতে নাই।

মায়া। তোমাদের অমতে আমি কোন কাজ করি না। তবে—

মহেশ। একটা কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কল্য তোমার মা (লীলাদেবী) তোমাকে আর তোমার বৌদিদিকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিবেন।

মায়া। বেশ, বেশ।

মায়া। দাদা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। জমিদারির সকল গ্রামে পাঠশালা কি হইয়াছে?

মহেশ। পাঠশালা ত হইয়াছে। কিন্তু কৃষকের ছেলেরা পড়িতে আসে না, দুই একটি ছেলে আসে। গুরুমহাশয় প্রায় খালি ঘরে বসিয়া থাকেন।

মায়া। উপায়?

মহেশ। সেবানন্দ স্বামীজী গ্রামে গ্রামে কৃষকের কুটীরে গিয়া, ছেলে ও মেয়ে পাঠাইবার জন্য চাষাদের বুঝাইতেছেন। হাটের দিন বা কোন পার্ব্বণের দিন যেখানে জনতা হয়, সেখানে গান করেন ও বক্তৃতা করিয়া শিক্ষার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিতেছেন।"

মায়া। দাদা, এ বিষয়ে, তোমাদের এই ধর্ম্ম কার্য্যে, আমি কি কোন সাহায্য করিতে পারি না?

মহেশ। প্রবোধবাবু ও আমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিও।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

মায়া শিক্ষাক্ষেত্রে।

মায়া ও কুমুদিনীকে লীলাদেবী নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে আনিয়াছেন। লীলার বড় আহ্লাদ, মায়ার বিবাহের দিন ২৪ ফল্গুন স্থির হইয়াছে। লীলাদেবীর বাটীতে এ নিমন্ত্রণটা, মহেশ, কুমুদিনী, প্রবোধবাবু ও লীলাদেবীর চক্রান্ত—মায়ার শীঘ্র বিবাহ দিবার জন্য।

বিবাহের আর এক মাস আছে। লীলা দেবী মায়াকে বলিলেন, "মায়া, বল্, কি গহনা নিবি। মায়া লজ্জাতে মস্তক নত করিয়া থাকিল। কুমুদিনী হাসিয়া বলিলেন,

"ঠাকুরঝি, ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলে কেন? বল না। আমি হইলে পটাপট গহনার নাম করিয়া ফেলিতাম।" মায়া মুখ নীচু করিয়া গোপনে কুমুদিনীকে একটী চিমটী কাটিলেন। কুমুদিনী হাসিয়া "উঃ" করিলেন। লীলাদেবী একটু উঠিয়া গেলেন। কুমুদিনী মায়ার সহিত রঙ্গ তামাসা করিতে লাগিলেন। লীলা দেবী আবার আসিলেন, মায়ার গলায় একখানি হীরক খচিত হার পরাইয়া দিলেন। কুমুদিনী বলিলেন, "আমার হুলুধ্বনি করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

লীলা। এক্ষণ কেন? আর দুই দিন বিলম্ব সহিতেছে না?

কুমুদিনী। গলায় হার দেখিয়া মালা বদলের কথা মনে হইতেছে।

নিকটে যাদুর মা ছিল। কুমুদিনী বলিলেন "যাদুর মা, দে উলু উলু"। এই বলিয়া কুমুদিনী যেই উলু উলু দিলেন, অমনি যাদুর মা, হরির মা আর যত পরিচারিকারা ছিল. সকলে সেখানে আসিয়া মায়াকে ঘিরিয়া হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল। মায়া বড়ই লজ্জিতা হইলেন।

পরিচারিকারা বলিল, "সন্দেশ সন্দেশ।" লীলা দেবী পাঁচজন পরি-চারিকাকে পাঁচটী টাকা সন্দেশ খাইতে দিলেন। তাহারা আহ্লাদিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মায়া লীলাদেবীকে বলিলেন—"মা একটা কথা বলি—মুড়াগাছা গ্রামে পাঠশালাতে কৃষকের ছেলে মেয়ে নাকি পড়িতে আসে না। আমার একটা ভারি ইচ্ছা হইতেছে, আপনি আপত্তি করিবেন না ত?"

লীলা। কি মা?

মায়া। আমি মুড়াগাছা গ্রামে কল্য কৃষক নারীদিগকে খাওয়াইব আর খাওয়ার পর, তাদের ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার দরকার, এই উপদেশ দিব।

লীলা। বেশ। হরির মা দেখ ত, বাহিরে বাবু আসিয়াছেন কি? না আসিয়া থাকেন, ত সরকার মহাশয়কে বল যে কল্য মুড়াগাছা গ্রামে কৃষক নারীগণকে খাওয়াইতে হইবে। কল্য বেলা ১ টার মধ্যে যেন সমুদয় আয়োজন হয়।

তাহার পরদিন মুড়াগাছা গ্রামে পূর্ব্ববৎ কৃষক রমণীদিগের ভোজন হইল। ভোজনের পর, বেলা পাঁচটার সময় সূর্য্যের কনককিরণে বৃক্ষের শিরোভাগ সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছে। যেখানে ভোজ হইয়াছে তাহার নিকট একটী স্থান কেণিকা বেষ্টিত রহিয়াছে। উপরে, নীল নির্ম্মল আকাশ চন্দ্রাতপ। নীচে শ্যামল দুর্ব্বাদল কোমল আসন। তাহার এক স্থানে বেদী। মায়া তাহাতে বসিলেন। তাহার পার্শ্বে একটু নীচে, লীলা দেবী ও কুমুদিনী বসি-লেন। কৃষক কামিনীগণ কোমল শ্যামল তৃণের উপর বসিল। প্রায় পাঁচশত স্ত্রীলোক। মায়াকে তাহারা পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছিল। দেখিয়াই ভাল বাসিয়াছিল। মায়া তখন বালিকা, এখন তরুণী।

তাহারা মায়ার রূপ মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইবে?"

২য় নারী। কথকতা।

৩য় নারী। আরে মেয়ে কথক ত কখন দেখি নি।

২য় নারী। ওলো, জমিদার মহাশয় মেয়ে কথক আনিয়াছেন। মাসে ২০০৲ টাকা কোরে দিতে হবে। জানিস্ নে?

৩য় নারী। আজ কিসের পালা হবে লো?

২য় নারী। শক্তিশেলের পালা। এমন সময় মায়া উপদেশ দেওয়া আরম্ভ করিলেন। অতি সহজ ভাবায়, কথা বার্ত্তার সুরে, মায়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, "মূর্খতাই দুঃখের কারণ, জমীদারের দুই খানা হাত, চাষারও দুইখানা হাত। চাষার দুখানি হস্তে যে শক্তি, জমিদারের দুখানি হস্তে তাহার অধিক শক্তি নাই। জমিদাররা অল্পলোক, চাষারা অনেক লোক। তবু কেন জমীদারেরা চাষাদের অপেক্ষা ধনী ও ক্ষমতা-বান্! যদি বল, তাদের জমী আছে বলিয়া। কিন্তু ভেবে দেখ চাষারা জমি পাইল না কেন, জমিদাররা জমি পাইল কেমন করিয়া। জমিদাররা চাষাদের অপেক্ষা জ্ঞানবান্। তাই তাদের শক্তি অধিক। তাই তারা ধনী। চাসারা অজ্ঞান। তাই তারা দুর্ব্বল। তাই তারা গরিব। যতই চাষাদের জ্ঞান হবে, যতই তারা লেখা পড়া শিখিবে ততই তাদের শক্তি হবে। যতই চাষাদের শক্তি হবে, ততই তারা ধনী হবে। যতই তোমরা লেখা পড়া শিখিবে, ততই তোমরা নিজের ভাল নিজেই করিতে পারিবে।

দুরন্ত ছেলে পাঠশালায় যেতে চায় না। ছেলের বাপ তাকে বেত মেরে পাঠশালায় পাঠায়—ছেলেরই ভালর জন্য। মানুষও সহজে জ্ঞানের জন্য লেখা পড়ার জন্য, পরিশ্রম কর্ত্তে চায় না, তাই পিতা

ভগবান, অবোধ মূর্খ মানুষকে দুঃখ দেন, গরিব করেন, পরের অধীন করেন ; এই দুঃখ গুলি যেন বেতের মার্। মূর্খ মানুষকে পাঠশালায় পাঠাবার জন্য পিতা ভগবান্ এইরূপে বেত মারেন। অবোধ ছেলে যেমন পাঠশালায় লেখা পড়া শিখ্‌লে তারই ভাল হবে, সে তা বুঝে না; তেমনি অবোধ বাপ মাও তাদের ছেলে মেয়ে লেখা পড়া শিখ্‌লে যে ছেলের ও মেয়ের ভাল হবে, তা বুঝে না।" তার পর বলিলেন—"তোমাদিগের পুরুষ মানুষকে এ বিষয় পুরুষ মানুষে বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু তোমরাও তাদের বুঝিয়ে বল্‌বে, পাঠশালায় ছেলে পাঠিয়ে দিও!"

মায়া যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই। কিন্তু এমন ভাবে, এমন ভাষায়, এমন স্বরে বলিলেন যে, কৃষক-কামিনীগণ মুগ্ধ হইল, এবং পাঠশালায় ছেলে পাঠিয়ে দিবে স্থির করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অতলস্পর্শ পাপ সাগর।

শ্যামচাঁদ জাল করার পর খুন করিয়াছিল। তাই এখন সে পলাতক খুনী আসামী।

মহফিলপুর নামক একটী গ্রামের অনতিদূরে, সমুদ্রসৈকতে অন্ধকার রজনীতে অদ্য সে নিশাচরবৎ বিচরণ করিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ কেবল সমুদ্রের কলকল রব শুনা যাইতেছে। সম্মুখে অপার

জলরাশি, পশ্চাতে নিবিড় অরণ্য। শ্যামচাঁদের নিকটে একটী মনুষ্য আস্তে আস্তে আসিল, বলিল,—"তুমি আবার কে?"

শ্যামচাঁদ বলিল, "আমি ক্লান্ত পথিক, ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিতেছি।"

মনুষ্য। তোমার নাম কি?

শ্যামচাঁদ। নাম শুনিয়া কি হইবে।

মনুষ্য। তোমার নাম কি শ্যামচাঁদ?

শ্যামচাঁদ। তোমার নাম কি ললিতা?

ললিতা বলিল "হাঁ"। শ্যামচাঁদ জানিত না ললিতা তাহার নাক কাটিয়াছে! শ্যামচাঁদ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল মহেশ তাহার নাসিকা ছেদন করিয়াছিল। তাই শ্যামচাঁদ ললিতার পায় পড়িল, বলিল—"ললিতা আমাকে বাঁচাও!"

ললিতা শ্যামচাঁদকে বনে তাহার কুটীরে লইয়া গেল, রন্ধন করিয়া খাওয়াইল। শ্যামচাঁদ অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল। আহার করিয়া নিদ্রা গেল। ললিতা নিজে আহার করিল। তাহার পর গভীর চিন্তাতে মগ্ন হইল।

ললিতার প্রতিহিংসা ভীষণ। যখন শ্যামচাঁদকে নাসিকাহীন করিল, তখন মনে করিল "ইহাকে জমিদারিহীনও করিতে হইবে, আমি যেমন পথের কাঙ্গাল হইলাম, ইহাকেও তেমনি পথের কাঙ্গাল করিতে হইবে। দুই জনে পাপ করিয়াছি, দুই জনে যন্ত্রণা পাইব, দুই জনের সমান শাস্তি হইবে।

"নরেশ বাবু গঙ্গাসাগরের নিকট সুন্দরবনে প্রবোধ বাবুর জমিদারীতে আছেন। এই মাঘিপূর্ণিমায় গঙ্গাসাগরের যাত্রিগণের সহিত যাই। নরেশ বাবুকে জাল উইলের সমুদয় সংবাদ দিব। যদি আমার নাম ললিতা হয়, তাহা হইলে, শ্যামচাঁদকে জেলে পাঠাইব,

তাহার পায়ে বেড়ি পরাইব, তাহাকে রাস্তায় মাটী কাটাইব, তবে আমি নিরস্ত হইব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া পাপিষ্ঠা ললিতা নরেশের কোন খোজই পাইল না। গঙ্গাসাগরের যাত্রিগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল কেহই নরেশ বাবুকে জানে না। কিছুকাল গত হইল। এ দিকে ললিতা বুঝিল প্রসবকাল আসন্ন। এ অবস্থায় সমাজে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া! যাত্রিগণের সহিত ললিতা দেশে ফিরিল না। মহফিলপুর গ্রামে থাকিল। তাহার হাতে কিছু অর্থ ছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ একরাত্রি দস্যুতে, তাঁহাকে নিদারুণ লাঞ্ছনা করিয়া, সমুদয় অর্থ হরণ করিল। ললিতা ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিল, অতিশয় শীর্ণ হইয়া গেল। একটী সন্তান হইল। রজনীযোগে হতভাগিনী শিশুকে জলধিগর্ব্ভে নিক্ষেপ করিল।

পরদিন প্রাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সৈকতে আসিল, সমুদ্রতটে শিশুকে অন্বেষণ করিল। কিন্তু পাপের প্রেরণায়, সেই শিশু অন্ধকার সাগর হইতে আসিয়াছিল, পুনরপি অন্ধকার সাগরে চলিয়া গেল। সে আর কদাপি আলোকে আসিল না। ললিতা অনুতাপের বৃশ্চিক দংশনে অহোরাত্র জ্বলিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

কূপ।

ললিতার যখন এই অবস্থা তখন সমুদ্রতটে শ্যামচাঁদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার হৃদয়ে আবার ঘোর প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। কোন পাপ যখন হৃদয়ে একবার স্থান অধিকার করে সহজে সে অধিকৃত দেশ ছাড়িতে চাহে না, বরঞ্চ তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বকে সেইখানে বসাইতে চেষ্টা করে। ক্রমে এইরূপে হৃদয়ে পাপের পল্লী বসিয়া যায়। তখন হৃদয় নরকে পরিণত হয়। ললিতার ও শ্যামচাঁদের হৃদয় নরকে পরিণত হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে শ্যামচাঁদ, শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল ললিতা কুটীরের নিকটে বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। ললিতা শ্যামচাঁদকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল। শ্যামচাঁদের সম্মুখে তৃণ গুল্মাচ্ছাদিত একটী কূপ ছিল। শ্যামচাঁদ তাহা দেখে নাই। ললিতা তাহা জানিত, কিন্তু একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিল, কিছু বলিল না। শ্যামচাঁদ দম্ করিয়া পড়িল। ললিতা তাহা দেখিল, উঠিল না। শ্যামচাঁদ প্রথমে অচেতন হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া "ললিতা, বাঁচাও, বাঁচাও, মরি যে, বাঁচাও" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ললিতা তাহা শুনিয়াও উঠিল না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আকর্ষণ।

জ্যোৎস্নাময়রজনী।—সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হইয়াছে। একটী শৈল শৃঙ্গের বক্ষে স্ফীত তরঙ্গ প্রহত হইতেছে। ঐ শৃঙ্গশিরে ললিতা দণ্ডায়মান—যেন জলোচ্ছ্বাস দেখিতেছে। তাহার দীর্ঘ আলুলায়িত কেশ পবনচালিত হইতেছে। অতি মলিন, অতি ছিন্ন বস্ত্র কচিৎ পবনস্খলিত হওয়ায়, তাহার কঙ্কালবৎ দেহ জ্যোৎস্নালোকে প্রেতিনী-দেহবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। পাপিষ্ঠা ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে একবার তাকাইল, অনন্তবিসর্পী-কৌমুদীদীপ্ত জলধির দিকে দুই হস্ত প্রসারণ করিল—বলিল, "মরিয়াছি, মরিব"। দূরে একজন সন্ন্যাসী "কি কর, কি কর" বলিয়া উঠিল। অমনি ললিতা সাগরে ঝাঁপ দিল—যেমন পূর্ব্বে পাপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল। সেই জলোচ্ছ্বাসের তুঙ্গ তরঙ্গাভিঘাতে আলোড়িত হইতে হইতে, সেই পাপিষ্ঠা, কর্ম্মফলের আকর্ষণে, নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য, শমন-সদন-পথে প্রধাবিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী জমীদার—তরুণী গুরু।

সেবানন্দ "কুসুমপুর" নামক জমিদারী ও তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিবার নাই, সুতরাং গৃহ শূন্য। তাঁহার দূর সম্পর্কীয়ের মধ্যে কোথায় কে দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া, যাহাদের পাইলেন তাহাদের আনয়ন করিয়া স্বগৃহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কুসুমপুর গ্রামে একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। সেইখানে দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

তিনি দরিদ্র গ্রামবাসিগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেন। তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন, অভুক্ত লোককে খাওয়াইতেন, রোগীর শুশ্রূষা করিতেন, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করিতেন; আর, প্রাতে ও অপরাহ্ণে, সেই একতারা বাজাইয়া, তাঁহার মধুরকণ্ঠে হরিনাম গান করিতে করিতে কুসুমপুর গ্রামের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেন।

সেবানন্দ এখন জমীদার। সুতরাং দৃশ্যটী নিতান্ত নূতন প্রজার ঘরে জমীদার আসিতেছেন—একতারা বাজাইয়া, হরিনাম গান করিতে করিতে। প্রজার বাটীতে আসিয়া জমীজমা, খাজনা আবওয়াবের কথা নাই। কথা,—কাহার খাওয়া হয় নাই, কাহার চিকিৎসা হয় নাই, কে শোক পাইয়াছে, কাহার পুত্রের লেখা পড়া হইতেছে না,—এই সকল কথা জমিদার কহেন। প্রজারা তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইল। তাঁহাকে জমীদার বলিত না। তাঁহাকে 'দেবতা

বলিত। ঐ 'দেবতা' আসিতেছেন, ঐ 'দেবতা' গান করিতেছেন, 'দেবতা' বলিয়াছেন, 'দেবতা' দিয়াছেন—নিজেদের মধ্যে এইরূপ বলিত। প্রায় সমুদয় কুসুমপুরবাসিগণ সেবানন্দের শিষ্য হইল। এও এক নূতন দৃশ্য, যিনি জমীদার তিনিই গুরু ; যাহারা প্রজা তাহারা শিষ্য। সেবানন্দ তাঁহার প্রধান শিষ্যকে তাঁহার জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়া প্রবাসে নির্গত হইলেন।

তিনি প্রতিগ্রামে কৃষকদিগের জন্য পাঠশালা স্থাপন করিতে লাগিলেন। উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা ছাত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রথমে পাঠশালাগুলি ছাত্রশূন্য ছিল, পরে তাহা ছাত্রগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

কোন কোন গ্রামে স্ত্রীলোকেরা "বালিকা-বিদ্যালয়ে" বালিকা পাঠাইত না। যে গ্রামগুলি মহেশের জমিদারির ভিতর, তাহাতে মায়া মহেশের সঙ্গে যাইতেন এবং কৃষক নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপ বক্তৃতা করার সময়, মায়ার কখন কখন, দেবভাবের আবেশ হইত। তখন মায়ার মুখ হইতে যে সকল বাণী নির্গত হইত, তাহা কৃষকরমণীগণের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকিত। তখন মায়ার হৃদয়ে এমন নির্ম্মল, মধুর, স্বর্গীয় স্নেহের উৎস খুলিয়া যাইত, যে অল্প সময়ের মধ্যেই সেই স্বর্গীয়স্নেহের বন্যাতে শ্রোত্রীমণ্ডলী ভাসিত, তখন স্নেহের প্লাবনে সব একাকার হইয়া যাইত। তখন অজ্ঞ কৃষকবালাদেরও মোহ কাটিয়া যাইত। তখন মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর ভিতর,—গাছ, পাথর, মাটী ইত্যাদি সমুদয় দ্রব্যের ভিতর, তাহারা শ্রীশ্রীমাতৃর্গাকে দেখিতে পাইত। তখন সকলে সমস্বরে করযোড়ে "মা দুর্গা, মা দুর্গা" বলিয়া উঠিত। তখন মায়া অজ্ঞ কৃষকনারীদিগের পুরোহিত। তখন তিনি, অবলা-

দিগের প্রাণের সহিত আপনার প্রাণ মিশাইয়া, মা দুর্গার স্তব করিতেন। তাহা শুনিয়া অশিক্ষিত রৌদ্রদগ্ধ কৃষকবধূগণের চক্ষু হইতে ভক্তির অশ্রুবারি, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট-মলিন-কপোলের উপর দিয়া তরল-রজত-ধারাবৎ বহিতে থাকিত। একি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

মায়া! তুমি কে? তুমি কোথায় এখন? হতভাগ্যদেশে বিদ্যুৎবৎ চমকিয়া, কোথায় চলিয়া গেলে। তোমাকে যে দেখে নাই, কে বিশ্বাস করিবে তুমি জন্মিয়াছিলে। অবিদ্যার মোহ যাহার কাটে নাই, কে বিশ্বাস করিবে ভবিষ্যতে তুমি আবার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিবে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মায়াতে মায়ার নাশ।

মহেশ বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামের পুষ্করিণী খনন বা পঙ্কোদ্ধার, ও জল নিকাশের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করিতেন। তিনি আর এখন বক্তৃতা মোটেই করেন না। বাক্য অতি কম বলেন। কেবল পর-হিতকার্য্য, অহোরাত্র কার্য্য, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। জীবনের সময় অতি অল্প, কার্য্য অনেক, এই ধর্ম্মভাবটী তাঁহাকে অদমনীয় বেগে চালাইতেছে।

সমুদয় দিবস পরিশ্রমের পর, মহেশ ও মায়া, ভ্রাতাভগ্নীতে সন্ধ্যার সময় যোগপুর নামক গ্রামের কাছারী বাটীর ভিতরের দিকে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। অনতিদূরে একতারা বাজাইয়া গান করিতে করিতে সেবানন্দ স্বামী আসিতেছেন।

গীত।

মায়াতে মায়ার নাশ।
প্রেমেতেই ব্রহ্মের বিকাশ।
সে প্রেমে নাহি দেহ জ্ঞান,
সে প্রেম স্বার্থের বলিদান,
সে প্রেম চাহেনা প্রতিদান,
সে প্রেমে নাহি নিরাশ।
সে প্রেমে হয় ভক্তি,
সে প্রেমে হয় মুক্তি,
সে প্রেমে, ওরে অবোধ জীব,
ভালবেসে, আনন্দোচ্ছ্বাসে,
আত্মা ব্রহ্মপানে ছুটে যায়,
বেগবতী স্রোতস্বতী যথা ধায়,
অপার সাগর সকাশ।
ওরে সে প্রেমপ্লাবনে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
হয়ে যায় একাকার,
না থাকে তখন আপন পর,
মুক্ত জীব তখন আনন্দ ঘন-আভাস।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উৎসব।

দরজায় রসনচৌকা বাজিতেছে, নহবত খানায় নহবত বাজিতেছে। প্রাসাদের শিরোভাগে প্রভাতপবনে পীতপতাকা উড়িতেছে। অন্তঃপুরে সমাগত মহিলাগণ মধ্যে মধ্যে হুলুধ্বনি করিতেছেন। "তরমহলের" সংলগ্ন রম্য উদ্যানে ঝম্ ঝম্ করিয়া ব্যাণ্ড বাজিতেছে। ক্ষুদ্র বালকগণ তালে তালে নাচিতেছে। চতুর্দ্দিকে আনন্দ উৎসব। অদ্য মায়ার গাত্রহরিদ্রা। অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক নিমন্ত্রিত জমীদার ও কৃষক আসিয়াছে। তাহাদের বাসায় আহারীয় দ্রব্যের সম্ভার লইয়া বাহকগণ যাইতেছে। আমাদের পরিচিত যজ্ঞেশ্বর হালদার মহাশয় আসিয়াছেন। মায়ার জন্য সুন্দর সাটী দিয়াছেন। সেবানন্দের বিশেষ আগ্রহে কুসীদজীবী ভগবতীচরণকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। তিনি হয়ত একখানি রূপার বাসন বিদায় পাইবেন, আর এই নিমন্ত্রণে তাঁহার গৃহিণীর নিকট তাঁহার মান্য বাড়িয়া যাইবে, এই মনে করিয়া হর্ষিত আছেন। মহেশের উকীল হেমেন্দ্র বাবু এখন জেলার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ও জমীদার; তিনিও আসিয়াছেন। কালীকৃষ্ণ, যদু, ষড়ানন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া আদর পাইতেছে। ভীম মরিয়া গিয়াছে। কলিকাতার বড় বড় জমীদার, রাজারা আসিয়াছেন। প্রবোধ বাবু সস্ত্রীক দুই দিন হইতে

"হরমহলে" আছেন, সব তত্ত্বাবধান করিতেছেন; জমীদারগণের, রাজা ও মহারাজদিগের আপ্যায়িত করিবার ভার লইয়াছেন; অদ্য প্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রবোধ বাবুকে ডাকিয়াছেন। প্রবোধ বাবু না থাকায়, মহেশ একটু বিব্রত।

বেলা ২ টার মধ্যে প্রবোধ বাবু ফিরিয়া আসিলেন। প্রবোধ বাবু ফিরিয়াই লীলা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাতের পর লীলা, যেখানে কুমুদিনী, মায়া, মহেশ ছিল, সেখানে আসিয়া বলিলেন "বৌ একটা খোস খবর দেই, তুমি রাণী হইবে"।

কুমুদিনী। যেমন ভাজ হীরামণি "বৌরাণী" ছিলেন। ভগবান্ তা হতে আমাকে রক্ষা করুন।

লীলা। তা কেন? গবর্ণমেণ্ট মহেশকে 'রাজা' উপাধি দিতে চান, ওকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আজ বলেছেন।

এমন সময় প্রবোধ বাবু "মহেশ মহেশ" বলিয়া ডাকিলেন। মহেশ "আজ্ঞে যাই" বলিয়া অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে যেমন আসিলেন, অমনি প্রবোধ বাবু বলিলেন "এখন হইতে আমরা তোমাকে 'রাজা মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী' বলিয়া ডাকিতে চাহি।"

মহেশ। কেন? আমার উপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এত অনুগ্রহ কেন? আমি কৃষক মহেশ চন্দ্র, রাজা উপাধি চাহি না।

প্রবোধ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "মহেশ বাবুর কার্য্যাবলী গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলাম।" তোমার জমীদারিতে তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতি গ্রামে পাঠশালা করিয়াছ; নিজে তাহা সম্যক্ পরিদর্শন করিয়া প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া তুমি মরা পুকুর গুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়াছ। কৃষকদিগকে মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য কোন কোন স্থানে তুমি নিজে কোদাল ধরিয়া মাটি

কাটিয়া থাক। গ্রাম গুলির জল নিকাশের জন্য একটী "সর্ভে" করিয়াছ, এবং জল নিকাশের জন্য আবশ্যক মত খাল কাটান আরম্ভ করিয়াছ। এবং নিজের খাস জমিতে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য উপায় করিতেছ। তোমার এই সকল কার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। এবং আরও লিখিয়াছেন—"যে কোন দেশেই হউক, মহেশ বাবুর মত অসাধারণ পুরুষ, এরূপ সর্ব্বমুখী পর-হিতকারিতা, অক্লান্ত শ্রম, সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ, জগতে বিরল। যদি কেহ বঙ্গদেশে রাজা উপাধির যোগ্য, তাহা হইলে মহেশ বাবু।"

মহেশ। আমি কৃষক, রাজা-উপাধি চাহি না। "রাজা" অপেক্ষা "কৃষক" উপাধি আমার নিকট সন্মানসূচক।

লীলা প্রকোষ্ঠের একটু নিকট আসিয়া অন্তরাল হইতে বলিলেন, "কুমুদিনী রাণী হইবে, মহেশ, তাহাতে তুমি বাধা দিওনা।"

মহেশ। ক্ষমা করুন, মাতঃ!

লীলা। সাহেব মহেশকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়াছেন। মায়ার বিষয় সাহেব কিছু শুনিয়াছেন কি?

প্রবোধ। হাঁ, সাহেব বলিলেন যে, "আমি শুনিতে পাই মহেশ বাবুর ভগ্নীও গ্রামে গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বক্তৃতা করেন, এবং নিজেও শিক্ষা দেন। কেহ কেহ বলেন তিনি দেবভাবে আবিষ্ট"।

লীলা। তবে মায়াকে "রাণী" বা "মহারাণী" উপাধি দিন, তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিলে না কেন?

প্রবোধ। মায়া যে জগতের মহারাণী, তাহা এ জগতের অপেক্ষা অনেক মহৎ।

মহেশ। আমার শরীরটা একটু খারাপ বোধ হইতেছে।

প্রবোধ। দেখ গ্রামে গ্রামে জল নিকাশের শ্রম ও অনিয়ম জন্য

তোমার এবার যে ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে তোমার শরীর দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর কয়েক দিবস দিন রাত্রি নিমন্ত্রিত লোক জনের সেবা ও অতিরিক্ত শ্রম হওয়াতে অদ্য তোমাকে বড় কাহিল দেখাইতেছে। বিশ্রাম কর গে। আমি সব দেখিতেছি। কোন চিন্তা নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কাল মেঘ।

কুসুমপুর গ্রাম। সেবানন্দ তাহার বাটীতে বসিয়া আছেন। তাঁহার গাত্র হরিদ্রা এক ঘণ্টা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কোন জাঁক জমক হয় নাই। তাহার দূর সম্পর্কে মাসী, পিসী, ভগ্নী, কয়েকটী মহিলা তাঁহার বাটীতে আসিয়া গাত্র হরিদ্রা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কুমুদিনী গাত্র হরিদ্রা উপলক্ষে আসিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সেবানন্দ নিষেধ করিয়াছিলেন। সেবানন্দ হস্তে মস্তক ন্যস্ত করিয়া ভাবিতেছিলেন "আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, অদ্য গৃহী। কপর্দ্দক শূন্য ছিলাম, অদ্য জমীদার; নারীসম্পর্কশূন্য ছিলাম, অদ্য নারীর প্রণয়ে মগ্ন; মায়া যে আমার পত্নী হইবেন তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর। পরশ্ব মায়া যথার্থই আমার পত্নী হইবেন, এই গৃহ যথার্থই সেই দেবী আলোকিত করিবেন, এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন; আমার হৃদয়-সিংহাসনের রাজরাজেশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবেন। সেবানন্দ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বাটীর নিকট প্রবোধ বাবুর

ভাড় গাড়ি আসিয়া লাগিল। সেই শকট হইতে একজন বার্ত্তাবহ ধরা নামিয়া গৃহে আসিয়া বলিল, "দেব! আপনি শীঘ্র আসুন। মহেশ বাবু অতিশয় পীড়িত। প্রবোধ বাবু, মহেশ বাবুর ও আপনার ভগ্নী আপনাকে এখনি এই গাড়িতে যাইতে বলিয়াছেন। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না"।

সেবানন্দ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অশ্বযানে আরোহণ পূর্ব্বক মহেশ ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বসন্তকাল। রজনী কৌমুদীশুভ্রা, কোমল-মলয়-সমীরা। আকাশ নির্ম্মেঘ নক্ষত্রখচিত। অশ্ব পবনবেগে ছুটিতেছে। সেবানন্দ চিন্তা-নিমজ্জিত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য ডুবিল।

সেবানন্দ অশ্বযানে দ্রুতবেগে যাত্রাপুর উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন "হরমহল" লোকাকীর্ণ কিন্তু সব নিস্তব্ধ। তাঁহার হৃদয়ে আশঙ্কা ঘনীভূত হইল। সেবানন্দ যেমন বাহিরের প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন, অমনি প্রবোধ বাবু সেখানে আসিলেন। তাঁহার বদন মণ্ডল উদ্বেগচিন্তাচ্ছন্ন। তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এক্ষণ একটু ভাল ভাল"।

সেবানন্দ। জ্ঞান আছে?

প্রবোধ। এক্ষণে নিদ্রিত—আসুন।

প্রবোধ ও সেবানন্দ নিঃশব্দপদসঞ্চারে মহেশের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন—মায়া পায় হাত বুলাইতেছেন ও মাঝে মাঝে চোখ মুছিতেছেন, লীলাদেবী মহেশের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছেন; কুমুদিনী ধরাতলে বসিয়া পালঙ্কের উপর স্বামীর পদতলে মস্তক রাখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। সকলেই নীরব। ডাক্তার পাশের ঘরে আছেন।

চিন্তায়, উদ্বেগে, ভয়ে রজনী কাটিয়া গেল। মহেশ নিদ্রিত। প্রভাত হইল। মহেশ চক্ষু উন্মীলন করিলেন। মায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা কেমন আছ?" "আমি ভাল আছি। যতক্ষণ ভাল থাকি, যাহা কিছু বক্তব্য আছে বলিয়া লই। আবার নিদ্রিত হইলে, পুনর্ব্বার জাগিব কি না বলিতে পারি না।" মায়া ও কুমুদিনীর অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া বলিলেন "এক্ষণ ভাল আছেন" ডাক্তার ঘরের বাহিরে গেলেন। মহেশ বলিলেন "কুমুদ তুমি উঠিয়া খাটের উপর মাথার কাছে বস।" কুমুদিনী অশ্রু মোচন করিয়া খাটের উপর বসিলেন। মহেশ বলিলেন, "গুরুদেব আসিয়াছেন কি?"

লীলা। হাঁ।

মহেশ। তাঁহাকে আর প্রবোধ বাবুকে ডাকুন।

সেবানন্দ ও প্রবোধ বাবু আসিলেন। নরেশ কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার প্রাসাদে গিয়াছেন।

মহেশ বলিলেন, "মায়া, তোমার বিবাহ দেখিয়া যাওয়া আমার সাধ ছিল; কিন্তু তাহা বোধহয় হইল না। সকলই মা কালীর ইচ্ছা। গুরুদেব! আমার ভগ্নীকে আপনার হস্তে দিলাম।"

সেবানন্দ। ওসব কথা এখন থাকুক।

মহেশ। না, গুরুদেব, আর সময় অধিক নাই। অনুমতি দিন, যাহা বলিবার আছে তাহা বলি।

সেবানন্দের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি নীরব থাকিলেন।

মহেশ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, বিধাতার বিধান মনুষ্যে লঙ্ঘন করিতে পারে না। বোধহয় অদ্যই তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে।"

কুমুদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "নাথ! ও কথা মুখে আনিও না। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।" এই বলিয়া অতিশয় কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেশ। অত অধীর হইও না। শোক মোহ মাত্র। এক্ষণে শুন; আমি চলিয়া গেলে, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। আমি দেহত্যাগ করিলেও আমার আত্মা তোমার আত্মার ভিতর থাকিবে, তোমার আত্মাতে আমার আত্মা মিলিত হইয়া দুই মিলিত আত্মা এক দেহে থাকিবে; প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য আমার প্রযত্ন তোমার হৃদয়ে থাকিয়া তোমাকে সতত তাহাদের হিতার্থে উৎসাহিত করিবে, মা কালীর নিকট এই প্রার্থনা।

এই কথা শুনিয়া কুমুদিনী পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, মা কালীর নাম জপ করিতে লাগিলেন—মহেশ আবার বলিতে লাগিলেন "ধর্ম্মজ্ঞে, আমি চলিয়া গেলে, এই বিস্তীর্ণ জমিদারির গুরুতর ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হইবে।"

কুমুদিনী। (কাঁদিয়া) আমি জমিদারি চাই না, প্রাণনাথ! আমি তোমার সঙ্গে যাইতে চাই।

মহেশ। না। আমার প্রাণাদপিপ্রিয় পত্নি! আমার আদেশ শুন। মায়ার মুখ হইতে যে মন্ত্র নির্গত হইয়াছে, আমার প্রজাদিগের

প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে, তাহাই আমার কার্য্যের বীজ মন্ত্র—প্রজাদের এরূপ ভাবে সাহায্য করিবে যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা অন্যের সাহায্য বিনা সুখে থাকিতে পারে, নিজের কর্ত্তব্য নিজে সাধন করিতে পারে। এই মন্ত্র অনুসারে ভবিষ্যতে যে সব কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নূতন ও কঠিন।

প্রবোধ বাবু। মহেশ তোমার কথা কহিতে শ্রম হইতেছে; একটু বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।

মহেশ। চিরবিশ্রামের সময় অতি নিকট, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তাই ত্বরা কয়েকটা কথা বলিয়া লইতেছি। (প্রবোধ বাবুর প্রতি) মহাশয়, আপনি ও মা (লীলাদেবী) জানেন যে আমার জমিদারি, প্রজারা সুশিক্ষিত হইলে, আমি তাহাদিগের উপযুক্ত প্রতিনিধিগণের হস্তে, প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য, তাহাদের মনুষ্যত্ব ও আত্মার বিকাশের নিমিত্ত, সমর্পণ করিতাম। তাহারা তখন যদি আমাকে তাহাদের এক জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিত, তাহা হইলে আমি তাহাদের এক জন বিনীত সেবক হইয়া জীবন কাটাইতাম। আপনি, আর মা, আমার পত্নীকে আমার সঙ্কল্পিত কার্য্যপ্রণালী সাধন পথে সাহায্য করিবেন।"

মহেশ। (তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া) প্রিয়তমে, তুমি বুদ্ধিমতী কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক—বয়স অল্প। তাই আমি এক খানি উইল করিয়াছি। আমার সমুদয় সম্পত্তি সংগ্রামপুরে প্রতিষ্ঠিত মা কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি হইবে। তুমি তাহার সেবাইত হইবে।"

কুমুদিনী। (আবার কাঁদিয়া বলিলেন) প্রাণনাথ! তোমার এই সকল কথা আমার বুকে শেল সম 'বিঁধতেছে—ক্ষমাকর—ও কথা মুখে আনিও না।

মহেশ। প্রিয়তমে, মায়া, গুরুদেব, মা, প্রবোধ বাবু—মা কালী আমাকে ডাকিতেছেন—বাবা আমাকে নিতে আসিয়াছেন—বিদায়—কুমুদ—মায়া শোক করিও না—আবার দেখা হবে—চলিলাম—" এই বলিয়া মহেশ, বক্ষে করযোড়পূর্ব্বক প্রশান্তবদনে, নেত্রে নিমীলিত করিলেন।

মায়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দাদা!" এই বলিয়া মায়া নিজের মস্তক তাঁহার দাদার মস্তকের উপর রাখিলেন। লীলাদেবী সন্তর্পণে মায়াকে আপনার বুকে তুলিয়া লইলেন। তখন সকলেই বুঝিলেন, ভ্রাতা ও ভগ্নীর প্রাণবায়ু চলিয়া গিয়াছে। তখন সেই প্রাসাদ হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মহেশ ও মায়া—ভাই ও ভগ্নী—আত্মীয়স্বজনকে, প্রজাবৃন্দকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, বঙ্গের একপ্রান্ত, ক্ষণপ্রভার ন্যায়, ক্ষণকাল মাত্র আলো করিয়া অদৃশ্য হইলে। দুর্ভাগ্য দীনকৃষককুলের মঙ্গলার্থ, হতভাগ্য বঙ্গদেশে তোমরা আবার কি জন্মগ্রহণ করিবে? দীন-নাথ মহেশ! দীনতারিণী মায়া! তোমরা আজি কোথায়? তোমাদের পবিত্র পদরেণু আমাদের মস্তকে দিয়া আমাদিগকে পূত কর, এবং অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে অভিষিক্ত কর। যশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কাহারও প্রতি বিদ্বেষে হৃদয় কলুষিত না করিয়া, কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তিপ্রসূত প্রেমের প্রেরণায়, দেশের দুস্তর দুর্গতি নাশ করিবার জন্য, আমাদিগকে, নীরবে, দৃঢ়ভাবে নিঃস্বার্থ হইয়া, অবিরাম কার্য্য করিতে, শিক্ষা দাও।

সমাপ্ত।